শাইখ মুস্তফা আহমাদ মুতাওয়াল্লী
হে যুবক!
জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
অনূদিত

হে যুবক! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়

মূল	ড. শাইখ মুস্তফা আহমাদ মুতাওয়াল্লী
অনুবাদ	সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
প্রকাশক	হাবিবুর রহমান হাবিব
প্রকাশনায়	আর রিহাব পাবলিকেশন্স

অ। র্প। ণ

আমার ছোট বোনকে
হৃদয়ের মণিকোঠায় যে আমার জন্য
চাষ করে রাশি রাশি ভালোবাসা।

সূচিপত্র

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এক ও অদ্বিতীয়। যিনি এ জগত সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি। সৃষ্টির ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সবকিছুতেই বেষ্টন করে আছে প্রিয়তম প্রভুর সীমাহীন ভালোবাসা, দয়া ও রহমত।

অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যার নবুওয়াতি আলোকধারায় এ পৃথিবি থেকে দূরিভূত হয়েছে পাপ ও অন্ধকার। যার পরশে মানব খুঁজে পেয়েছে সফলতার সঠিক পথ।

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পূত-পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর অনুসারীদের প্রতি এবং সৌভাগ্যশালী উম্মতের প্রতি। যারা সীমাহীন যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েও বেছে নিয়েছেন প্রিয় নবিজির পথ-পন্থা, আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁর অনুপম আদর্শ।

প্রিয় পাঠক! 'হে যুবক! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়' বইটির মেইন গেইটে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। ভেতরে প্রবেশের আগে জরুরি কিছু বিষয় আপনার সাথে আলাপন করে নেই। আসলে সালাফদের লেখাগুলোতে কেমন যেন একটা রুহানিয়াত খুঁজে পাই। সালাফদের বই-পুস্তকের ধরণগুলো খুবই ভালো লাগে আমার। শুরুতে কুরআনুল কারিমের আয়াত, তারপরে হাদিসে রাসূল, আছারে সাহাবা, তাবিয়িদের বক্তব্য ও অনেক বুযুর্গদের উক্তির সমাহার ঘটিয়ে থাকেন তাঁদের বই-পুস্তকে।

এই বইটিও সে ধারার ব্যতিক্রম নয়। বক্ষমান গ্রন্থটি ড. শাইখ আহমাদ মুস্তফা মুতাওয়াল্লীর হৃদয়কাড়ানো চমৎকার মূল্যবান একটি সংকলন। "মান ওয়াজাবাত লাহুমুল জান্নাত" নামে বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে এবং বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। তারই বাংলা অনুবাদ—'হে যুবক! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়'। অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা আমি অবলম্বন করেছি–

১. মূল কিতাবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু আমি পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে, উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দিয়েছি। যাতে কোন বর্ণনাতে কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে; তা সহজে পাঠকের বোধগম্য হয়ে যায়। আবার কখনো-কখনো ভাষান্তরিত করার সময় পাঠকের উপকারের আবেদনের ডাকে সাড়া দিতে

গিয়ে দু'চার শব্দ সংযোজনও করে দিয়েছি। ফলে কোথাও মূল ইবারতের সাথে মিল না খেলে দায় আমার। মূল লেখকের নয়।

২. টিকাতে প্রত্যেকটি আয়াতের সুরার নাম ও আয়াত নং এবং হাদিসের উৎস বলে দিয়েছি। আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে মূল আরবিপাঠ উল্লেখ করে দিয়েছি, তবে সহজার্থে কিছু কিছু হাদিসের আরবিপাঠ উল্লেখ করা হয়নি। আবার কোথাও মূল লেখক হাদিসের আরবি পাঠের শাব্দিক আলোচনা করেছেন, পাঠকের সহজের জন্য দু'এক জায়গায় সেসব শাব্দিক আলোচনা থেকে আমি বিরত থেকেছি।

৩. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে যত নুসখা রয়েছে, সবগুলোকেই আমি সামনে রেখেছি। যাতে লেখকের হীরাতুল্য কোন বক্তব্যই হারিয়ে না যায়।

৪. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সাবলীল রাখতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোথাও কোন ভুল বা অসঙ্গতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অবশ্যই বন্ধুত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে জানানোর অনুরোধ রইলো। ইন শা আল্লাহ, তা সাদরে গ্রহণ করে নিবো। দিল থেকে 'জাযাকাল্লাহ খায়রান' বলবো।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন ইসলামি জগতের স্বনামধন্য প্রকাশনা 'আর রিহাব পাবলিকেশন্স'। আল্লাহ তায়ালা প্রকাশককে এবং এই বইটির পিছনে যারা দিন-রাত মেহনত করেছেন, তাঁদের সবাইকে এর উসিলা করে পরপারে নাজাত দিন এবং জান্নাতের সুখময় উদ্যানে জায়গা করে দিন। আমিন।

প্রিয় পাঠক! জান্নাতে কে যেতে না চায়? প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে গেঁথে রেখেছেন জান্নাতে যাওয়ার আশা। সুখী, দুঃখী, গরিব-ধনী প্রতিটি মানুষই কামনা করে পরপারের সুখ। হ্যাঁ, পরপারের সেসব সুখের জন্য আমরা কী করবো? কী করলে জান্নাতের সেই সুখ পাওয়া যাবে, তারই বিভিন্ন দিক নির্দেশনা রয়েছে বইটিতে। অনেক কথা হয়ে গেলো। আর নয়; চলুন, এবার আমরা মেইন গেইট পেরিয়ে প্রবেশ করি—**'হে যুবক! জান্নাতের তোমার প্রতিক্ষায়'**-এর পুস্পকাননে।

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

সুলাইম বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

سَمِعْتُ اَبَابَكْرٍ، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَا لَكَ اَبَا بَكْرٍ؟ فَقُلْتُ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْرُجْ فَنَادَ فِي النَّاسِ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ عُمَرُ: ارْجِعْ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَتَّكِلُوْا عَلَيْهَا، فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا رَدَّكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ، فَقَالَ صَدَقَ.

"আমি আবু বকর রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি বের হও এবং মানুষেদের থেকে যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করে তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। অতঃপর আমি বের হলাম, পথে ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে সাক্ষাত হলো। ওমর বললো, হে আবু বকর! আপনার উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি বের হয়ে মানুষের মাঝে ডেকে-ডেকে সংবাদ প্রদান কর—যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। ওমর বলল—আপনি রাসুলের কাছে ফেরত চলে যান, কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে মানুষ এ কথার উপর র্নিভর করে বসে পড়বে। আবু বকর বলেন, এরপর আমি নবির কাছে ফিরে আসলাম। আখেরি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর! কেন ফিরে এসেছো? আমি সংবাদ দিলাম ওমর এরকম বলেছেন। তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—সে ঠিক বলেছে।"[১]

---

[১] সহিহুস সহিহা : ১১৩৫।

সাহল বিন হুনাইফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

بَشِّرِ النَّاسَ اَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ.

"তুমি মানুষকে সুসংবাদ দাও- যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।"[২]

শায়েখ হাফেজ হাকমি রহিমাহুল্লাহ দরদমাখা কণ্ঠে বলেছেন–

আল্লাহর প্রতি স্বাক্ষ্য প্রদানের শব্দ উচ্চারণ,
সেটাই হবে সফলতা ও জান্নাতের সুখের কারণ।
যে দিয়েছে শাহাদাতের সাক্ষ্য বিশ্বাস করে দিলে,
আমল করেছে সে সবকিছুর উপর তিলে-তিলে।
মুখে কাজে সাক্ষ্য দিয়ে পরপারে দিয়েছে পাড়ি,
কিয়ামতে নিরাপদে উঠবে সে জান্নাত হবে বাড়ি।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

"আর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে; সেই সফলকাম হবে।"[৩]

এটাই সুপথ আর এ সুপথে অগ্রগণ্যতার জন্য কেবল শাহাদাতই আবশ্যক। এ শাহাদাত যে পড়েছে সে সফলকাম হয়েছে। পেয়েছে মুক্তির ঠিকানা। কাঙ্ক্ষিত সুপথ। কালিমা তাইয়্যিবার দাবিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং সমস্ত নবি-রাসুল এ জগতে সংসারে আগমন করেছেন কেবল আল্লাহর ঐ চিরন্তণ বাণী কালিমায়ে তাইয়্যিবার জন্যই। এ কারণেই দুনিয়া ও পরকাল সৃষ্টি হয়েছে। মানবের সফলতা ও ব্যর্থতা নিহিত রয়েছে এই ছোট্ট

---

[২] সহিহুল জা'মে : ৫১৩৫।
[৩] সুরা আলে ইমরান : ১৮৫।

কালিমাতেই। বিচারের দিন মানবের ডান-বাম হাতে তার আমল দেওয়া হবে এর কারণেই। শাহাদাতের বড়ত্বের কারণে কারো পাল্লা ভারি হবে, আবার যার শাহাদাত ছিলো কিন্তু আমল ছিলো না, তার নিক্তি হবে একবারে হালকা। আল্লাহর এ ছোট্ট বাণীর কারণেই মানুষকে জাহান্নামে কিছু দিন শাস্তির পরে জান্নাতের সুখময় উদ্যানে নেওয়া হবে। আগুনে সর্বদা রাখার হুকুম দেওয়া হবে না। শাহাদাতের কারণেই আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি সর্ম্পকে তাকে পাকড়াও করবেন। হিসাব-নিকাশ নিবেন। আবার আল্লাহ দুনিয়ার জীবন সর্ম্পকে প্রশ্নও করবেন। মোট কথা হচ্ছে—মানুষের সফলতা ও জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো 'কালিমায়ে শাহাদাত'। মানবের সফলতার দিশারি পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.

"অবশ্যই আমি তাদের সকলকে তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করব।"[৪]

আল্লাহ তায়ালা যেসব নবিদের দুনিয়ার জমিনে কালিমা তাইয়্যিবার দাবি নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন তাদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। নবিগণ কি আল্লাহর সেই চিরন্তণ বাণী পরিপূর্ণ উম্মাহ্র কাছে পৌছে দিয়েছেন? মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.

"অবশ্যই আমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রাসুল প্রেরিত হয়েছিলো, আর রাসুলগণকেও অবশ্যই তাদের রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব।"[৫]

পূর্বের ও পরের আয়াত দ্বারা এমনটাই বুঝা যায়। নবিগণের প্রশ্ন করার আরো বিপুল আয়াত রয়েছে। মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরো ইরশাদ হয়েছে-

---

[৪] সুরা আল হিজর : ৯২।
[৫] সুরা আল আ'রাফ : ৬।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.

"যেদিন আল্লাহ সব পয়গম্বরদের একত্রিত করবেন সেদিন জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা (জাতির কাছ থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তখন তারা বলবেন—আমরা অবগত নই। আপনিইতো অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।"[৬]

এটাতো বড় ও মহা নেয়ামত। আল্লাহ মানবের উপর রহমত করে দান করেছেন। রাসুল ও নবিগণের উপর ও আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। তাইতো সুরা নাহলের শুরুর দিক দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার অনেক নেয়ামতকে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে সেই মহান সত্তা ইরশাদ করেন-

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ.

"তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছে নির্দেশসহ ফেরেশতাদের এই মর্মে প্রেরণ করেন যে, হুশিয়ার করে দাও। আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো।"[৭]

এটাই সাক্ষ্য প্রদানের শব্দ। সফলতার চাবি। দ্বীনের ভিত্তি ও মূল মগজ। গাছের শিকড়ের ন্যায়, ঘরের খুটি বা স্তম্ভের মতো, যা কোনো কালে বৈশাখি ঝড় তুফানেও নাড়াতে পারে না। একেবারে শক্ত ও ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও মজবুত। কালিমা তাইয়্যিবা ছাড়া দ্বীনের অন্য ফরজ বিধানাবলী গাছের ডালপালার ন্যায়, যে ডালপালাগুলো শাহাদাত নামক গাছ থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে।

শরিয়তের সব বিধানই কালিমাই তাইয়্যিবাকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য। কালিমায়ে তাইয়্যিবার সাথেই সব আমল ও বিধানাবলী সম্পৃক্ত।

---

[৬] সুরা মায়িদাহ : ১০৯।
[৭] সুরা নাহল : ২।

তাইয়্যিবাই আসল ও মূল ভিত্তি। পবিত্র কুরআনুল কারিমে পরাক্রমশালী সেই মহান সত্তা ইরশাদ করেন, যিনি এই দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি।

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"আর যারা গোমরাহি তাগুতদের মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাত যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সবই জানেন ও শুনেন।"[৮]

উপরোক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে সাঈদ বিন জুবাইর ও জাহহাক রহ. বলেন, এখানে আল্লাহর অঙ্গিকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দান করা। তথা তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এ আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ. তারকা, নিহারিকা, খাল-বিল, নদি-নালা, ঝিলসহ সবই তার নেয়ামত। তিনি এগুলোর একচ্ছত্র মালিক।

অব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা ও "লা–হাওলার" মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো আশা না করা হলো প্রকৃত মুমিনের গুণ। কতইনা সুন্দর করে আল্লাহ তায়ালা মানবতার মুক্তির মহাগ্রন্থে ইরশাদ করেন-

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ.

"অতএব যে দান করে ও খোদাভীরু হয়, এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে; আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ করে দিবো।"[৯]

আবু আব্দুর রহমান সুলামি জাহহাক ও আতিয়্যা রহ. উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর সেই কথা সত্য ও বাস্তব।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

---

[৮] সুরা বাকারা : ২৫৬।
[৯] সুরা লাইল : ৫-৭।

"তিনি ব্যতিত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করতো ও বিশ্বাস করতো।"[১০]

বাগভী রহ. বলেন, এসব সত্যকে মেনে নেওয়াই তাকওয়া। তাকওয়ার ডাক দিয়ে আহবানকারী সেই দয়াময় প্রভু ইরশাদ করেন-

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

"(আর আল্লাহ তায়ালা) তাদের জন্য তাকওয়াকে অপরিহার্য করে দিলেন, বস্তুত: তারাই ছিলো এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।"[১১]

কালিমায়ে তায়্যিবাই হলো 'দৃঢ় কথা' সুতরাং কালিমায়ে তাইয়্যিবাকে হৃদয়ের প্রতিটি দরজা-জানালাগুলোতে ঠাঁই দিতে। তাহলেই জান্নাত পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে সুখময় উদ্যানের হাজারো সুখ। শান্তিতে থাকা যাবে নিরবদী, যে সুখ কেবল ক্ষণিকের জন্য নয়। যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.

"আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন, পার্থিব জীবনে ও পরকালে।"[১২]

বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, শাহাদাতই হলো মুল বা শিকড়। কালিমায়ে তাইয়্যিবা বা পবিত্র বৃক্ষের মতো, যেটা আয়াতে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ.

"আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। যার শিকড় মজবুত ও দৃঢ়। আর শাখা-প্রশাখা আকাশে উত্থিত।"[১৩]

---

[১০] সুরা যুখরুফ : ৮৬।
[১১] সুরা আল ফাতাহ : ২৬।
[১২] সুরা ইবরাহিম : ২৭।

আলি বিন তালহা ইবনু আব্বাস বর্ণনা করেন—"শাহাদাতের গোড়া মুমিনের হৃদয়ে বদ্ধমূল রয়েছে। আর এই শাহাদাতের প্রশাখা হচ্ছে নেক-আমল। যেটা আকাশচুম্বী এবং প্রিয়তম আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী।"[১৪]

জাহহাক, সাঈদ বিন জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ রহ. প্রমুখ বলেন, কালিমায়ে তাইয়্যিবাই হাসানাহ বা ভালো কাজ। সুতরাং যে এ ভালো কাজ বেশি বেশি করতে পারবে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। যেটা আল্লাহ তায়ালাই ইরশাদ করেছেন-

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

"যে নেক কাজ করবে আল্লাহ তায়ালা আরো দশগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন।"[১৫]

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ.

"আর যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্ট প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে।"[১৬]

জয়নুল আবেদিন, ইবরাহিম নাখঈ ও আবু জর প্রমুখ বলেন, শাহাদাত হলো নেক আমলের সর্বোত্তম আমল। এর দ্বারাই মানুষের গুনাহ ও পাপকে মোচন করা হয়।"[১৭]

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

"আকাশ ও পৃথিবিতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই।"[১৮]

---

[১৩] সুরা ইবরাহিম : ২৪।
[১৪] তাফসিরে ইবনু কাসির : ২/৫৪৯।
[১৫] সুরা আল আনআম : ১৬০।
[১৬] সুরা নামল : ৮৯।
[১৭] তাফসির ইবনু জারির : ৮/১১০।
[১৮] সুরা রুম : ২৭।

কাতাদা মাহাম্মাদ বিন জাবির মালেক, তিনি মাহাম্মাদ বিন মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন, "কালিমায়ে তাইয়্যিবা বা শাহাদাত হলো মুক্তির কারণ। যেমন 'সহিহ মুসলিম শরিফে' উল্লেখ রয়েছে-

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ مُؤَذِّنًا يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ.

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুয়াজ্জিনকে 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে শুনলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে গেছো।"[১৯]

উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

"আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল—এ কথা বলবে তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম।"[২০]

শাফায়াত সম্পর্কিত হাদিসে আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ.

"তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো। যদিও তার হৃদয়ে সামান্য পরিমাণ ইমান থাকে তবুও, কারণ ইমান হলো জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র মাধ্যম।"[২১]

---

[১৯] মুসলিম শরিফ : ৩৮২।
[২০] মুসলিম শরিফ : ২৯।
[২১] সহিহ বুখারি : ২২।

যেমনটা উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ، وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ.

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, তার সাথে আর কারো শরিক নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। এবং ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা এবং সে কোনো নারির সন্তান (আল্লাহর বাণী—তিনি মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছেন। তিনি ছিলেন রুহ।) জান্নাত সত্য—জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তিকে জান্নাতের আটটির যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন (সুবহানাল্লাহ)। অন্য বর্ণনায় এসেছে—তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল অনুযায়ী জান্নাতে দিবেন।"[২২]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. থেকে বর্ণিত-

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ.

"নবি নূহ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর সময় তার সন্তানকে ডেকে বললেন, আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা একত্ববাদের' আদেশ করে যাচ্ছি, কেননা সাত আসমান, সাত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয়। (আর লা ইলাহাকে অন্য পাল্লায় রাখা হয়) তাহলে লা ইলাহার পাল্লাটাই প্রাধান্য

[২২] সহিহ মুসলিম : ২৮।

পাবে। এমনকি সাত আসমান এক পাল্লায় আর কালিমাকে এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলেও কালিমার পাল্লাটা ভারী হবে।"[২৩]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে প্রভু! আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যার মাধ্যমে আপনাকে আহবান ও স্মরণ করবো। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। মুসা আলাইহিস সালাম তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এই কথা তো সব মানুষেরাই বলে থাকে। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুসা! তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, মুসা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেন। আরো বললেন, আমি চাচ্ছি এমন আমল—যে আমল আমার জন্যই বিশেষ থাকবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুসা! আসমান-জমিন ও আমার অন্যান্য সৃষ্টকে যদি এক নিক্তিতে রাখা হয়, আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে আরেক নিক্তিতে রাখা হয়, তবে 'লা ইলাহার পাল্লাটা অন্যটির তুলনায় ভারী হবে।"[২৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এটা ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই। এমনকি এটা আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়।"[২৫]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মানব থেকে যে ব্যক্তি খুশি মনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আরশে আযিমে না পৌছে।"[২৬]

প্রিয় যুবক! তোমাকেই বলছি...

মন খুলে, প্রাণ খুলে আল্লাহর সেই মহা বাণীটি পড়ো, হৃদয়ের প্রতিটি পরতে-পরতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' ভালোবাসার বাতাস প্রবাহিত করো; তাহলে জান্নাত পাবে। বন্ধু-বান্ধববিহীন সেই কবরে এই কালিমাই তোমার

---

[২৩] মুসনাদু আহমাদ : ৬৫৮৩।
[২৪] আল মুজমা : ১০/৮৫; হাদিসটির সনদ দুর্বল।
[২৫] সুনানু তিরমিযি : ৩৫১৮; শাইখ আলবানি হাদিসটি দুর্বল বলেছেন।
[২৬] মিশকাত শরিফ : ২৩১৪; হাদিসটি হাসান।

পরম বন্ধু হবে। বন্ধুত্বের বাঁধনে কেবল তুমি তাকেই পাবে। আর সবকিছু তোমার পর ও অনেক দূরের হয়ে যাবে। হাশরের সেই কঠিন দিনে এই কালিমাই তোমার ভীতি ও শঙ্কার নিরাপদকারী হবে। এমনই তো সুসংবাদ দিয়েছে আমাদের পরম বন্ধু, দুজাহানের বাদশা, মুহাম্মাদে আরাবি, আহমাদে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ইমাম আহমাদ রহ. 'মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল' কিতাবে হাদিস বর্ণনা করেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র সাক্ষি দিবে কবরে সে একাকিত্ব থাকবে না, এমনিভাবে পুনরুত্থানের সময়েও একাকিত্ব থাকবে না। সেদিন তারা হবেন এমন যে—তাদের মাথা থেকে মাটি সরে যাবে, তখন তারা বলবে, আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাদের থেকে চিন্তাকে সরিয়ে নিয়েছেন।[২৭]

ইবনু বায রহ. বলেন, যারা শুধু ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় ইমান এনেছে, কিন্তু কোনো পূণ্য কাজ করেনি; তাহলে আল্লাহ তায়ালা দয়ার চাদর বিছিয়ে (তাদেরকে) বান্দাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আবার এই দুনিয়ায় তার পাপের শাস্তি ভোগ করাবেন, যে পাপের জন্য বান্দা আল্লাহর কাছে তওবা বা অনুতপ্ত হননি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সেই গুনাহগার বান্দাকে শাস্তির মাধ্যমে পবিত্র করে জান্নাত দান করবেন।

তাই প্রতিটি নর-নারির আল্লাহর সুসংবাদ সম্পর্কীয় সুসংবাদ ও হাদিস ভালো করে বুঝা উচিত। আল্লাহর বিধান সম্পর্কে খেয়াল রাখা অবশ্যক। যেসব গুনাহ ও পাপাচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। আল্লাহর সেই নিষেধাজ্ঞা বিষয়ের আশে পাশে না যাওয়া। তাকে কঠিন ভয় পাওয়া। প্রভুকে দয়াময় মনে করে তার কাছে রহমত আশা কামনা করা। এটাও স্মরণ করা যে প্রভু তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন ইনশাআল্লাহ! আর আল্লাহ তার উপর রহম ও দয়ার দৃষ্টি দিবেন—যে নেক আমল করবে। এটাই জান্নাতি মানুষদের কাজ। আহলে ইমান

---

[২৭] হাতেম ফিল কামেল: ৪/১৫৮২; শাইখ আলবানি হাদিসটি দুর্বল বলেছেন; এ হাদিসের ব্যাপারে অনেকে মন্তব্য করে হাদিসটি দুর্বল বলেছেন। বাস্তব কথা হলো দুর্বল হাদিসটি একবারে শেষ পর্যায়ের দুর্বল না হলে আমলের জন্য তা গ্রহণযোগ্য।

যাদের—তাদেরও প্রভুর প্রতি এমনই ধারণা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.

"তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিলো আমার কাছে বিনীত।"[২৮]

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেছেন-

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ.

"যাদেরকে তারা আহবান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থ তালাশ করে যে—তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় করে।"[২৯]

এটাই ইমানের বৈশিষ্ট্য। যারা প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করে, তারা এভাবেই আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও ভয় করে। আদায় করে প্রিয়তম প্রভুর ফরজ বিধানাবলী। তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার বিষয় থেকে অনেক দূরে থাকে। কখনো প্রভুর নির্দেশ অমান্য করে না। এরাই প্রকৃত মুমিন, এরাই জান্নাতি। জান্নাতের সুমহান মর্যাদায় তারাই উন্নীত থাকবে।[৩০]

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, শাহাদাত বলতে বুঝায়—মুখে স্বীকার করে নেওয়া, হৃদয়ে বিশ্বাস করা, আমলে পরিণত করে যাওয়া। এটাই কালিমায়ে তাইয়্যিবার দাবি। প্রভুকে কেউ যদি সত্যিকার ভালোবাসে ও হৃদয়ে প্রভুর নাম গেঁথে দেওয়ার দাবি করে, তাহলে তাকে অবশ্যই আমল করতে হবে। কিন্তু মুনাফিকরা মুনাফিক হয়েছিলো কেবল মুখে স্বীকার করেছে, কিন্তু

---

[২৮] সুরা আম্বিয়া : ৯০।
[২৯] সুরা বনি ইসরাঈল : ৫৭।
[৩০] মাজমাউ ফতোয়া ইবনু বায : ২৬/৮০-৮১।

হৃদপিন্ডে ছিলো মিথ্যা ও প্রিয় নবির বিরোধিতা। তাই তো মুনাফিকদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলত—

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ.

"মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে— আমরাতো সাক্ষ্য দেই যে নিশ্চয় আপনি আল্লাহর প্রেরিত নবি।"[৩১]

উপরোক্ত আয়াতে শাব্দিকভাবে অনেক দৃঢ়তার অর্থ প্রদান করে। তবুও আল্লাহ তায়ালা তাদের এই এ মিথ্যা দাবিকে সুস্পষ্ট করে ইরশাদ করেছেন।

তাদের এ দাবি কেবলই মিথ্যা ও বানোয়াট। কেননা এসব মুনাফিকরা মুখে বললেও হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে না। আর আমলতো করেই না। তারা কেবল ইমান ও শাহাদাতের কথা মিথ্যা ও বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা প্রভু নাই, যে প্রভু ইবাদত বা উপাসনার যোগ্য হবে। আর অবুঝ বান্দা—যারা না বুঝে যেসব মূর্তির ইবাদত করতেছে, এসব আদৌ উপাসনার উপযুক্ত না। কিন্তু এ মানবজাতি কেন বুঝেনা যে তাদের এ হাতের বানানো মূর্তির উপাসনা করে আবার নিজেরাই নিজেদের খোদাকে পানিতে চুবিয়ে নষ্ট করে ফেলে। আল্লাহ এসকল অবুঝ মানবকে হিদায়াত দান করুক। আমিন।

জান্নাত পেতে যে সন্তুষ্ট

আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يُرْفَعُ

[৩১] সুরা মুনাফিকুন : ১।

بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে তার দ্বীন ও প্রিয় নবিকে রাসুল হিসেবে মনোনিত করে সন্তুষ্ট থাকবে। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এতে আবু সাঈদ আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তখন তিনি পুনরায় বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি সে কথাটি আমাকে পুনরায় বলুন, তার বিনীত আবেদন শুনে নবিজি পুনরায় তাকে বললেন এবং সাথে একটি কথা বললেন, আরো একটি আমল আছে যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে জান্নাতে একশত মর্যাদায় সমুন্নত করবেন, যে প্রত্যেকটি মর্যাদার মাঝে আকাশ ও জমিনসম দুরত্ব রয়েছে। এ কথা শুনে আবু সাঈদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সেটা কি আমল? তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। উপরোক্ত হাদিসের শেষে রয়েছে—যে ব্যক্তি বলবে, আমি আল্লাহকে রব ও ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদকে আমার নবি হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।"[৩২]

মসজিদের মিনার থেকে আহ্বানকারীকে জান্নাত ডাকছে

ইবনু ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً.

"যে ব্যক্তি বারো বৎসর আযান দিবেন তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। প্রতিদিন তার আযানের বিনিময়ে সত্তরটি নেকি ও ইকামতের বিনিময়ে ত্রিশটি নেকি লেখা হবে।"[৩৩]

[৩২] সহিহ মুসলিম : ১৮৮৪
[৩৩] মিশকাত শরিফ : ৬৭৮

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আখেরাতের ময়দানে যখন মানবজাতিকে পুনরায় উঠানো হবে, তখন মুয়াযযিনের গর্দান সবার তুলনায় উঁচু থাকবে। কেননা মুয়াযযিন এই দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ঘোষণা করতেন। নবিজির শাহাদাতের সাক্ষ্য প্রদান করতেন। মানবজাতিকে নামাজের দিকে আহবান করতেন। দিশেহারা এ জাতিকে কল্যাণ ও সফলতার দিকে ডাকতেন। আর আযান দেওয়া হতো কোনো উঁচু স্থানের উপর উঠে, তাইতো আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে সবার থেকে উঁচু স্থানটিই দান করবেন। তাদের চেহারায় ঠিকরে পড়বে নূর। নূরের আলোয় জ্বলজ্বল করবে তাদের সমুজ্জল চেহারা। তাইতো প্রতিটি মানবের হৃদয়ে জান্নাত পাওয়ার আশায় এ ধরনের কামনা থাকা জরুরী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, মানব যদি জানতো যে আযানের মধ্যে কত সওয়াব ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে, তাহলে তাদের মাঝে লটারির প্রয়োজন পড়ে যেত।"[৩৪]

আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মানব ও জ্বিন জাতিও যে আযানের শব্দ শুনবে আখেরাতের ময়দানে সে আল্লাহর দরবারে সাক্ষি দিবে। মুয়াযযিনের সাথি আখেরাতের ময়দানে সাক্ষি দিবে যে—সে মুয়াযযিন ছিলো।"

সারকথা হলো—প্রিয়তমের ইবাদতে দিশেহারা মানবজাতিকে তার দিকে আহ্বান করা অনেক সওয়াব ও ফজিলত। তাই মানবের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি মানবজাতিকে আহবান করার স্পৃহা থাকতে হবে, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সেই সুন্দর কুঠির দান করবেন।

জ্ঞাতব্য বিষয়: কিন্তু যেসব মসজিদে নির্ধারিত মুয়াযযিন রয়েছে, সেখানে গিয়ে আবার সওয়াব পাওয়ার জন্য তার অনুমতি ব্যতিত আগে বেড়ে আযান দেওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ মুয়াযযিন সাহেবের কাছে অনুমতি চাওয়ার পর সে যদি আযান দেওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে মালিকের কদমে সিজদা দেওয়ার জন্য, মানবকে ডাকার জন্য আযান দেওয়ার অনুমতি আছে। ফযিলতের প্রতি আবেগপ্লুত হয়ে তার আগে

---

[৩৪] শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৫/৩২।

আযান দেওয়াকে বৈধ বলা যাবে না। কারণ এ সম্পর্কে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির জন্য অন্য ব্যক্তির সম্মানের স্থান দখল করা বৈধ হবে না।"[৩৫]

একটু সময় প্রভুর জন্য : জান্নাত তোমার জীবনের জন্য

উকবা বিন আমের রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"যে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযু করে অতঃপর হৃদয় ও মন দিয়ে প্রভুর কদমে সিজদা করে দু রাকাআত সালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।" (সুবহানাল্লাহ!)[৩৬]

হানযালা রা. বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সালাতের প্রতিটি ওয়াক্ত, ওযু, প্রতিটি রুকু-সিজদার প্রতি লক্ষ্য করে যথারীতি সালাত আদায় করবে এবং সে এটা মনে করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব আমার উপর দায়িত্ব। তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৭]

প্রিয় ভাই! কিন্তু আজকাল আমরা সালাতের প্রতি কোনো গুরুত্বই দিচ্ছি না। কোনোরকম সালাত শেষ করলেই হলো। তিনি সেই প্রিয়তম প্রভু, যিনি তোমাকে রহমত ও দয়া করেন প্রতিটি ক্ষণে-ক্ষণে। তার প্রতি তোমার এত অবিচার...! না। আসো আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই—আমরা নামাজের প্রতিটি রুকন ও কাজের প্রতি গুরত্ব দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে সালাত পড়বো ইনশা আল্লাহ!

---

[৩৫] শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৫/৩৩।
[৩৬] সহিহ মুসলিম : ২৩৪।
[৩৭] সহিহুত তারগিব : ৩৮১; সনদ সহিহ।

খুব সহজেই জান্নাত মিলবে

উবাইদ বিন হুনাইক রা. বলেন, তিনি বলেন, আমি হাদিস সম্রাট আবু হুরায়রা রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—"আমি একবার নবিজির কাছে আসলাম এবং শুনলাম এক ব্যক্তি সুরা ইখলাস পড়লেন, তখন নবিজি বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে প্রিয়তম রাসুল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবু হুরায়রা বলেন, আমি তাকে এ সংবাদ দিতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু খাবার তার থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো, এরপর তার কাছে গিয়ে দেখলাম সে চলে গেছে।"[৩৮]

ইবনু ওমর রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুরা ইখলাস কুরআনুল কারিমের এক তৃতীয়াংশের সমপরিমান আর সুরা কাফিরুন এক চর্তুথাংশের সমপরিমাণ।"[৩৯]

জান্নাতকে যে ভালোবাসবে সে যেন...

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জনৈক ব্যক্তি প্রিয়তমের দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি এই সুরা (ইখলাসকে) ভালোবাসি। তখন উত্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"[৪০]

আল্লাহকে যে ভালোবাসবে সে...

আয়েশা রা. বলেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

---

[৩৮] সহিহুত তারগিব : ১৪৭৮; হাদিসটির সনদ সহিহ।
[৩৯] সহিহুল জা'মে: ৪৪০৫; হাদিসটি সহিহ।
[৪০] মিশকাত শরিফ : ২১৩০।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

"নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোনো এক যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। ঐ ব্যক্তি যুদ্ধের সফরকালে সে তার সাথীদের জন্য সালাত পড়তো এবং সুরা ইখলাসের মাধ্যমে সালাত পূর্ণ পড়তেন। অতঃপর তারা এ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়টা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম জানালেন, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো সে এ কাজ কেন করেছে? সাহাবায়ে কেরাম তাকে জিজ্ঞেস করলো, সে বলতে লাগলো আমি সুরা ইখলাস পাঠ করার কারণ হলো এ সুরাতে আল্লাহর গুণবাচক নাম রয়েছে; তাই আমি এ সুরাকে ভালোবাসি। তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাকে সুসংবাদ প্রদান করো যে, আল্লাহ তায়ালাও তাকে খুব ভালোবাসে।"[৪১]

জান্নাতে তার বাড়ি হবে

মুয়াজ বিন আনাস রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি সুরা ইখলাস দশবার পাঠ করবে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন (সুবহানাল্লাহ)।"[৪২]

আব্দুল্লাহ ইবনু হাবিব রা. বলেন, "একদা আমরা অন্ধকার বৃষ্টির রাতে বের হয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করছিলাম, অতঃপর আমরা তার দেখা পেলাম। তিনি বলেন, তুমি বলো, আমি বললাম, ইয়া

---

[৪১] সহিহ বুখারি : ৭৩৭৫, সহিহ মুসলিম: ৮১৩।
[৪২] মুসনাদু আহমাদ : ১৫৬১০।

রাসুলুল্লাহ! আমি কি বলব? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি মুআওয়িয়াযাতাইন অর্থাৎ সুরা নাস ও ফালাক পাঠ করো। সকালে-বিকেলে তিনবার পাঠ করবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"[৪৩]

উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ، لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ.

"হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন সুরা শিক্ষা দিবো না যে সুরাটির মতো তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনে এমন কোনো সুরা নাযিল হয়নি। হে উকবা! তোমার থেকে যেন এমন কোনো রাত না যায়, যে রাতে তুমি এ সুরাটি তিলাওয়াত করোনি। তা হলো নাস, ফালাক, ইখলাস।"[৪৪]

জান্নাতের মেহমান হতে হলে..

সাদ্দাদ বিন আউস রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার হলো-

---

[৪৩] সহিহ আল জা'মে : ১৫৩৪।
[৪৪] মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪৫২।

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

"হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতিত ইবাদতের যোগ্য আর কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করতেছি। আমি আমার গুনাহের খাতার কথা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ব্যতিত আর কেউ গুনাহ ক্ষমাকারী নেই।

যে ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে এ দোয়া দিনে পাঠ করবে, আর সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি রাতের বেলায় একিনসহ এ দোয়া পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেও জান্নাতি হবে।"[৪৫]

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, "সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার হলো সবচে' ফযিলত সম্পন্ন ও অনেক উত্তম দোয়া। তা হচ্ছে—'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতিত ইবাদতের যোগ্য আর কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করতেছি। আমি আমার গুনাহের খাতার কথা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ব্যতিত আর কেউ গুনাহ ক্ষমাকারী নেই।' যে ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে এ দোয়া দিনে পাঠ করবে, আর সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি রাতের বেলায় একিনসহ এ দোয়া পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেও জান্নাতি হবে।"[৪৬]

---

[৪৫] সহিহ বুখারি : ৬৩০৬।
[৪৬] শরহু রিয়াজুস সালেহিন : ২/৮১৭-৮১৮।

অর্থাৎ তুমি, তোমার মুখ, অন্তর ও হৃদয়ের আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বাস করবে তিনি সেই প্রভু যিনি এ সমগ্র দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি। তিন সব কার্য সম্পাদন করেন তার নিজের দয়া ও রহমতে। তুমি তার বান্দা, তিনি সে মহান সত্তা যাকে ইচ্ছা সুস্থ রাখেন যাকে ইচ্ছে অসুস্থ রাখেন। তিনি চাইলে তোমাকেও সুস্থ রাখবেন ও অসুস্থ রাখবেন। তিনি চাইলে ধনী বানাবেন চাইলে ফকির-মিসকিন বানিয়ে রাখবেন। তিনি চাইলে তোমাকে সঠিক পথে চালাবেন, আর চাইলে তোমাকে বক্র পথে চালাবেন। সবই তার ইচ্ছা। এমনিভাবে তোমার হৃদয়ে একথা বদ্ধমুল করে নিতে হবে যে, তুমি তার বান্দা, তাই তোমাকে তার সব আদেশ মেনে নিতে হবে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তাইতো তুমি এ কথা স্বীকৃতি দিচ্ছো যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আমি আপনার বান্দা, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারাবদ্ধ। হ্যাঁ, তোমাকে তিনি অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, প্রতিটি বান্দাই আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছে যে, আল্লাহর প্রতিটি বিধানের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করবে। আর যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে ওয়াদা নিলো যে, তাতে কোনো কিছু গোপন করবে না।[৪৭]

তারাই আপনার জান্নাতের উপায় হবে

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ، وَضَرَّائِهِنَّ، وَسَرَّائِهِنَّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوْ ثِنْتَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَوِ اثْنَتَانِ.

"যে ব্যক্তির তিনের অধিক কন্যা সন্তান হবে আর সে ব্যক্তি সেগুলোকে লালন-পালন করে ও যথেষ্ট ব্যবস্থা করে এবং তাদের উপর দয়া করে তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবেই। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো,

[৪৭] শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৬/৭১৮।

ইয়া রাসুলুল্লাহ! দু'জনের যে ব্যক্তি লালন-পালন করবে, নবিজি তখন বললেন, হ্যাঁ, সে ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে।"[৪৮]

ইবনু বায রহ. বলেন, উপরোক্ত হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, এটার মাধ্যমে নারিদের উপর ইহসান করা হয়েছে। আর নারিদের সাথে ভালো আচরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর সেজন্য আল্লাহর কাছে অনেক প্রতিদান পাবে, কারণ এটা জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ।

আর যে ব্যক্তির বোন, ফুফু, খালা ও অভাবী অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে লালন-পালন করবে, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে ও খাদ্য পোশাক-আশাক ইত্যাদি প্রদান করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকেও মহা সওয়াব দান করে জান্নাত দান করবেন। উপরোক্ত হাদিসে তিন জনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়, বরং যে ব্যক্তি একজন, দুইজন, ও একাধিক কন্যা সন্তানের লালন-পালন করবে ও তাতে ধৈর্যধারণ করে ও তাদের সাথে উত্তম অচরণ করে, হতে পারে আল্লাহ তায়ালা সবাইকে এই মহা সওয়াব দান করবে। যেমনটাই বুঝা যায় অভাবী ও দুঃখীদের পাশে দাড়ানোর বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস থেকে। আর এ সওয়াব মিলবে ও জান্নাতে যাওয়ার উপায় হবে দাদা-দাদি, নানা-নানি, পিতা-মাতা সহ সবার ক্ষেত্রেই। কারণ পিতা-মাতার সম্মান ও শ্রদ্ধা করা সন্তানের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা সর্বাধিক তাওফিক দানকারী।[৪৯]

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, উপরোক্ত হাদিসে কন্যা সন্তানকে লালন-পালনের ব্যপারে অনেক ফযিলত এসেছে। কারণ নারিজাতি একটু দুর্বল। আর সাধারণত পরিবারবর্গ তাদেরকে কোনো যত্ন নেয় না এবং দামও দেয় না। কারণ তারা আয়-রোজগার করতে পারে না। তাই প্রিয়তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুইজন কন্যাকে লালন-পালন করবে, কিয়ামত দিবসে সে ব্যক্তি আর আমি দুই আঙ্গুলের ফাকা সম পরিমান থাকবো। তখন তিনি তার হাতের মধ্যমা কনিষ্ঠা আঙ্গুলকে একসাথে করলেন। অর্থ্যাৎ সে ব্যক্তি আখেরাতে জান্নাতে নবিজির সাথে থাকবে।

---

[৪৮] মুসনাদু আহমাদ : ৮৪২৫; হাদিসটি হাসান। আমল করতে কোনো ধরণের সমস্যা নেই।
[৪৯] ফাতাওয়ায়ে ইবনু বায : ২৫/৩৬৫।

লালন-পালনের পরিমাণ: লালন-পালনের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাধারণত শরীরের কাপড়-চোপড়, খাবার-দাবার ও বসবাসের জন্য উপযোগী স্থান। এমনিভাবে তার হৃদয়ের খাদ্য তথা দ্বীনি ইলম, অন্তর পরিশুদ্ধতা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যবস্থা করা।[৫০]

জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন

প্রিয় বন্ধু, জান্নাতে যাওয়ার পূর্বেই জান্নাতের বাড়ি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করুন। তাহলে তুমি সেই পরকালে সুখে থাকতে পারবে। অন্যথায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে থাকবে পরকালে।

আদিঈ বিন হাতেম রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ইয়াতিম বা অনাথকে আশ্রয় দিবে, যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাকে তার থেকে অমুখাপেক্ষী রাখে, (সে বালেগ হওয়া পূর্ব পর্যন্ত) তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।[৫১]

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, উপরোক্ত হাদিসটি ইয়াতিমের সব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কোনো ইয়াতিমকে এই দুনিয়াতে তার খাবার-দাবার, বাসস্থান ও তালিম-তরবিয়াত ও দ্বীনি সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা উদ্দেশ্য। আর যখন সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবে তখন এই ইয়াতিম থেকে "ইয়াতিমের" গুণটা বাতিল হয়ে যাবে। ইয়াতিম হলো—যার পিতা এ দুনিয়া ছেড়ে পরপাড়ে পাড়ি জমিয়েছে, মমতাময়ী মা মৃত্যুবরণ করলে তাকে ইয়াতিম বলা হবে না।[৫২]

ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করার অর্থ হলো, তাকে নিজের পরিবারের মতো মনে করে তার উপর ব্যয় করা, বিভিন্ন আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া। এটাই হলো ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণের সর্বোচ্চ প্রকার। এ ধরনের দায়িত্ব সাহাবায়ে কেরাম নিতেন। এমন অনেক বিপুল হাদিস রয়েছে।

---

[৫০] শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৩/১০৫-১০৬।
[৫১] আস সাহিহা : ২৮৮৬।
[৫২] শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৩/৯৭।

হাদিসের একটি গল্প শোনো

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের স্ত্রী যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا، عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

"হে নারি জাতিরা! তোমরা প্রভুর রাহে সদকা করো যদিও তোমার পরিধেয় স্বর্ণ থেকে হয়।' যয়নাব বলেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদের নিকট গেলাম, তাকে বললাম, আপনিতো গরিব লোক; হাতে অত টাকা পয়সা নেই, অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা করার জন্য আদেশ করেছেন। (হে স্বামি!) রাসুলের দরবারে যান, আমি যদি আপনাকে সদকা করি, তাহলে আমার সদকা আদায় হবে। যদি নাই আদায় হয়, তাহলে আমি অন্য কোথাও সদকা করবো। তখন ইবনু মাসউদ বললো, তুমিই যাও। যয়নব রা. বলেন, আমি রাসুলের দরবারে গেলাম, দেখলাম

রাসুলের দরজার কাছে আনসারি এক মহিলা উপস্থিত রয়েছে। আমার আর সে মহিলার প্রয়োজন একই। যয়নব রা. বলেন, আমার উপর প্রিয়নবির কেমন যেন একটা ভীতি কাজ করতেছিলো। অতঃপর বেলাল রা. বাহিরে এলেন, আমরা তাকে বললাম, তুমি রাসুলে আরাবিকে সংবাদ দিয়ে বলবে যে, দু'জন ব্যক্তি আপনার দরজা মুবারকে উপস্থিত হয়েছে একটা প্রশ্ন করতে। প্রশ্নটা হলো, তারা জানতে চাচ্ছে—তারা যদি তাদের স্বামি বা তাদের কোলে যেসব সন্তানাদি রয়েছে তাদেরকে সদকা করে, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? (সদকার সওয়াব পাবে?) আর আমাদের কথা কিন্তু বলবে না। বেলাল ধীরে-ধীরে প্রিয়নবির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, নবিজি জিজ্ঞাসা করলো ঐ মহিলারা কারা? বেলাল রা. বললেন, আনসারি এক মহিলা ও যয়নব। আবার নবিজি জিজ্ঞাসা করলেন, আগত মহিলা কোন যয়নব? উত্তরে বিলাল রা. বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের স্ত্রী যয়নব। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের দুটি সওয়াব হবে—একটি নিকটাত্মীয় হওয়ায়, অন্য সওয়াব হবে সদকার সওয়াব।"[৫৩]

উমারাতা বিন ওমায়ের রা. বলেন, "আমি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছি, আমার দায়িত্বে ইয়াতিম রয়েছে, আমি কি তার সম্পদ থেকে আহার করবো? উত্তরে তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয় কতইনা উত্তম সে ব্যক্তি, যে তার রোজগার থেকে আহার করে এবং তার সন্তান আহার করে।"[৫৪]

এমনিভাবে দায়িত্ব নেয়া ব্যতিতও ইয়াতিমদের উপর ব্যয় করা যায়। যেমন অনেক বুযুর্গরা করেছেন, তারা সম্পদের অনেকাংশ ইয়াতিমের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, যে ইয়াতিমগুলো তাদের মায়ের সাথে থাকতো। আর যে ব্যক্তি দায়িত্ব নেওয়া ব্যতিত ইয়াতিমদের খাবার-দাবারসহ অন্যান্য কিছুর ব্যবস্থা করবে সেও প্রিয়তম রাসুলের সেই ঝংকৃত কথামালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন যেখানে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে (দুই আঙুল দেখিয়ে বলল, এক আঙুল থেকে অন্য আঙুলের দুরত্ব পরিমাণ কাছে) থাকব।

---

[৫৩] সহিহ মুসলিম : ১০০০।
[৫৪] সহিহুল জা'মে : ২২০৮।

ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইয়াতিমের দায়িত্ব নেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য ..., ইয়াতিমের সবকিছুর ব্যবস্থা করা। খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক, তালিম-তরবিয়াতসহ সবকিছু। আর এ ফযিলত পাবে সে, যে তার সম্পদ থেকে ইয়াতিমের জন্য ব্যবস্থা করেছিলো। আর ইয়াতিম ছাড়া অন্যান্য কোনো স্বজন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার আপনজন, যেমন—দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, ফুফু, খালাসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ব্যবস্থা করলেও প্রিয়নবির সাথে জান্নাতে যেতে পারবে। আর এসবের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনাই ধর্তব্য। তাই দায়িত্বশীলদের জন্য উচিত তাকে খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বাসস্থান, তালিম-তরবিয়াতের ক্ষেত্রে তার সাধ্যানুযায়ী উত্তম ব্যবস্থা করা। তাহলেই প্রিয়তম প্রভু তোমার জন্য জান্নাতের সুখময় উদ্যানে প্রিয় স্থানের ব্যবস্থা করে দিবেন।[৫৫]

জান্নাতের আলোতে আলোকিত হবেন যারা

মুয়াজ বিন জাবাল রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً، فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ: لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ.

“যে ব্যক্তি ক্ষুণরাঙ্গা পিচ্ছিল পথে যুদ্ধের ময়দানে ততক্ষণ জিহাদ করে যতক্ষণ কোনো উটের দুধ দোহন করতে সময় লাগে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ক্ষত হবে অথবা কোনো মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে দুর্ঘটনার শীকার হয় তাহলে সে আখেরাতের ময়দানে এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে—তার শরীরে মেশক আম্বরের মতো সুঘ্রাণ ছড়াতে

[৫৫] শরহে নববি আলাল মুসলিম : ৫/৪০৮।

থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ময়দানে বের হবে, তাহলে সে নিজের উপর শাহাদাতের সীল মেরে নিলো।"[৫৬]

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, উপরোক্ত হাদিসে প্রিয়তম প্রভুর রাহে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে এবং এ অবস্থায় যদি সে শহীদ বা কোনো ক্ষত হয়ে যায়, তাহলে আখেরাতের ময়দানে তার ঐ রক্ত সুঘ্রাণ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে পুরো জান্নাতবাসীর উপর। যে সুঘ্রাণ উপলব্ধি করবে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা। সেদিন ফেরেস্তাকুলও উপস্থিত থাকবেন। এটা শহীদের মহান মর্যাদা। ঐ ব্যক্তিরও যুদ্ধের মহান মর্যাদা অর্জিত হবে যে ব্যক্তি উটের দুধ দোহন সমপরিমান সময় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তাঁর মহা বাণীকে উচু করণার্থে। তাহলে সেও জান্নাতের আলোতে আলোকিত হবেন।"[৫৭]

এই যে দেখো জান্নাতি মেহমান

উকবা বিন আমের জুহানি রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ أَثْكَلَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে তার তিন সন্তানহারা হয়ে যায় এবং সে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর কাছে জান্নাত পাওয়ার আশা করে, তাহলে তার জন্য ওয়াজিব হবে।"[৫৮]

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি মারা যায় এবং তার ছোট্ট কচি-কচি শিশু থাকে যারা এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, তারা মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে যাবে এবং তাদের পিতা-মাতা জাহান্নাম থেকে মুক্তির পর্দা হিসেবে হবে। কিন্তু যদি সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায়, তখন আর তারা রহমতের কারণ হয়

[৫৬] সুনানু আবু দাউদ : ২৫৪১।
[৫৭] শরহু রিয়াজুস সালেহিন : ৫/৩২০।
[৫৮] মুসনাদু আহমাদ : ১৭২৯৮।

না; যেমন ছোট্টরা হতো। তবে যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তার প্রাপ্ত সন্তানকে হারিয়ে তাতে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের কামনা করে তাহলে তারাও জান্নাতি মেহমান হবে।"[৫৯]

কোনো মুমিন শিরকবিহীন মৃত্যুবরণ করলো তিনিও জান্নাতি

খুরাইম রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

النَّاسُ أَرْبَعَةٌ، وَالْأَعْمَالُ سِتَّةٌ، فَالنَّاسُ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمُوَسَّعٌ لَهُ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَشَقِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالْأَعْمَالُ مُوجِبَتَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَعَشَرَةُ أَضْعَافٍ، وَسَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ. فَالْمُوجِبَتَانِ: مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ مَاتَ كَافِرًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبَهُ، وَحَرَصَ عَلَيْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَلَمْ تُضَاعَفْ عَلَيْهِ، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كَانَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ.

"মানুষ চার শ্রেণীর। আমল ছয় শ্রেণীর। (মানুষের প্রকার হলো) ১. ঐ ব্যক্তি যাকে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জগতে প্রশস্ততা দেওয়া হয়েছে। ২. ঐ ব্যক্তি যাকে দুনিয়াতে প্রশস্ততা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আখেরাতে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। ৩. ঐ ব্যক্তি যাকে দুনিয়াতে সংকীর্ণতা দান করা হয়েছে কিন্তু আখেরাতে প্রশস্ততা দেওয়া হয়েছে। ৪. ঐ ব্যক্তি যাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সবখানে সংকীর্ণতা দেওয়া হয়েছে। আর আমলের প্রকার হলো—আবশ্যকীয় আমল দুইটি; এক. যে আমল করবে তাকে সওয়াব আমলের সমান-সমান দেওয়া হবে। দুই. আমলের বিনিময় দশ নেকি থেকে সত্তর নেকি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। আবশ্যকীয় দুটি হলো—

[৫৯] শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৪/৫৭৫।

এক. ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সাথে শিরক ব্যতিত মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। দুই. ঐ ব্যক্তি যে কাফির হয়ে শিরক করে মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল করার ইচ্ছা করলো, কিন্তু সে নেক কাজটি করতে সক্ষম হয়নি। তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে নেকি দান করবেন। কারণ অন্তরযামী প্রভু তার অন্তরের খবর জানে। আর যে ব্যক্তি কোনো বদআমল করতে ইচ্ছে করে তাহলে তা করার পূর্ব পর্যন্ত তার আমলনামায় কোনো বদআমল লেখা হয় না। যদি করে তাহলে সমান-সমান গুনাহ লেখা হয়; বেশি না। আর যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল করে তাহলে তার জন্য দশগুণ সমপরিমান সওয়াব বা নেকি লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো কিছু ব্যয় করে তাহলে তার আমলনামায় সত্তরগুণ সমপরিমাণ লেখা হয়।"[৬০]

ইবনু বায রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি তাওহিদের উপর অটল থাকে এবং মালিকের সাথে কাউকে শরিক না করে আর এমতাবস্তায় তার মৃত্যুর টিকিট এসে যায় তাহলে সে জান্নাতি হবে। তবে যদি সে যিনা, চুরি, অন্যায়সহ হরেক রকমের গুনাহও করে, তবুও হতে পারে আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিবেন। কিংবা সে কিছুকাল জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জলিত হবে তারপর পূত-পবিত্র করে জান্নাতের উপযোগী করে তাকে জান্নাত দান করবেন। সে কাফেরের মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না।"[৬১]

ভালো গুনাগুণ যার জান্নাত হবে তাঁর

প্রিয় যুবক ভাই! তোমার ভালো গুণ তোমাকে জান্নাতের ঐ সুমহান আলীশানে পৌঁছে দিবে। যদি আমরা এ দুনিয়ায় মানবের সাথে ভালো আচরণ ও ভালো গুণের কাজ করে যেতে পারি, তাহলে আমাদের এ ভালো কাজের দরুণ আল্লাহ তায়ালা জান্নাত উপহার দিবেন। কতইনা উত্তম প্রিয়তম প্রভুর সে দামি উপহারটি। তাই মানুষের মুখে তোমার ভালো গুণ শুনতে হলে ও জান্নাত পেতে হলে তোমাকে দ্বীনের সঠিক পথে চলতে হবে।

---

[৬০] মুসনাদু আহমাদ : ১৯০৩৫।
[৬১] ফাতাওয়ায়ে ইবনু বায : ৬/৫১।

আবিল আসওয়াদ বলেন, "আমি মদিনায় গিয়ে ওমর ইবনু খাত্তাবের সাথে সাক্ষাত করলাম, পথিমধ্যে একটি জানাযা যাচ্ছিলো; তখন সাহাবায়ে কেরাম সে জানাযার প্রশংসা করলেন, তখন ওমর ইবনু খাত্তাব রা. বলেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি তখন তাকে বললাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? ওমর রা. তখন বললেন, আমি সেরকমই বললাম যেমন আমার প্রিয়তম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যদি কোনো মুসলমানের উপর কোনো তিনজন ব্যক্তি ভালো বলে প্রশংসা করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। ওমর বলেন, আমরা বললাম—হে প্রিয়তম রাসুল! যদি দুজনে ভালো বলে তাহলে..? তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হ্যাঁ, দুজনে সাক্ষি দিলেও হবে (জান্নাত পাবে)। ওমর রা. বলেন, আমরা প্রিয়তম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজনের ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।"[৬২]

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, আসলে কোনো ব্যক্তির জান্নাতি হওয়ার ব্যাপারে নবির উপর ওহি নাযিল হয়েছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সাহাবিকে জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন এই জন্য যে, তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মর্মে ওহি এসেছিলো। বলা যায়, এটা প্রিয় নবির জন্য খাস বা বৈশিষ্ট্য।

তবে এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, আমরা কারো ব্যাপারে জান্নাত বা জাহান্নামের গ্যারান্টি দিতে পারবো না। তবে যে ক্ষেত্রে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলেছেন তাদেরকে আমরা জান্নাতি বা জাহান্নামি বলবো, আমরা কারো ব্যাপারে বানিয়ে কোনো কিছু বলবো না। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদিন বা চার খলিফার ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, এমনিভাবে আরো দশজন সাহাবাদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি জান্নাতি বলেছেন। আমরা তাদেরকেই কেবল জান্নাতের সবুজ পাখি বলবো। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আবু বকর জান্নাতি, ওমর জান্নাতি, ওসমান জান্নাতি, আলি জান্নাতি। সাদ বিন

[৬২] সহিহুল জামে : ১০৬৯৮।

ওয়াক্কাস জান্নাতে যাবে, সাঈদ বিন যায়েদ, আব্দুর রহমান বিন আওফ, ওবায়দা বিন জাররাহ, যুবাইর বিন আওয়াম জান্নাতে যাবে। ওকাসা বিন মিহসানও জান্নাতে যাবে।

একদা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমার এ উম্মতের সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে ও আযাব বিহীন জান্নাতে যাবে, তখন ওকাসা বললেন, হে রাসুল! আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, আল্লাহ যেন আমাকে সে দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাও তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এরপরে অপর আরেক সাহাবা বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার জন্য ও দুয়া করুন যেন আমিও সে দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওকাসা তোমার আগে বলে ফেলেছে।"[৬৩]

ভালো সাক্ষ্য হবে যার জন্য জান্নাতে বাড়ি হবে তার জন্য

আনাস বিন মালেক রা. বলেন-

مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، قَالَ عُمَرُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

"একদা একটি জানাযা আমাদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তখন সে জানাযার ব্যাপারে প্রশংসা করা হলো। এরপর আরেকটি জানাযা যাচ্ছিলো

[৬৩] সহিহ বুখারি; সহিহ মুসলিম; শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৪/৫৭২।

তখন প্রশংসা করা হলো না। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন ওমর বললো, আপনার উপর আমার মমতাময়ী মা ও বাবা উৎসর্গ হোক, একটি জানাযা অতিক্রমের সময় ভালো প্রশংসা করা হলে আপনি বলেছেন—ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর আরেকটি জানাযা যাচ্ছিলো তখন প্রশংসা করা হলো না; তখনও আপনি বলেছেন—ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ কথাগুলো বলার রহস্য কি ইয়া রাসুলুল্লাহ? উত্তরে প্রিয়তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যার উপর ভালো গুণাগুণের প্রশংসা করেছো, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যার ব্যাপারে তোমরা খারাপ মন্তব্য করেছো তার উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। শোনো, তোমরা এ দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষি, তোমরা এ দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষি।"[৬৪]

মুনাভী রহ. বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম তাদের ব্যাপারেই ভালোর সাক্ষ্য দিয়েছেন, যারা বাস্তবই সৎ ও ভালো ব্যক্তি ছিলেন। এমনিতেই কোনো ফাসেকের উপর সাক্ষ্য প্রদান করেননি, বা শত্রুতার কারণে কাউকে ভালো হলেও খারাপ বলেছেন এমনটা নয়। কেউ কেউ বলেন, সাহাবায়ে কেরামতো তাদের ব্যাপারেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যারা নিখুঁতভাবে জান্নাতের আমল করে যেত, বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ চাহে তো জান্নাত দিতেনই। এর উল্টোও নববি রহ. বলেছেন, উপরোক্ত হাদিস যেহেতু মুতলাক। তাই ভালো খারাপ সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কোনো ব্যক্তি মানবজাতিকে কষ্ট দেয়, আর মৃত্যুর সময় তার প্রশংসা করা হয়, তাহলে তাকেও আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দান করবেন।"[৬৫]

প্রিয় যুবক বন্ধু! এই দুনিয়াতে তোমার ভালো গুণ অর্জন করতে হলে অবশ্যই তোমাকে জান্নাতি আমল করতে হবে। এখনই সময়! আজই আসো!! ভালো গুণ অর্জন করতে জান্নাতের আমল শুরু করে দিই।

---

[৬৪] সহিহ মুসলিম : ৯৪৯।
[৬৫] ফায়যুল কাদির : ৬/২৮।

বদর যুদ্ধে যারা শরিক ছিলো তারা জান্নাতি

আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ. قَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. قُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثِّيَابَ. قَالَ: فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَخَذْنَا الْكِتَابَ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও যুবাইর, মিকদাদকে এক স্থানে প্রেরণ করে বললেন, 'যাও, তোমরা রাওযা-খাক নামক স্থানে গিয়ে একজন নারিকে পাবে; তার সাথে একটি চিঠি আছে সেটি তোমরা নিয়ে আসো।' আলি রা. বলেন, 'আমরা খুব তাড়াতাড়ি করে ঘোড়া চালিয়ে আসলাম, তখন সেখানে একজন বাদিকে পেয়ে বললাম, চিঠি বের করে দাও।' তখন সে মহিলা বললো—'আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।' তখন আমরা বললাম, 'চিঠি বের করো, নইলে আমরা কাপড় খুলে হলেও তালাশ

করে দেখবো।' তারপর সেই মহিলা তার চুলের খোপা থেকে চিঠি বের করে দিলো। আমরা সেটা নিয়ে নবির দরবারে আসলাম। তখন দেখতে পেলাম সেটা সাহাবি হাতেব বিন আবি বালতায়ারের চিঠি, যেটা মক্কার কুরাইশদের প্রতি ছিলো এবং সেখানে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয় বিষয়ের সংবাদ সংক্রান্ত ছিলো (যেটাকে তিনি মক্কার লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন)। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে হাতেব! এটা কি?' তখন সে বললো, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে কুরাইশদের কোনো গুপ্তচর মনে করবেন না। আমি কুরাইশদের কেউ না। আপনাদের সাথে যে সব মুহাজির ভাই আছে, তাদের সকলেরই মক্কা নগরীতে কোন না কোন আত্মীয় আছে, তারা তার তাদের সম্পদ ও পরিবারকে কাফেরদের থেকে রক্ষা করে, তাই আমিও চাচ্ছিলাম এ কাজের মাধ্যমে একটা বন্ধন সৃষ্টি করতে; যাতে তাদের থেকে আমার পরিবারকে রক্ষা করার একটা শক্তি হয়ে যায়। আমি কুফুরিও করিনি, আমার ধর্ম থেকে আমি মুরতাদ হয়েও যাইনি। আর ইসলাম গ্রহণের পর আমি কুফুরিকে অপছন্দ করি।' তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—'সে সত্য বলেছে।' তখন উমর রা. বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিব।' তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমিতো জানো না যে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ তাদের দিকে উঁকি মেরে তাকান। তোমরা আমল করতে থাকো আল্লাহ তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।"[৬৬]

প্রিয় যুবক বন্ধু! তোমাকেই বলছি, সবসময় খেয়াল রেখো আল্লাহর সৃষ্টির সেরা তুমি। তুমি কম দামি নও। তোমার দাম অনেক। তোমার মূল্যের কোনো সীমারেখা নেই; যদি প্রভুর দেয়া আমানতগুলোকে পালন করে যেতে পারো। তোমার মতো এত বড় ইমানদার আল্লাহ তায়ালা কেন জাহান্নামের লেলিহান আগুনে ফেলবে। তুমি তো পারো জান্নাতের সেই সুখময় উদ্যানের মালিক হতে। বেহেশতের সবুজ পাখি তুমিও হতে পারো। একটু ভেবে দেখো, আল্লাহ তোমার সামনে জান্নাত ধরে রেখেছেন, আর তোমার আল্লাহ মায়াবীসুরে ডাকছে; ওগো আমার বান্দা! দেখো তোমার মাথার উপরে চোখের সামনে জান্নাত ধরে রেখেছি, তুমি একটা হাত

---

[৬৬] মুসনাদু আহমাদ : ৬০০।

বাড়িয়ে জান্নাতটা নিয়ে যাও। তুমিতো পারো জান্নাতটা ধরতে, তাহলে কেন দূরে দূরে থাকো? তুমি আর দূরে থেকো না। এবার আসো জান্নাত নিয়ে যাও। এমনি করে প্রতিদিন আল্লাহ আমাদেরকে তার জান্নাতে নেওয়ার জন্য ডাকে। তাই চলো এবার আমরা জান্নাতের আমল করে আল্লাহর সেই জান্নাতটা অর্জন করে নিই। প্রিয়তমের সেই মায়ার ঢাকে সাড়া দেই।

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ দরদমাখা কণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন–

"হে রহমানের পণ্য! তুমি অনেক ধন্য, নও তুমি কম দামি।
তুমি তো অনেক দামি অলসের উপর।
হে রহমানের পণ্য! তুমি কত ধন্য,
তোমাকে পাবে হাজারে একজন; দুইজনও নয়।
হে রহমানের পণ্য! তোমার আখেরাতে পেতে হলে পার,
হতে হবে আল্লাহর জন্য তাকওয়ার সাথে পাক্কা ইমানদার।
হে রহমানের পন্য! আছে কোনো ক্রেতা! কিনবে সে জান্নাতের অরণ্য,
অল্প মুল্যই বিক্রিত হচ্ছে এই দুনিয়াতে জান্নাতি পণ্য।
হে রহমানের পণ্য! কে আছে হবে দুলহান জান্নাতিরই হুরের,
মরনের পুর্বেই সেই মহর বিক্রিত হচ্ছে একদম স্বল্প মুল্যের।
এখনো সময় আছে ওগো মোর প্রিয় বন্ধু!
জান্নাত অর্জন করে কামাও সুখের সিন্ধু।"

শেষ কথা

প্রিয় যুবক বন্ধু! তুমি যদি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে জান্নাতের আমল করে জান্নাতকে কিনে নাও তাহলে সৃষ্টিকুলে শ্রেষ্ঠ মানবের অমিয় বাণীটি স্মরণ করিও, যেখানে তিনি বলেছেন-

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

"যে ব্যক্তি কাউকে কোনো ভালো কাজের সন্ধান দেয়, তাহলে যে সন্ধান দিল সে ততটুকু সওয়াব পাবে যতটুকু আমলকারী পাবে।"[৬৭]

[৬৭] মুসনাদু আহমাদ : ১৭০৮৪।

সুসংবাদ সে সব সৌভাগ্যবান মানবের জন্য যারা পথহারা ব্যক্তিকে জান্নাতের পথে ডাকে ও পথ দেখায়। চাই তা ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে হোক, বা যে কোনো উপায় হোক, তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে সঠিক পথে পথিকৃত করেন কেবল আল্লাহর ভালোবাসা ও তার সন্তুষ্টির কামনায়। চাই তা ইন্টারনেট, অনুবাদ ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা প্রিয় নবির হাদিসের মাধ্যমে ডাকে জান্নাতের আশায়। তার জন্য প্রিয় নবিজির সে হাদিসই যথেষ্ট যেখানে তিনি বলেছেন-

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে প্রফুল্লচিত্ত ও সুখে-শান্তিতে রাখুন যে আমার হাদিস শুনলো এবং তা মুখস্থ করে অন্যের নিকট পৌঁছে দেন।"[৬৮]

---

[৬৮] সহিহুল জামে : ৬৭৬৪।

বক্ষমান গ্রন্থটি ড. শাইখ আহমাদ মুস্তফা মুতাওয়াল্লী রহিমাহুল্লাহ্‌র আবেগজড়ানো মূল্যবান একটি সংকলন। যেটি প্রথমত "অসিলাতুন লিমান ইবতাগা বাইতান আও কাছরান ফিল জান্নাত" নামে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ছোট্ট পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী এই ছোট্ট পুস্তিকাটি আরো একটু বৃদ্ধি করে "আমালুন ইয়াবনি লাকা বিহা বাইতান ফিল জান্নাত ফি রমজান" নামে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন— 'সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ'।

আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ইমান

জান্নাত যেতে হলে সবার আগে ইমান থাকতে হবে। প্রত্যেক মুমিনই প্রেমময় প্রভুর প্রতি ইমান এনে থাকে, কিন্তু জান্নাত পেতে হলে মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ইমানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা বদ্ধমূল করে নিতে হবে। হৃদয়ের প্রতিটি দরজা-জানালাতে আল্লাহর প্রতি ইমানের বাতাস বয়ে দিতে হবে। কেবল শুধু ইমান আনলেই হবে না, বরং সবকিছুকে হৃদপিন্ডে গেঁথে নিতে হবে। তবেই সে পাবে জান্নাতের ঠিকানা। যে হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস, ভরপুর ইমান নিয়ে এই জগত ত্যাগ করবে; পরকালে প্রভু তার জন্য জান্নাতের সুখময় উদ্যানে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন। কেনইবা দিবেন না সুখের নীড়ে একটি বাড়ি? কারণ, এমনই সুসংবাদ জানা গেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত বরকতময় কথামালা থেকে।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة طولها ثلاثون ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهم بعضا.

'মুমিনের জন্য জান্নাতে হীরা-মুক্তা খচিত একটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়, যার দীর্ঘতা হচ্ছে আকাশসম। জান্নাতিদের জন্য কিছু লোকও থাকবে যারা তাদের চারদিকে ঘুরতে থাকবে; কিন্তু কেও কাউকে দেখতে পাবে না।'[৬৯]

প্রিয় বন্ধু! যদি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ইমান নিয়ে আমরা এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানা থেকে বিদায় নিতে পারি, তবেই আমরা জান্নাতের টিকেট পেয়ে চলে যেতে পারবো জান্নাতের সুখময় উদ্যানে।

নেক আমল করতে হবে

আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পর জান্নাত পেতে হলে সবচেয়ে সেরা আমল হলো সৎকর্ম ও নেক আমল করে যাওয়া। বিশেষ করে রমজান মাসে নেক

---

[৬৯] সহিহ বুখারি : ৩২৮৩; সহিহ মুসলিম : ২৮৩৮।

আমলের সওয়াব অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা তা দ্বিগুণ করে দেন। জান্নাতের সুসংবাদে পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ.

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে। এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।"[৭০]

উপরোক্ত আয়াতে ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহু বলেন, যারা এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় আল্লাহর জন্য আমল করে যাবেন, তারা আল্লাহর দরবারে আলীশান জান্নাতে সুখের নীড়ে থাকবেন, যেখানে তারা সকল ভয়-ভীতি, শঙ্কা, কষ্ট-ক্লেশ ও ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকবে। সেখানে কেবল তারা সুখের সাগরে ভাসতে থাকবে। সে সুখ শেষ হবার মতো নয়, ফুরিয়ে যাবার মতোও নয়।[৭১]

যে আমলে জান্নাত মিলে

নেক আমল এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

---

[৭০] সুরা সাবা : ৩৭।
[৭১] ইবনু কাসির : ৩/৭১৪।

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কি এমন এক বাণিজ্যের সংবাদ দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ দিয়ে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝো। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে দাখিল করাবেন, যার পাদদেশে নদি প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।"[৭২]

ইবনু কাসির রহ. উপরোক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে বলেন, আমি তোমাদের যে সব বিষয়ে আদেশ করেছি, যদি তোমরা সে সব পথে হেঁটে চলতে পারো, তাহলে তুমি পেয়ে যাবে সফলতার পথ; জান্নাতের সুখের নীড়। আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তোমার যত অন্যায়, পাপ। অর্জন হবে তোমার জন্য জান্নাতের সোনালি স্থান। আলীশান মর্যাদায় থাকবে তুমি। যা তুমি আজ অবদি দেখোনি। কল্পনাও করোনি কখনো তুমি।[৭৩]

জান্নাত যদি পেতে চাও

নবিগণকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা:

তুমি যদি জান্নাতের সেই সুখময় উদ্যান পেতে চাও, যেখানে কোনো বিরক্তির আওয়াজ ও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। সেখানটা কেবল গাছ-গাছালি, ফুল-ফলে ভরা। ডালে-ডালে পাখ পাখালির মিষ্টি কলরব। ছন্দময় সুরে বয়ে যাওয়া ঝর্ণাধারা। জোৎস্না রাতে চাঁদের সাথে মাটির সবুজ প্রকৃতির অপূর্ব-অদ্ভুত মিতালি। তাহলে নবিগণের প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকতে হবে। তবেই পাবে তুমি জান্নাত।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الأُفُقِ، مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا

---

[৭২] সুরা সাফ : ১০-১২।
[৭৩] তাফসিরে ইবনু কাসির : ৪/৪৬৪।

رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

"নিশ্চয় জান্নাতের অধিবাসিরা তাদের উপরের অধিবাসিদের দেখেতে পাবে, যেমন উজ্জল চাঁদকে দিগন্তের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দেখা যায়; তাদের মাঝে অনেক দুরত্ব থাকা সত্ত্বেও। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সেখানে তো কেবল নবিরাই থাকবে। উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, সেখানে ঐ সকল ব্যক্তিরাও থাকবে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে এবং নবিগণকে বিশ্বাস করেছে।"[৭৪]

জান্নাতের মালিক তুমিও হবে

আল্লাহর ভয়:

আল্লাহর প্রতি তাকওয়া বা ভয় মানুষকে জান্নাতের পথে পথিকৃত করে। বিশেষ করে রমজান মাসে রোযার মাধ্যমে প্রভুর ভয়-ভীতি হৃদয়ে বদ্ধমূল করা সহজ হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিলো। যেন তোমরা পরহেযগারী হতে পারো।"[৭৫]

যারা প্রভুর তাকওয়া বা প্রভুকে ভয় করবে, তারা জান্নাতের হাজারো নেয়ামতের সাগরের অতলে ডুবে যাবে। তাদের মুখে ফুটবে আনন্দ ও খুশির ঢেউ। ম্লান হবে দুনিয়ার হাজারো কষ্ট। তারা কখনো কষ্টে নিপতিত

---

[৭৪] সহিহ বুখারি : ৩২৫৬।
[৭৫] সুরা বাকারা : ১৮৩।

হবে না, এমনই ওয়াদা করেছেন মহান প্রভু। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ.

"যারা পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদি প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করবেন না।"[৭৬]

ইবনু কাসির রহ. উপরোক্ত আয়াতে বলেন, জান্নাতে তাকওয়া অর্জনকারীর এমন কুঠির ও শাহী মহল হবে, যা একটি অপেক্ষা অন্যটি উঁচু ও আলীশান।[৭৭]

তাকওয়ার চমৎকার একটি ব্যাখা করতে গিয়ে প্রিয় সাহাবি আলি রা. বলেন, প্রভুর ভয় হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া, আল্লাহর নাযিলকৃত জিনিষের উপর আমল করা, আল্লাহর দেয়া সমস্ত নেয়ামতের সন্তুষ্টি ও জগতের মায়া ত্যাগ করতঃ পরকালের জন্য পাথেয় গ্রহণ করতে চেষ্টার নাম হলো তাকওয়া বা খোদার ভয়।

ইবনু মাসউদ রা. اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ "তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো।" (সুরা আলে ইমরান: ১০২) এ আয়াতের ব্যাখা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর আনুগত্য করা, তার বিরোধিতা না করা, আল্লাহকে স্মরণ করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং তাঁর দেয়া নেয়ামতের উপর শোকর করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া হলো তাকওয়ার অর্থ। কিন্তু যদি প্রভুর নেয়ামতের শোকর করা হয়, তাহলে তার মধ্যে সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ শোকর করলে আল্লাহকে স্মরণ হয়।

তালক বিন হাবিব রা. বলেন, তাকওয়া বা খোদাভীতি হলো আল্লাহর প্রেমের প্রতিদান ও তার কঠোর আজাবের ভয় এবং তার নুরের (আলোর) আশায় গুনাহ ও পাপকে ছেড়ে দেওয়া।

---

[৭৬] সুরা যুমার : ২০।
[৭৭] তাফসিরে ইবনু কাসির : ৪/৬৪।

আবু দারদা রা. বলেন, আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে ভয় করা। এমনকি ক্ষুদ্র থেকে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণের বিষয়েও তাকে ভয় করা হলো তাকওয়া। এমনিভাবে কোনো কাজ হারাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেটাকে হারাম মনে করে ছেড়ে দেওয়া এবং এটাও মনে করা যে, হয়ত এ সামান্য হারাম আমার এবং আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধক হতে পারে। এগুলো হলো তাকওয়ার অর্থ। কেননা আল্লাহ তায়ালা হালাল-হারাম সবকিছুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

"কোনো ব্যক্তি অণু পরিমান ভালো কাজ করলে, তাও আখেরাতে দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করে তাও দেখতে পাবে।"[৭৮]

উপরোক্ত আয়াতে এটাই বুঝা যায় যে, কোনো ভালো কাজ সামান্য হলেও তা করে যাওয়া এবং কোনো খারাপ কাজ সামান্য হলেও তা না করে বেঁচে থাকা হলো "তাকওয়া"।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, মুমিনকে মুত্তাকি এই জন্য বলা হয় যে, তারা এমন জিনিষ থেকে বেঁচে থাকে যা অন্যান্য ব্যক্তিরা বাঁচতে সক্ষম হয় না।

ইবনু আব্বাস রা. বলেন, মুত্তাকি বলা হয় তাদেরকে, যারা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে নিজেরা যেটাকে ভালো মনে করে সেটাকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ যা আদেশ করেন সেটা থেকে রহমত কামনা করে। আর আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সে অনুযায়ী আমল করে।

হাসান বসরি রহ. বলেন, তাকওয়া হলো—আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে সংযত রাখা, আর আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সেগুলোকে আদায় করে যাওয়া।

ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. বলেন, শুধু দিনের বেলায় মুখে কোনো খাবার না দেওয়া রাতের আঁধারে নামাজে দাড়ানোর নাম তাকওয়া নয়, তাকওয়া হলো আল্লাহ যা আদেশ করেছেন সেগুলো করে যাওয়া এবং তিনি

---

[৭৮] সুরা যিলযাল : ৭-৮।

যা হারাম করেছেন সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া। এরপর ভালো কাজ করতে পারলে ভালো।

মুসা ইবনু আয়য়ূন রহিমাহুল্লাহু বলেন, যারা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে পতিত হওয়ার ভয়ে হালাল কাজকে বর্জন করে, তারাই হলো প্রকৃত তাকওয়া অর্জনকারী।

আসলে তাকওয়া শব্দটি সাধারণত গুনাহ থেকে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবু হুরায়রা রা.-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তুমি কোনো কাজ করতে গেলে সন্দেহের মধ্যে পতিত হও? বলা হলো জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তুমি এ কাজ কিভাবে করো? তুমি যখন কোনো সন্দেহের পথ দেখবে তখন সেটা থেকে দুরে চলে যাবে বা এড়িয়ে চলবে। এটাই তাকওয়া।

আওন বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, তাকওয়া হলো আমল করার জন্য যেগুলো অজানা সেগুলো জানতে অনবরত ইচ্ছা করে যাওয়া।

মারুফ কারখি বুকাইর বিন খুনাইস রহ. থেকে বর্ণনা করেন, সে ব্যক্তি কিভাবে মুত্তাকী হবে, যে জানেই না কোন কাজ থেকে সে বিরত থাকবে। তখন মারুফ কারখি রহ. বলেন, যখন তোমার মন চায় সুদ খেতে, বা কোনো পরনারির সাথে সাক্ষাত করতে, অথবা দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে মন না চায়। তাহলে মনে রেখ! এগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখার নামই হলো তাকওয়া।

ইবনু রজব হাম্বলি রহ. বলেন—বান্দার উপর আল্লাহর যেসব কারণে রাগ ও ক্রোধ জেগে থাকে সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া, আর যেসব কাজে হৃদয় সাগরে আল্লাহর প্রেম জাগে সেগুলো করে যাওয়া হলো তাকওয়া।

প্রিয় বন্ধু! আসো আমরা আল্লাহকে ভয় ও তার দেওয়া আদেশ-নিষেধ মেনে চলে জান্নাতের আমল করে জান্নাতের সুখময় উদ্যানে বাড়ি নির্মাণ করি। পাপের ভবঘুর থেকে বেরিয়ে চলো না একটু জান্নাতের আমল করি।

জান্নাত পাওয়ার আশা করতে হবে

হৃদপিন্ডে শাহাদাতের কামনা থাকতে হবেঃ

প্রিয় যুবক! যদি জান্নাতের আশা করতে চাও, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের অমৃত সুধা পানের কামনা হৃদয়ে লালন করতে হবে। তাহলেই প্রেমময় প্রভু তোমাকে জান্নাতের সুখের নীড়ে বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন। এমনই শুনেছি মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় কথামালা থেকে।

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: بِصِدْقٍ.

"যদি কোন বান্দা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কামনা বুকে লালন করে আল্লাহর দরবারে দোয়া-মুনাজাত করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে শহিদি মিছিলে অন্তর্ভুক্ত করে জান্নাত দান করবেন। যদিও সে বান্দা খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথে যুদ্ধ করতে না যায় বরং নিজ বিছানাতেই ইন্তেকাল করেন (সুবহানাল্লাহ)।"[৭৯]

ইবনু আসিমিন রহ. ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'রিয়াজুস সালেহিন' নামক কিতাবে বলেন, মানব যখন আল্লাহকে ডাকে আর বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার রাস্তায় শাহাদাতের অমৃত সুধাপানের কামনা করছি। তখন তার এ আবেগমাখা কথাগুলো শহিদদের ভান্ডারে রাখা হয় এবং তাকে শুহাদার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। কেননা আল্লাহই ভালো জানেন তার হৃদপিন্ডে জমে থাকা কামনা সম্পর্কে। সেজন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে শহিদি মর্যাদা দান করেন। যদিও সে খুনরাঙ্গা পিচ্ছিল পথে যুদ্ধ করতে নিজের শক্তিকে ব্যয় না করে নিজ বিছানায় ইন্তেকাল করেন। (আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন কেবল শাহাদাতের কামনা করার জন্য)।[৮০]

---

[৭৯] সহিহ মুসলিম : ১৫৭।
[৮০] পৃষ্ঠাঃ ১/২৮৫।

আছো কি কোন যুবক! যে জান্নাত নামক বিশাল বড় মহা নেয়ামত অর্জন করবে? কেবল বুকে শাহাদাতের কামনা লালন করে? যদি তুমি প্রতিদিন আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের কামনা করে মালিকের দরবারে দোয়া করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য প্রতিদিন জান্নাতে একটা বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন। যদি আমরা প্রতিনিয়ত শাহাদাতের কামনা করতে পারি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য জান্নাতে কত বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন ভাবতে পারো?

ইতিহাস খুলে দেখো—যারাই জান্নাতে গিয়েছে সবাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার কামনা হৃদয়ে লালন করতো। বুকে ছিলো তাদের শাহাদাতের অফুরন্ত আশা। ছিলো শহিদি রাজপথে নিজেকে হাঁটানোর, তামান্না ছিলো প্রিয়তম প্রভুর জন্য নিজের টগবগে রক্তকে বিলিয়ে দেবার। আল্লাহ তাদের সবাইকে শহিদি কামনার কারণে জান্নাত দান করেছেন। হে যুবক! আসো আমরাও হৃদয়ে শাহাদাতের কামনা করে জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করে নেই।

আসো জান্নাতে বাড়ি বানাই

মসজিদ নির্মাণ:

হে যুবক! তুমি যদি মসজিদ নির্মাণ করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তোমার জন্য জান্নাতের সুখময় উদ্যানে বাড়ি নির্মাণ করবেন। তুমিও হয়ে যাবে জান্নাতের বাড়িওয়ালা। হে যুবক! জানো ঐ জান্নাতে বাড়ির দাম কত? অংকটা কখনো কষবে না।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করে যদিও তা ছোট্ট গর্তের মতো হয়ে থাকে, বা তার থেকেও ছোট্ট হয়। তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন।"[৮১]

---

[৮১] সহিহ আল-জা'মে : ৬১২৮।

ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন, উপরোক্ত হাদিসে নববিতে 'মসজিদ' শব্দটি নাকেরা তথা সাধারণভাবে উল্লেখ রয়েছে, তাই এ হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত নির্মাণ করে দিবেন।[৮২]

আমি বলব—এমনকি যদি কেউ মসজিদ নির্মাণে একটি ইটও দান করেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে বিপুল সওয়াব দান করে তাকে জান্নাত দান করবেন। একথা সবারই জানা আছে যে, যার সামর্থ নেই সেও যদি আল্লাহর প্রেম ও জান্নাতের আশায় একটি ইটও দান করে। প্রিয়তম প্রভু তাকে প্রেমের ফসল হিসেবে জান্নাতে বিশাল বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন। প্রিয় ভাই! আসো আমরা মসজিদ নির্মাণ করে জান্নাতের আলীশান বাড়ি বানিয়ে নেই।

জান্নাতের পথে চলুন

সকাল-সন্ধ্যা মসজিদের দিকে গমনঃ

হে যুবক ভাই! তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদের দিকে আসা-যাওয়া করতে পারো তাহলে তুমি তোমার জান্নাতের দিকে আসা-যাওয়া করলে। কেননা জান্নাতের সুখের নীড়ে বাড়ি নির্মাণ করার অন্যতম মাধ্যম হলো আল্লাহর প্রিয় ঘর মসজিদে আসা-যাওয়া। এমনই ঘোষণা করেছেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদের দিকে গমন করবে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তার জন্য মেহমানের ব্যবস্থা করে রাখবেন। যতবার মসজিদে গমন করবেন, ততবারই মেহমানদারির ব্যবস্থা করে দিবেন। (সুবহানাল্লাহ!)।"[৮৩]

---

[৮২] ফাতহুল বারি : ২/১৮৩।
[৮৩] সহিহ বুখারি : ৬৬২।

ইবনু আসিমিন রহ. বলেন, উপরোক্ত হাদিসে মসজিদের দিকে গমনের দ্বারা সবই উদ্দেশ্য। যেমন সালাত, ইলম শিক্ষা ও অন্য কোনো দ্বীনি কাজও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম ও অন্য কোনো দ্বীনের কাজ করার জন্য মসজিদের দিকে গমন করলো আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে পান্থশালা নির্মাণ করে রাখবেন।

প্রিয় ভাই! তুমি যদি প্রতিদিন মসজিদে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য গমন করো, আল্লাহ তোমার জন্য প্রতিদিন পাঁচটি পান্থশালা তৈরী করে রাখবেন।[৮৪]

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ، فَهِيَ كَحَجةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةِ تَطَوعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامة.

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ার জন্য মসজিদের দিকে গমন করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে একটি হজ্বের সওয়াব দান করবেন। আর যে ব্যক্তি নফলের জন্য মসজিদে গমন করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে একটি ওমরার সওয়াব দান করবেন।"[৮৫] সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় ভাই! আসো আমরা জান্নাতের পথে হেঁটে বেড়াই। বাজারে নয়, গুনাহের আড্ডাতে নয়, মাজার, পুজা বা আন্যান্য গুনাহের স্থানে নয়; বরং আসো মসজিদে গমন করে জান্নাতের পথে গমন করা শুরু করি।

জান্নাতের জন্য কিছু সময়

নামাজের জন্য কিছু সময়:

এ দ্বীনকে সমুন্নত করতে জীবন দিয়েছেন অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম। বুকের তপ্ত রক্তের সয়লাবে যে পথ তারা ধুয়ে-মুছে দিয়েছেন, সে পথে আমরা

---

[৮৪] শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৩/২০২।
[৮৫] সহিহুল জা'মে : ৬৫৫৬।

আজো হাঁটছি। প্রতিদিনই তারা জীবন দিয়েছেন দ্বীন ও আল্লাহর ভালোবাসায়। জান্নাতের আশায়। হে যুবক! যদি আল্লাহ তায়ালার কদমে সিজদা করার জন্য কিছু সময় ব্যয় করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে পরম বন্ধু বানিয়ে জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে বান্দা আল্লাহর কদমে সিজদা করতে কাতারে নিজেকে আটকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন।[৮৬]

প্রিয় বন্ধু, তুমি যদি প্রতিদিন পাঁচবার নামাজের জন্য কাতারে নিজেকে আটকিয়ে রাখো, তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তোমার জন্য প্রতিদিন জান্নাতে পাঁচটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন। যে বাড়িগুলো কেবল সুখের, তাতে কোনো দুঃখ-দুর্দশা নেই। তাহলে হিসাব করে দেখো—যদি তুমি সবসময় মসজিদে সালাত পড়ো তাহলে কতগুলো জান্নাত হবে। আল্লাহ তায়ালা কি সহজে তোমাকে জান্নাত দিচ্ছেন। তিনি কত দয়ালু। আছে কি কোনো যুবক? জান্নাতকে পেতে কিছু সময় দিবে? মাত্র তিন-চার মিনিটে তুমি পারবে জান্নাতের সুখময় উদ্যানে বাড়ি নির্মাণ করতে।

জান্নাতের মিছিলে মিছিল দিও

দিন রাতে বারো রাকাআত সালাত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

"যে ব্যক্তি প্রতিদিন দিনে রাতে বারো রাকাআত সালাত আদায়ে অটল থাকবেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যোহরের পূর্বে চার রাকাআত ও পরে

---

[৮৬] সিলসিলা সহিহা : ১৮৯২।

দুই রাকাআত, মাগরিবের পরে দুই রাকাআত, ইশারের পরে দুই রাকাআত এবং ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাআত।”[৮৭]

নোমান ইবনু সালিম রহ. তিনি আমির বিন আওস রহ. থেকে বর্ণনা করেন, আনবাসা ইবনু সুফিয়ান রহ. যে সময় ইন্তেকাল করেন তখন আমার কাছে বর্ণনা করে বলেন, আমি উম্মে হাবিবা রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন দিন-রাতে বারো রাকাআত সালাত আদায় করে সে কারণে আল্লাহর রহমতস্বরূপ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। উম্মে হাবিবা বলেন, আমি রাসুল থেকে এ হাদিস শোনার পরে আর কোনোদিন বারো রাকাআত ছেড়ে দেয়নি। আমর বিন আনবাসা বলেন, আমিও তাই করেছি। আমর বিন আওস রহ. বলেন, আমি এ হাদিস শোনার পরে তার উপর আমল করেছি। নোমান ইবনু সালিম রহ. বলেন, আমি এ হাদিস শোনার পরে তার উপর আমল করেছি কখনো এ বারো রাকাআত ছেড়ে দিইনি।[৮৮]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

“যে ব্যক্তি সুন্নতের বারো রাকাআত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের সুখময় উদ্যানে একটি ঘর নির্মাণ করে দিবেন। জোহরের পুর্বে চার রাকাআত ও পরে দুই রাকাআত, মাগরিবের পরে দুই রাকাআত, ইশারের পরে দুই রাকাআত এবং ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাআত।”[৮৯]

ইবনু আসিমিন রহিমাহুল্লাহ্ বলেন, মনে রেখ, আল্লাহ তায়ালা মানুষের ফরজের পূর্ণতা দান করার জন্য অতিরিক্ত হিসেবে নফলকে শরিয়তসম্মত

[৮৭] সহিহ আল জা'মে : ৬১৮৩।
[৮৮] মুসলিম শরিফ : ১০১।
[৮৯] সুনান তিরমিযি শরিফ : ৪১৪।

করেছেন। যদি তাই না হতো তাহলে সুন্নত ও নফলকে নব আবিস্কৃত বলে বিবেচিত হতো। নফলের অনেক প্রকার রয়েছে, তার মধ্যে বারো রাকাআত হলো নিয়মিত। যে ব্যক্তি বারো রাকাআত পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে সুবিশাল বিলাসবহুল নির্মাণ করে দিবেন—যেমন উম্মে হাবিবা রা. বলেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুক্তাদি ও ইমামের জন্য সুন্নতে রাওয়াতিবকে নিজগৃহে পড়া উত্তম। কেননা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো ব্যক্তির সালাত তার বাড়িতে উত্তম। তবে মসজিদে ফরজ সালাত পড়া উত্তম।*[৯০]

প্রিয় ভাই, এ ধরনের সওয়াবের ব্যাপারে কেমন চেষ্টা করা উচিত। স্বল্প সময়ে সওয়াবের অতলে ডুবে যেত পারবে। যদি তুমি প্রতিনিয়ত এভাবে আমল করতে পারো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য কত বাড়ি প্রস্তুত করে রাখবে, ভেবে দেখেছো কখনো?

আসো জান্নাতে ঘর বানাই

চাশতের চার রাকাত সালাত:

প্রিয় বন্ধু, আর কত দুনিয়ায় বাড়ি নির্মাণ করবে? তোমার এ বাড়ি তো ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী নয়। কিছুদিন পরেই এই বাড়ি ছেড়ে পাড়ি জমাতে হবে ওপারে। তবে ওপারে থাকার জন্য বাড়ি নির্মাণ করেছো কি? আসো জান্নাতে বাড়ি বানাই। তাহলে শোনো—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الْأُولَى أَرْبَعًا بُنِيَ لَهُ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ،

---

[৯০] শরহে রিয়াজুস সালেহিন : ৩/১২১।

*টিকা: তবে আমাদের বাংলাদেশে মসজিদে এসেই "সুন্নতগুলো" পড়া উত্তম। কেননা একজনের সালাত দেখে অন্যজনের নামাজের প্রতি স্পৃহা জাগে। আবার বাড়িতে পড়ে আসলে অনেকে বর্তমানে খারাপ মন্তব্যও করে থাকে, তাই সব মিলিয়ে বর্তমানের ফুকাহায়ে কেরাম মনে করেনড় মসজিদে এসেই "সুন্নতগুলো" পড়া ভালো। এতে কোনো সন্দেহ ও খারাপ কমেন্ট বা মন্তব্য করার ও সুযোগ থাকে না। তবে এক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে বাড়িতেও সুন্নত বা বিভিন্ন নফল সালাত পড়বে।

“যে ব্যক্তি চাশতের চার রাকাআত ও জোহরের পুর্বে চার রাকাআত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন।”[৯১]

আলবানি রহ. বলেন, এখানে শুরুর সালাত বলতে যোহরের সালাত। আল্লাহ ভালো জানেন।

যদি এরকম প্রতিদিন করতে পারো তাহলে প্রতিদিন জান্নাতে তোমার অনেক বাড়ি হবে। তুমি হবে জান্নাতে বাড়ির মালিক। আছো কোনো দরদী বন্ধু? যে একটু সময়ে জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করবে, যে বাড়ি নির্মাণ করতে মাত্র তিন থেকে চার মিনিট সময় লাগবে? যদি তুমি প্রতিদিন এমন আমল করো, তাহলে জান্নাতে বাড়ি হতেই থাকবে। যেমন এক রমজানে তোমার জান্নাতে ত্রিশটি বাড়ি নির্মিত হবে। (সুবহানাল্লাহ)

জান্নাত পেতে হলে

সুরা ইখলাস পাঠ:

জান্নাতকে পেতে হলে সুরা ইখলাস পাঠ করা চাই। সুরা ইখলাস পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন। এমনই সুসংবাদ দিয়েছেন আখেরি নবি মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى اللهِ لَهُ قَصْرًا فِيْ الْجَنَّةِ.

“যে ব্যক্তি সুরা ইখলাস দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন।”[৯২] (সুবহানাল্লাহ)

দুনিয়ার মানুষের জন্য এত অল্প সময়ে জান্নাত লাভের আশায় কি পরিমান মেহনত করা দরকার। বাহ! আল্লাহ তায়ালা কত দয়া করেছেন মানবের উপর। আল্লাহ তায়ালা খুব স্বল্প সময়ে কত বড় জান্নাত দেওয়ার ওয়াদা

---

[৯১] সিলাসিলা সহিহা : ২৩৪৯।
[৯২] সিলসিলা সহিহা : ৫৮৯।

করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে জান্নাতের আমল করে জান্নাতি হওয়ার তাওফিক দান করুন।

প্রিয় যুবক ভাই! তুমি যদি এ কাজ প্রতিদিন করতে পারো তাহলে জান্নাতে তোমার জন্য অসংখ্য বাড়ি নির্মিত হবে। তাই আর দেরি নয় এবার জান্নাতের সুখময় উদ্যানে শান্তির জন্য জান্নাতি আমল শুরু করে দাও।

সুরা ইখলাসের ফযিলত

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

"তোমাদের কেউ কি রাতের মধ্যে পুরো কুরআনের তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে সক্ষম হয়? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসুল! এক রাতে কি কুরআনের তৃতীয়াংশ পাঠ করা যায়? (কিভাবে তা সম্ভব?) তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুরা ইখলাসই কুরআনের এক তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয়ে থাকে।"[৯৩]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ.

"যে বান্দা সুরা কাফিরুন তিলাওয়াত করবেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরো কুরআনুল কারিমের এক চতুর্থাংশ পড়ার সওয়াব দান করবেন। আর যে বান্দা সুরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পুরো কুরআনুল করিম পড়ার এক তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন।"[৯৪]

---

[৯৩] সহিহ মুসলিম : ২১২৭।
[৯৪] সুনানে তিরমিযি : ২৮৯৩।

সুরা ইখলাস পাঠ হলো ইমানের নিদর্শন

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি ফজর নামাজে দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাআতে সুরা ফাতিহা পাঠ করলো, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই বান্দা আল্লাহকে চিনেছে ও বুকে আল্লাহর পরিচয় গেঁথে নিয়েছে। অতঃপর ঐ লোকটি দ্বিতীয় রাকাআতে সুরা ইখলাস তিলাওয়াত করে সালাত শেষ করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই বান্দা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে। তখন তালহা রা. বলেন, আমিও এই দুই সুরাকে দুই রাকাআতে পড়তে পছন্দ করি।[৯৫]

জান্নাত ওয়াজিব হবে

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সুরা ইখলাস তিলাওয়াত করতে শুনে বলেন-

فَقَالَ: وَجَبَتْ، قُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: الْجَنَّةَ.

"এই ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কি ওয়াজিব হয়েছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।"[৯৬]

আনাস রা. বলেন-

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. فَقَالَ إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ.

"এক ব্যক্তি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি সুরা ইখলাসকে তিলাওয়াত করতে ভালোবাসি। তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[৯৫] সহিহ ইবনু হিব্বান : ২৪৫১।
[৯৬] মুয়াত্তায়ে মালেক, সহিহ আত তারগিব : ১৪৭৮।

নিশ্চয়ই এই সুরা তিলাওয়াত করতে ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"[৯৭]

আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন

যে সুরা ইখলাসকে তিলাওয়াত করতে ভালোবাসে সে আল্লাহকে ভালোবাসে, কেননা সুরা ইখলাসে আল্লাহর গুণাগুণ সম্বলিত রয়েছে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই বলেছেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

"নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোনো এক যুদ্ধের আমির নিযুক্ত করে পাঠালেন। ঐ ব্যক্তি যুদ্ধের সফরকালে তার সাথীদের ইমামতি করতেন এবং সুরা ইখলাসের মাধ্যমে সালাত পূর্ণ করতেন। অতঃপর তারা (সাহাবায়ে কেরাম) যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টা জানালেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো সে এ কাজ কেন করেছে? সাহাবায়ে কেরাম তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, সুরা ইখলাস পাঠ করার কারণ হলো এই সুরাতে আল্লাহর গুণবাচক নাম রয়েছে। তাই এ সুরাকে আমি ভালোবাসি। তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাকে সুসংবাদ প্রদান করো—আল্লাহ তায়ালাও তাকে খুব ভালোবাসে।"[৯৮]

---

[৯৭] সুনানু তিরমিযি : ২৯০১।
[৯৮] সহিহ বুখারি : ৭৩৭৫; সহিহ মুসলিম : ২৬৩।

স্বল্প সময়ে জান্নাত মিলবে

সাহল মুআজ বিন আনাস রা., তিনি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"যে ব্যক্তি সুরা ইখলাস দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুখময় উদ্যানে একটি বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন।' ওমর বিন খাত্তাব রা. জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! যদি আমরা এর চেয়েও অধিক পরিমাণে পাঠ করি, তাহলে?' উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অধিক ও উত্তম দান করবেন।"[৯৯]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

'যে ব্যক্তি কুরআনুল কারিমের একটি হরফ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে একটি নেকি দান করবেন। আর ঐ নেকির বিনিময়ে আরো দশ নেকি সমপরিমাণ দান করা হয়। কুরআনুল কারিমের 'আলি লাম মিম'-কে আমি এক হরফ বলি না। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মিম' একটি হরফ।"[১০০]

আব্দুল্লাহ ইবনু হাবিব রা. বলেন, "একদা আমরা অন্ধকার বৃষ্টির রাতে বের হয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করছিলাম, অতঃপর আমরা তার দেখা পেলাম। তিনি বলেন, তুমি বলো, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি কি বলব? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি মুআওয়্যিযাতাইন (সুরা নাস ও ফালাক) পাঠ করো। সকালে-বিকেলে তিনবার পাঠ করবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"[১০১]

উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন সুরা শিক্ষা দিবো না, যে সুরাটির মতো তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও ফুরকানে

---

[৯৯] মুসনাদু আহমাদ, তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং : ৪৩৭।
[১০০] সুনানু তিরমিযী : ২৯১০। সনদ সহিহ।
[১০১] সহিহ আল জামে : ১৫৩৪।

এমন কোনো সুরা নাযিল হয়নি। হে উকবা! তোমার থেকে যেন এমন রাতও না যায়, যে রাতে তুমি এ সুরাটি তিলাওয়াত করোনি। তা হলো সুরা ইখলাস। উকবা রা. আরো বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে উকবা! নাস, ফালাক, ইখলাস, এই তিনটি সুরার মত অন্য কোন সুরার মাধ্যমে কেউ আশ্রয় কামনা করে না।"[১০২]

আবু হুরায়রা রা. বলেন-

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

"নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাতে সুরা কাফিরুন ও ইখলাস তিলাওয়াত করতেন।"[১০৩]

জাবের বিন সামুরা রা. বলেন-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد).

"নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর রাতে মাগরিবের নামাজে সুরা কাফিরুন ও সুরা ইখলাস পাঠ করতেন।"[১০৪]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

---

[১০২] সিলসিলা সাহিহা : ৮৯১।
[১০৩] সহিহ মুসলিম : ৯৮।
[১০৪] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৮৪৯।

"নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রতিরাতে বিছানাতে আসতেন তখন তিনি তার উভয় হাত মুবারককে একত্র করতেন অতঃপর সুরা নাস, ফালাক, ইখলাস পাঠ করতেন এবং তাতে ফুঁ দিয়ে শরিরের যেখানে যতটুকু সম্ভব সেখানে হাত মোবারক স্পর্শ করাতেন। এভাবে তিনবার করতেন।"[১০৫]

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ.

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন, তখন মুআইয়্যিযাতানের (নাস, ফালাক) মাধ্যমে ফুঁ দিতেন, আর হাতের মাধ্যমে শরির মোবারক মুছতেন। যে অসুখে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান তখন আমি মুআইয়্যিযাতানের (নাস, ফালাক) মাধ্যমে ফুঁ দিয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মোবারক দিয়ে সর্বত্র মাসেহ করিয়েছি। আয়েশা রা. বলেন, যখন আহলে বাইত কেউ অসুস্থ হতেন তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা নাস ও ফালাকের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক দিতেন।"[১০৬]

উকবা বিন আমের রা. বলেন-

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

"প্রিয় নবি আমাকে প্রতি নামাজের শেষে 'মুআইয়্যিযাতানের (নাস, ফালাক) পড়ার আদেশ করেছেন।"[১০৭]

---

[১০৫] সুনানু আবু দাউদ : ৫০৫৬।
[১০৬] সহিহ বুখারি : ৫০১৭।
[১০৭] সুনানু তিরমিযি : ২৯০৩।

প্রিয় বন্ধু! তুমি যদি জান্নাতের সুখময় উদ্যানে বাড়ি নির্মাণ করতে চাও, তাহলে সুরা ইখলাসের আমল বেশি-বেশি করতে হবে। দেখেছো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা ইখলাসের উপর কি কঠোর আমল করেছেন? তুমি যদি আখেরাতের বাড়ি নির্মাণ করতে না পারো তাহলে আখেরাতে কার ঘরে তুমি বাস করবে? কেউ তোমাকে তার গৃহে জায়গা দিবে না। দেখো না! দুনিয়ার কেউ কারো বাড়িতে জায়গা দেয় না। তাইতো রাস্তা-ঘাট, পথে, বাজারে কত গৃহহীন মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে আছে। তাই এসব আমল করে জান্নাতে তোমার বাড়ি বানিয়ে নিও। নতুবা পরকালে তুমি কেবল নিঃস্ব হয়ে থাকবে।

জান্নাতিদের আমল

মিষ্টি কথা, লোকদের খাবার খাওয়ানো

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تَرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا، فَقَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ، وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"জান্নাতে এমন স্বচ্ছ ঘর থাকবে, যেটার আলো তার থেকে নিচের ব্যক্তিরাও দেখতে পাবে, এমনিভাবে ভিতরের অংশও উপরের থেকে দেখা যাবে। একথা শুনে এক গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সেই জান্নাত কার জন্য? উত্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে মিষ্টি কথা বলে, লোকদের খানা খাওয়ায়, সবসময় রোজা রাখে, রাতের আঁধারে সালাত পড়ে অথচ মানুষ তখনও ঘুমের আবেশে মুগ্ধ।"[১০৮]

উপরোক্ত হাদিসে "তৃ-বাল কালাম" বা মিষ্টি কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা। খাবার খাওয়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ইয়াতিমসহ অনান্য ব্যক্তিদের খাবার খাওয়ানো। রাতের

---

[১০৮] সহিহুল জা'মে : ২১২৩।

সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাতে কমপক্ষে দুই রাকাত সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে যাওয়া। কৃপণতা না করা।

কবি তো আবৃত্তি করেছে দরদমাখা কণ্ঠে-

কে কিনিবে জান্নাত সুখের বাড়ি ভাই!
নির্মিত আছে সে জান্নাত ফেরদাউসে তাই।
দামতো নয় একদম ফ্রি ও বন্ধুগণ!
রাতের সিজদায় প্রিয়তমের কদমে ভেঙ্গে পড়ো।

কবি আরো বলেছেন-

জান্নাত ডাকছে তোমায় সুখেরই আকাশে,
থাকবে তুমি জনম-জমন সুখেরই আবেশে।
জীবন তোমার রঙ্গিন হবে সেখানে যাওয়াতে,
থাকবে তুমি সেখানেতে আরামের হাওয়াতে।

প্রিয় যুবক ভাই! যে জান্নাতুল ফেরদাউস ক্রয় করতে চায় সে যেন রাতের আঁধারে মালিকের কদমে সিজদা করে জান্নাতকে ক্রয় করে নেয়। একটু ভেবে দেখোতো, যদি এরকম আমল তুমি প্রতিদিন করো তাহলে তোমার কতগুলো জান্নাত অর্জিত হবে। বিশেষ করে রামাদান মাসে অনেক জান্নাত হবে।

জান্নাতের সবুজ পাখি হতে হলে

হে যুবক তুমি জান্নাতি হতে চাও, পেতে চাও আখেরাতের নেয়ামত, জান্নাতের সফলতার জীবন, হতে চাও বেহেশতের সবুজ পাখি, তাহলে জান্নাতিদের আমল করো। জান্নাতি হতে হলে তোমার প্রিয়নবির কথার উপর আমল করতে হবে।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

"যে ব্যক্তির অন্যের সাথে ঝগড়া করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও ঝগড়াকে ছেড়ে দেয়, আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের টিলায় একটি বাড়ি নির্মাণ করার জিম্মাদার হব। আর যে ব্যক্তি মিথ্যাকে ছেড়ে দেয়, তার জন্যও জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করার দায়িত্ব নিব। এমনিভাবে সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতের বাড়ির জিম্মাদার হবো—যে হাসির পাত্র হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করে।"[১০৯]

উপরোক্ত হাদিসে বুঝা যায়—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির জান্নাতের যিম্মাদার হবেন, যে ব্যক্তি অন্যের সাথে ঝগড়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও ঝগড়াতে লিপ্ত হয় না। ঐ ব্যক্তির জান্নাতের যিম্মাদার হবেন যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে। আর যার সাথে হাসি-ঠাট্টা, মশকরা ইত্যাদি করা সত্ত্বেও যে মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করেন তার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই যিম্মাদার হবেন।

প্রিয় ভাই! তুমি যদি এ গুণে গুনান্বিত হতে পারো, তাহলে প্রতিটি ক্ষণে-ক্ষণে তোমার জন্য জান্নাতে বাড়ি হবে।

জান্নাতের মালিক হতে হলে

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

---

[১০৯] সুনানু আবু দাউদ : ৪৮০০।

"যে ব্যক্তি তার কোনো রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায় অথবা তার সাক্ষাতে গমন করে তখন একজন ঘোষক ডেকে-ডেকে ঘোষণা দেন যে, তুমি উত্তম কাজ করেছো, উত্তম তোমার চলনটাও। তুমি জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করলে।"[১১০]

হে যুবক! এত অল্প সময় আছে কি তোমার? যে জান্নাতের মালিক অল্প সময়ে হওয়া যায়? প্রতিদিন মাত্র পাঁচ মিনিটে যদি এ কাজটি করতে পারো তাহলে জান্নাতে তোমার কতো বাড়ি হবে ভেবে দেখেছো?

জান্নাতের আমল সবখানেই

জান্নাতে যাওয়া তোমার জন্য একদম সহজ। সবখানেই তোমার জন্য জান্নাতে যাওয়ার আমল রয়েছে, যেমন তুমি বাজারে প্রবেশের সময় আল্লাহকে ভুলে না গিয়ে যদি তাকে স্মরণ করো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও ভুলে যাবে না। তিনি খুশি হয়ে তোমাকে জান্নাত দান করবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এই দোয়াটি পাঠ করবে-

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। রাজত্ব ও প্রশংসা সব তার জন্যই। তিনি এমন সত্তা যে মানবজাতিকে জীবিত করেন আবার মৃত্যু দান করেন, তিনি সর্বদা জীবিত, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি সব কাজের উপর ক্ষমতাশীল।' আল্লাহ তাকে হাজার-হাজার সওয়াব দান করবেন ও অনেক পাপ এবং গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন। এবং তার জন্য জান্নাতে বাড়ি করে দিবেন।"[১১১]

---

[১১০] তিরমিযি শরিফ : ২০০৮।
[১১১] সুনানু তিরমিযি : ৩৪২৯।

যদি তুমি এই আমলটি প্রতিদিন করতে পারো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য জান্নাতে অনেক বাড়ি নির্মাণ করে দিবেন। তুমি যদি প্রতিনিয়ত বাজারে প্রবেশের সময় প্রভুকে ভুলে না গিয়ে এ দোয়া পাঠ করতে পারো তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য প্রতিবারই জান্নাতে বাড়ি নির্মাণ করবেন।

আমার আকুতি শোনো–

জগতের উপর করো না আফসোস ছুটো না এর পিছু,
একদিন তোমার চলে যেতে হবে ছাড়তে হবে সবকিছু।
যে জন ছুটেছে এই দুনিয়ার পিছনে করেছে সম্পদ জমা,
একদিন তো চলে যাবে সে নিজেকে করাতে পারবে না ক্ষমা।
মন যে কখনো ভরে না দুনিয়ায় করতে চায় আরো জমা,
তবে কিছু মানব আছে স্বল্পতেই খুশি, পেয়ে যাবে তারা ক্ষমা।
জান্নাতি কাজ করে যাও তুমি পাবে পরকালে পার,
জান্নাতেরই বন্ধু আহমাদ, রহমান বানানেওয়ালা।
জান্নাতেরই ঘ্রাণ হবে মেশকের মতো, মাটি হবে সোনার,
ঘাস হবে যে যাফরানের মধু ও দুধের হবে সমুদ্রের।
মজার খাবার থাকবে যে তাতে জারি, পাখি ডালে গাইবে গান,
আল্লাহ-আল্লাহ মধুর গানে জুড়াবে তোমার প্রাণ।
কে কিনেবে এই জান্নাত নির্মিত সু-উচ্চ মিনার,
ছায়াপথে থাকবে তোমরা গাইবে গান বীণার।

আরো শোনো বন্ধু-

জান্নাতেরই সে বাগান দেখাচ্ছেন নবি মুস্তফা,
আল্লাহ তায়ালা হলেন মালিক আসল বিক্রেতা।
জিবরাঈল ডেকে যাচ্ছে কে কিনেবে জান্নাতুল ফেরদাউস,
রাতের আঁধারে প্রভুর কদমে দিয়ে সিজদা এক রাকাতেই।
অনাহারীর মুখে তুলে দিয়ে দু-চার লুকমা,
কিয়ামতের সেদিন মুক্ত হবে পাবেনা দুঃখটা।
দিল তো চায় দুনিয়ারই আরো সম্পদ জমাই,
শেষ নিধানে খালি যাবে থাকবে না কোনো কামাই।

যদি আমি যা দেন প্রভু তাতে তুষ্ট হই,
যথেষ্ট হবে আমার জন্য হলে ও একটা খৈ।
আকাশে-বাতাসে, পাহাড়ে-নহরে যেথায় থাকো তুমি,
সবখানেতে পাবে তুমি তোমার প্রাপ্য তুমি।
যতই সম্পদ জুগিয়ে মৃত্যুর আগেতে,
সব সম্পদ বন্টন হবে মৃত্যুর পরেতে।
আখেরাতে কোনো বাড়ি-ঘর নেই যেথায় থাকবে তুমি,
কেবলমাত্র সেটিই বাড়ি হবে কামিয়ে যাবে তুমি।
যে বানাবে দুনিয়ায় থেকে জান্নাতে তার বাড়ি,
সে থাকবে অনেক সুখে থাকবে না কোনো আড়ি।
যে পাড়ি দিবে ঐকুল দরিয়ায় ঠিকানাবিহীন হয়ে,
তার যে স্থান কোথায় হবে ভাবো নিরালায় বসে।

শেষ কথা

হে যুবক! তুমি যদি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে জান্নাতের আমল করে জান্নাতকে কিনে নাও তাহলে সৃষ্টিকুলে শ্রেষ্ঠ মানবের অমিয় বাণীটি স্মরণ করিও, যেখানে তিনি বলেছেন-

"যে ব্যক্তি কাউকে কোনো ভালো কাজের সন্ধান দেয়, তাহলে যে সন্ধান দিল সে ততটুকু সওয়াব পাবে যতটুকু আমলকারী পাবে।"[১১২]

সুসংবাদ সেসব সৌভাগ্যবান মানবের জন্য যারা পথহারা ব্যক্তিকে জান্নাতের পথে ডাকে ও পথ দেখায়। আর যে আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে সঠিক পথে পথিকৃত করেন কেবল আল্লাহর ভালোবাসা ও তার সন্তুষ্টির কামনায়। চাই তা ইন্টারনেট, অনুবাদ ও লেখালেখির মাধ্যমে। তার জন্য প্রিয় নবিজির সে হাদিসই যথেষ্ট যেখানে তিনি বলেছেন-

"আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে প্রফুল্লচিত্ত ও সুখে-শান্তিতে রাখুন যে আমার হাদিস শুনলো এবং তা মুখস্থ করে অন্যের নিকট পৌছে দেন। কেননা যার কাছে কোনো হাদিস থাকে তার চেয়ে ঐ ব্যক্তি কখনো অনেক বুঝবান হয়ে থাকে

[১১২] সহিহ মুসলিম : ১৩৩।

যার কাছে হাদিস পৌঁছানো হয়ে থাকে। আর অনেক ফকিহওয়ালা আছেন যারা ফকিহ নন।"

দরদীর কথা ভুলে যেও না-

আমি তো মরে যাবো রেখে যাবো লিখেছি যা আমি,
হে আমার প্রিয় বন্ধু! আমার জন্য দোয়া করো তুমি।
আল্লাহ হয়ত ক্ষমা করে দিবেন মোরে,
রাখবেন না আমায় তিনি পাপ সাগরে ডুবে।

যুবকদের প্রতি সালাফদের উপদেশমালা

মূল: ড. আবদুর রাযযাক ইবনু আবদিল মুহসিন আলবদর
অনুবাদ: মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। সালাত ও সালাম তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবার ও সাথিবর্গের ওপর।

অতপর...

এটা গোপনীয় কোন বিষয় নয় যে, যৌবনকাল মানবজীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা এসময়ে কাজ করার শক্তি ও সামর্থ থাকে, চলাফেরার সহজতার দরুন কাজ করতে উদ্যমী হয় ও অঙ্গপ্রতঙ্গ অটুট থাকে এবং ইন্দ্রিয়শক্তি সঠিকভাবে কাজ করে। পক্ষান্তরে যখন মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তার ইন্দ্রিয়শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, অঙ্গপ্রতঙ্গ তেমন কাজ করে না। ফলে সে কাজ কর্ম করতে উৎসাহ দেখায় না। অনুপ্রেরণা পায় না।

মহান ও শাশ্বত ধর্ম ইসলাম এই যৌবনকালকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে, এবং তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। জীবনের এই গুরুত্ববহ অধ্যায়ের শান ও মান বোঝাতে বর্ণিত হয়েছে নুসুস তথা কুরআনের আয়াত ও হাদিস। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সময়কে উত্তম কাজে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এবং অসৎ কাজে ব্যয় করে গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ এ সময়টাকে নষ্ট না করার প্রতি সতর্কবাণী করেছেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عن بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه : اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك.

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে নসিহত করছিলেন; তিনি বলেন—পাঁচ জিনিসকে পাঁচ জিনিসের পূর্বে গণিমত মনে কর। তোমার যৌবনকে তোমার বার্ধক্যের পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে তোমার অসুস্থতার

পূর্বে, তোমার ধনাঢ্যতাকে তোমার দরিদ্রতার পূর্বে, তোমার অবসরতাকে তোমার ব্যস্ততার পূর্বে এবং তোমার জীবনকে তোমার মৃত্যুর পূর্বে।"[১১৩]

সুতরাং যৌবনকাল রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি—"তোমার জীবনকে তোমার মৃত্যুর পূর্বে"-এর মাঝেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবুও যৌবনকালের অনেক গুরুত্ব ও বিরাট মর্যাদা থাকার কারণে বিশেষ করে আলাদাভাবে তিনি এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যৌবনকালটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পার করতে হবে এবং মহামূল্যবান বরকতময় এ সময়কে তুচ্ছ মনে করে অবহেলা করা যাবেনা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ :لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোন বনি আদমের পা কিয়ামতের দিন তার রবের সামনে থেকে এক চুল পরিমান নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়; তার জীবন সম্পর্কে—তা সে কোথায় কোন্ কাজে কাটিয়েছে। এবং তার যৌবনকাল সম্পর্কে—সে তার যৌবনকালকে কোন কাজে ব্যয় করেছে। তার মাল সম্পর্কে—সে তা কোথা থেকে ও কীভাবে উপার্জন করেছে। সে তার মালকে কোথায় ব্যয় করেছে। আর ইলম কতটুকু অর্জন করেছে। এবং সে ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।"[১১৪]

একথা স্পষ্ট যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত হাদিসে আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষের কাছে তার জীবন সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন করা হবে। প্রথমত—সাধারণভাবে তার পুরো

---

[১১৩] মুস্তাদরাকে লিল হাকিম: ৭৮৪৬।
[১১৪] সুনানু তিরমিযি: ২৪১৬, শায়খ আলবানি এটিকে সহিহ বলেছেন। সিলসিলাহ আস সহিহা: ৯৪৬।

জীবন সম্পর্কে। দ্বিতীয়ত—বিশেষভাবে তার যৌবনকাল সম্পর্কে। যদিও তা পুরো জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করার মাঝেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তারপরেও বিশেষভাবে যৌবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। এজন্যেই যুবকদেরকে এ সময়টাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নেয়া উচিত। এবং সবসময় একথাও মনে রাখতে হবে যে, কিয়ামত দিবসে আমাকে আমার যৌবনকালের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

এ কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদেরকে যৌবনকালের সময়ের যথাযথ ব্যবহার এবং সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন ও অনুপ্রাণিত করেছেন। যা উল্লিখিত হাদিস হতে আমরা জানতে পারি। এবং যুবকদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলুল ইলম, দাঈ ও মুবাল্লিগদেরকেও অসিয়ত করে গেছেন। কেননা উম্মাহ্‌র যুবকরা পরিচর্যা, পরিশুদ্ধি, কোমল আচরণ, সহানুভূতি ও ভালবাসার প্রতি মুখাপেক্ষি। আর তাদেরকে যদি সুন্দরভাবে পরিশোধন করা যায় এবং তাদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণের মাধ্যমে মন জয় করা যায় তাহলে বাতিলপন্থি ও হারামের তল্পিবাহকরা তাদের ভ্রান্ত চিন্তা, ভ্রষ্ট আকিদার দিকে মনোযোগকে ঘুরিয়ে নিতে পারবে না।

তাই দেখা যায় যে, সাহাবা আজমাইন যৌবনকালের মর্ম উদ্ধারে যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছেন। যুবকদের তারবিয়াতের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। যেমন বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ، قَالَ : مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِي الْمَجَالِسِ، وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ خَلُوفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدَنَا. قَالَ : وَكَانَ (يَعْنِي أَبَا سَعِيدٍ) يُقْبِلُ عَلَى الشَّبَابِ، فَيَقُولُ : يَا ابْنَ أَخِي إِذَا شَكَكْتَ فِي الشَّيْءِ فَسَلْنِي حَتَّى تَسْتَيْقِنَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَقُمْ عَلَى الْيَقِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَقُومَ عَلَى الشَّكِّ.

আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, "তিনি যুবকদের দেখলে বলতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়তের প্রতি স্বাগতম! কেননা আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ

করেছেন—যেন তোমাদের জন্য মজলিসকে লম্বা করা হয় এবং তোমাদেরকে হাদিস শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ হল তোমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ও আমাদের পর হাদিস বর্ণনাকারী, শিক্ষাদানকারী। এবং তিনি যুবকদের দিকে ফিরে বলতেন, হে আমার ভাইয়ের ছেলে! যখন কোন বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ে পতিত হও তাহলে অবশ্যই আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে নিবে যতক্ষণ না তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়। কেননা আমার নিকট তোমরা তোমাদের সন্দেহের দিকে চলে যাবার চেয়ে একিন, দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে আসা অধিক পছন্দনীয়।[১১৫]

আর আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. যুবকদেরকে ইলম অর্জনে দেখে বলতেন-

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، إِذَا رَأَى الشَّبَابَ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، قَالَ مَرْحَبًا بِكُمْ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ، وَمَصَابِيحَ الظُّلْمَةِ، خُلْقَانَ الثِّيَابِ جُدُدَ الْقُلُوبِ.

উবায়দুল্লাহ ইবনু আবিল আইযার বলেন, "হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. যখন কোন যুবককে ইলম অর্জনে দেখতেন তখন তাকে দেখে বলতেন, পুরাতন কাপড়ের মাঝে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী, ঘরের ভেতরে আবদ্ধ সমাজের ফুল সাদৃশ, জ্ঞানের আধার ও অন্ধকারের মাঝে প্রজ্বলিত বাতি—তোমাদের স্বাগতম।"[১১৬]

সালাফে সালিহিনগণ যুবকদেরকে বহু পরিমাণে উপদেশ ও নসিহত প্রদান করেছেন। আর এই সালাফদের সেই মহান দৃষ্টান্তমূলক উক্তিগুলোর কিছু সহজ ব্যাখ্যা ও টিকা সংযুক্তির সাথে আমি مِن وَصَايَا السَّلَف لِلشَّبَاب "মিন ওয়াসায়াসসালাফ লিশ শাবাব" তথা যুবকদের প্রতি সালাফদের উপদেশমালা নামে এই রিসালাটিতে একত্রিত করেছি।

আবদুর রাজ্জাক বিন আবদিল মুহসিন আলবদর হাফিজাহুল্লাহ

মদিনা মুনাওয়ারা

[১১৫] শুআবুল ঈমান : ১২১০।
[১১৬] জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি: ২৫৬।

প্রথম উপদেশ

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا الحسن بن أحمد بن الليث، ثنا علي بن هاشم الرازي، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبي الأحوص، قال : قال أبو إسحاق: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ اغْتَنِمُوا -أي اغتنموا شبابكم، قَلَّمَا تَمُرُّ بِي لَيْلَةٌ إِلَّا وَأَقْرَأُ فِيهَا أَلْفَ آيَةٍ، وَإِنِّي لَأَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَإِنِّي لَأَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، ثُمَّ تَلَا - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.} [الضحى: ١١]

আবুল আহওয়াস হতে বর্ণিত, আবু ইসহাক (তিনি হলেন আমর সাবিয়ী) বলেছেন, "হে যুবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের যৌবনকালকে গণিমত মনে করে তার সঠিক ব্যবহার কর ও সঠিকভাবে কাজে লাগাও। খুব কম রাতই আমার এমন অতিবাহিত হয়েছে যে রাতে হতে আমি একহাজার আয়াত কুরআন তিলাওয়াত করিনি। আর অবশ্যই আমি এক রাকাতে সুরা বাকারা তিলাওয়াত করে থাকি। এবং আশহুরুল হুরুম তথা নিষিদ্ধ মাসসমূহ ও প্রতি মাসে তিনদিন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করে থাকি। অতঃপর তিলাওয়াত করেন—আর তুমি তোমার রবের নিআমত বর্ণনা কর।"[১১৭]

আবু ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রতিরাতে আমি এক হাজার আয়াত কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি' এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, একহাজার অথবা তার কাছাকাছি সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকরণ; নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধকরণ নয়। অর্থাৎ তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। আর প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন শরিফ খতম করা অধিকাংশ পূর্বসুরি সালাফদের তরিকা।

তাছাড়া সালাফগণ অপর ভাইয়ের প্রতি নেক আমলের উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে নিজের আমলের কথা উল্লেখ করতেন। হাকিম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরি রহিমাহুল্লাহ তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন-

[১১৭] মুস্তাদরাকে লিল হাকিম : ৩৯৪৭।

أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا الحسن بن أحمد بن الليث، ثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، أنبأ أبو بلج، عن عمرو بن ميمون، قال: كان يلقى الرجل من إخوانه فيقول: لقد رزقني الله البارحة من الصلاة كذا ورزق من الخير كذا.

"আমর বিন মায়মুন কোন মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাত হলে বলতেন—গত রজনীতে আল্লাহপাক আমাকে এত রাকাত সালাত আদায় করার তাওফিক দিয়েছেন এবং অমুক অমুক উত্তম কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন।"[১১৮]

আবু আবদিল্লাহ হাকিম উল্লিখিত আছার দুটি তার কিতাব মুস্তাদরাকে আনার পর বলেন—আমর ইবনু উবায়দুল্লাহ আসসাবিয়ি ও আমর ইবনু মায়মুন আল আওদিকে আল্লাহপাক রহম করুন। অবশ্যই তারা এমন অসিয়ত বর্ণনা করেছেন, যা যুবকদেরকে ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল হতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।

আর আছার দুটিতে তরবিয়াতি আদর্শ ও নমুনা পেশ করা হয়েছে। যুবকরাও এই মাকাম ও মর্যাদা পেতে আগ্রহী। এর উল্লেখের কারণ—যাতে যুবকরা নেক আমলে উৎসাহিত হয়, আর এতে তাদের জন্য দ্বীনের উপর চলা সহজ হয়ে যায়। তবে শিক্ষক বা গুরুজনের উচিত হল তারা তাদের নিয়্যাতকে খালিস করা ও সুন্দর ইচ্ছার প্রতি জোর দেওয়া, যাতে সে রিয়া-লোক দেখানোতে পতিত না হয়, অহংকার না করে, অন্যথায় এই অহংকার বা লৌকিকতার কারণে তার আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় উপদেশ

عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، انْظُرُوا مِمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ، فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.

---

[১১৮] মুস্তাদরাকে লিল হাকিম : ৪৮।

হাম্মাদ ইবনু যায়দ বলেন, "আমরা আনাস ইবনু সিরিন রাহিমহুল্লাহ্র অসুস্থতার সময় তার দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বলেছিলেন 'হে যুবসম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এবং যার কাছ থেকে এই হাদিসগুলো গ্রহণ করছো তাকে ভালভাবে পরখ করে নাও। কেননা তা তোমাদের দ্বীনের অংশ।"[১১৯]

এই উপদেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইলম ও হাদিস শিখতে বের হওয়া যুবকের জন্য আবশ্যক হল, এমন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ইলম ও হাদিস শিখা—যারা রাসিখ ফিল ইলম বা উক্ত ইলম ও শাস্ত্রের ব্যাপারে দক্ষ, পারদর্শী ও দৃঢ়পদ। এমন ব্যক্তি থেকে ইলম ও হাদিস শিক্ষা করতে হবে যে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও সুক্ষ্মদর্শী এবং ইলমের পথে মহান। যেনতেন ব্যক্তি থেকে ইলম নেয়া যাবে না, হাদিস গ্রহণ করা যাবে না। কেবল এমন ব্যক্তি থেকেই ইলম হাসিল করতে হবে যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারী এবং দ্বীনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ।

وقال ابن شَوْذَب -رحمه الله: إن من نِعمة الله على الشاب إذا تَنَسَّكَ -أي استقام- أن يؤاخي صاحب سُنَّة يَحْمِلُهُ عليها.

ইবনু শাওযাব রা. বলেন, "যুবক যখন ইবাদত ও তপস্যার পথকে গ্রহণ করে তখন তার উপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় নিয়ামাত হল—সে এমন একজন ব্যক্তিকে সাথি হিসাবে নেয় যে নিজে সুন্নাহ্র পাবন্দি করে এবং তাকেও সে সুন্নাহ্র পাবন্দ বানায়।"

قال عمرو بن قيس الملائي : إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه فإذا رأيته مع أهل البدع فايأس منه فإن الشاب على أول نشوء.

আমর ইবনু কায়স মোল্লায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন—"যদি কোন যুবককে প্রথমে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্র সাথে প্রতিপালিত হতে দেখ, বড় হতে দেখ (এর মানে হল তাদের সাথে চলাফেরা করে ও তাদের দরসে

[১১৯] আলজামিউ লিআখলাকির রাওয়ি ওয়া আদাবিস সামি : ১৩৯।

বসে) তাহলে তার ব্যাপারে তুমি (ভাল কিছুর) আশা কর। আর যদি আহলুল বিদআহ্-এর সাথে তার বেড়ে উঠতে দেখ তাহলে তার কাছ তুমি (ভালো কিছুর ব্যাপারে) নিরাশ হও। কেননা যুবককে তার বেড়ে উঠার প্রথমাবস্থার উপর নির্ভর করে চেনা যায়।

قال : إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب.

আমর ইবনু কায়স রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, "নিশ্চয় যুবক প্রতিপালিত হয়। যদি যুবকের প্রাথমিক অবস্থা আহলুল ইলমের সাহচর্য বেশি পায়, তাদের সাথে লালিতপালিত হওয়ার উপর প্রাধান্য পায় তাহলে তাকে সমর্থন করা হবে। আর যদি তার প্রাথমিক অবস্থা অতিবাহিত হয় জাহেলদের সুহবতে, তাহলে এমন হয়ে যেতে পারে যে দুইয়ের বদলে চার হয়ে যাবে।"[১২০]

তৃতীয় উপদেশ

عن مالك بن دينار رحمه الله إنما الخير في الشباب.

হযরত মালিক বিন দিনার রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যুবকদের মাঝেই খায়র রয়েছে।"[১২১]

এটি মালিক বিন দিনার রহিমাহুল্লাহ হতে যৌবনকালের মহামূল্যবান সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে বিরাট একটি নসিহত। কেননা যদি যুবক তার যৌবনকালের সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাহলে সে অনেক উন্নতি সাধন করতে পারবে এবং সে যৌবনকালে যা অর্জন করবে তার জন্য তা হবে সঞ্চিত মূল্যবান সম্পদ ও অবলম্বন এবং স্থায়ী উৎস, যা তার মৃত্যু পর্যন্ত নিজের ও উম্মাহ্র উপকারস্বরূপ থাকবে। এবং অন্যের জন্য তা হবে কল্যাণকামনা।

---

[১২০] আল ইবানাতুল কুবরা লিইবনি বাত্তাহ : ১/২০৪, ক্রমিক নং ৪২, ৪৩, ৪৪।
[১২১] আলজামিউ লিআখলাকির রাওয়ি ওয়া আদাবিস সামি : ২৭৩।

আর যদি সে তার যৌবনকালের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার না করে তাহলে সে অবশ্যই যৌবনকালের খায়র ও বরকত থেকে মাহরুম হয়ে নিজের জীবন নষ্ট করল। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারল।

আর যখন যুবকদের মাঝে একসাথে পাওয়া যায় যৌবনে দুরন্তপনা, যৌবন শক্তি, সময়ের অবসরতা ও হাত ভর্তি টাকা-পয়সা তাহলে তা তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক জিনিষ হয়ে উঠে।

সুতরাং যখন যৌবনশক্তি, সময়ের অবসরতা ও ধনসম্পদের প্রাচুর্যতার সাথে মিলিত হয় চতুর্থ আরেকটি জিনিষ—তা হল অধিক পরিমাণে ফিতনা, একাকিত্ব এবং একাধিক কর্মস্থল; তাহলে তা যুবকদের জন্য মারাত্মক ধ্বংসের বিষয় হবে, যা তাকে যৌবনকালে বড় বড় অপরাধে লিপ্ত করে যৌবনকালের খায়র ও বরকত হতে মাহরুম করবে।

যৌবনকালের খায়র ও বরকতের ব্যাপারে সচেতন করতেই মালিক বিন দিনার রহিমাহুল্লাহ বলেন—"নিশ্চয়ই খায়র রয়েছে যৌবনকালে"। যাতে আল্লাহ তায়ালা যুবকদেরকে তাঁর সাহায্যে যৌবনকালের সঠিক ব্যবহার করার তাওফিক দান করেন যেভাবে তিনি পছন্দ করেন।

চতুর্থ উপদেশ

ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: خَرَجَ سُفْيَانُ وَنَحْنُ عَلَى بَابِهِ نَتَدَارَى فِي النَّسْخِ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ تَعَجَّلُوا بَرَكَةَ هَذَا الْعِلْمِ، فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ لا تَبْلُغُونَ مَا تُؤَمِّلُونَ مِنْهُ لِيُفِدْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

যায়দ ইবনু আবিয যারকা বলেন, "সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বের হলেন। এমতাবস্থায় আমরা তার দরজার সামনে দন্ডায়মান ছিলাম। তিনি তখন আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেন—হে যুবসম্প্রদায়! এই ইলমের বরকত তাড়াতাড়ি হাসিল কর। কারণ, তোমরা জানোনা যে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছতে পারবে কিনা, তাই ইলমের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে একে অপরের থেকে ইলমি ফায়দা নাও।"[১২২]

---

[১২২] হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬/৩৭০।

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ্র উক্তি—এই ইলমের বরকত তাড়াতাড়ি হাসিল কর' এর মানে হল—তোমরা তোমাদের যৌবনকালের সুন্দর ব্যবহার কর, সঠিক কাজে ব্যবহার কর। কারণ, মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তার মাঝে যৌবনকালের মত প্রফুল্লতা ও কর্মে চাঞ্চল্য থাকে না। থাকে না মেধা ও স্মৃতিশক্তি, যার কারণে সে মুখস্থ করতে পারে না, মনে রাখতে পারে না। তদুপরি তার উপর যখন একের পর এক দায়িত্ব আসে তখন তা তার জন্য ধ্বংসাত্মক বিষয়ে পরিণত হয়। যৌবনকালে তার মাঝে এসব বিষয় থাকা উচিত নয়। তাছাড়া যৌবনকাল চলেও যায় তাড়াতাড়ি।

যেমন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন-

قال الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط.

"আমি যৌবনকাল অতিবাহিত হওয়াটা ততটুকুই অনুভব করেছি যতটুকু অনুভূত হয় কোন মানুষের আস্তিনে রাখা জিনিষ পড়ে গেলে।"[১২৩]

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ্র উক্তি—তোমরা জানোনা যে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল—যে যুবক অনেক পরিমাণ ইলম হাসিল করতে চায় ও অনেক কিতাব মুখস্থ ও অধ্যয়ণ করার ইচ্ছে করে থাকে। তাছাড়াও বিভিন্ন কিছুর আশা করে, কিন্তু মেহনত মুজাহাদা না করার কারণে তা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু যখনই যুবক চেষ্টা মেহনত করে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং যৌবনকালের সময়টাকে যথাযথ কাজে লাগায় তখনই সে আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকতে ভাল কিছু হাসিল করে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَالَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

"আর যারা আমার রাস্তায় মেহনত মুজাহাদা করে আমি তাদের জন্য বিভিন্ন পথ খুলে দিই। আর নিশ্চয় আল্লাহপাক অনুগ্রহশীলদের সাথে রয়েছেন।"[১২৪]

---

[১২৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৩০৫।
[১২৪] সুরা আনকাবুত : ২৯।

তোমরা একে অপরের থেকে ইলমি ফায়দা নাও' এখানে সুফিয়ান সাওরি রহ. যুবকদের একে অপরের সাক্ষাতকে গণিমত মনে করে তার কাছ থেকে উপকার (ইলম) হাসিল করা এবং পরস্পর সুন্দরভাবে ইলমি মুজাকারা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পঞ্চম উপদেশ

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ كَثِيرًا مَا يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْآخِرَةِ فَاطْلُبُوهَا، فَكَثِيرًا رَأَيْنَا مَنْ طَلَبَ الآخِرَةَ فَأَدْرَكَهَا مَعَ الدُّنْيَا، وَمَا رَأَيْنَا أَحَدًا طَلَبَ الدُّنْيَا فَأَدْرَكَ الآخِرَةَ مَعَ الدُّنْيَا.

হাসান আল বসরি রহিমাহুল্লাহ যুবকদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন—"হে যুবসম্প্রদায়! তোমাদের উপর আবশ্যক হল যে তোমরা আখিরাতকে অর্জন করবে। অতএব, তোমরা তা-ই কামনা কর। কেননা, আমরা দেখেছি যারা আখিরাতকে কামনা করেছে তার অধিকাংশই আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়াকেও পেয়েছে। আর এমন কাউকে দেখিনি যে, দুনিয়া কামনা করেছে আর তার সাথে আখিরাতকেও পেয়েছে।"[১২৫]

এটি যুবকদের প্রতি হাসান আল বসরি রহিমাহুল্লাহ্‌র পক্ষ হতে গুরুত্বপূর্ণ একটি সতর্কতামূলক নসিহত। তিনি যুবকদের এ ধরণের নসিহত প্রদান করতেন, যাতে করে যুবকরা আখিরাত অর্জনের করতে সচেষ্ট হয়, আখিরাতে মুক্তি ও সফলতার কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। এবং সময়গুলোকে ব্যয় করে মহান রবের নৈকট্য অর্জন করার আমলের মাঝে। যদি যুবকরা এগুলো করে তাহলে তাকে আল্লাহপাক তার নির্ধারিত অংশ তথা আল্লাহর নৈকট্য দান করবেন এবং দুনিয়াতেও তার নির্ধারিত অংশ দিবেন।

[১২৫] কিতাবুয যুহদ : ১২।

উল্লিখিত আলোচনা হতে কারো যেন এ ধারণা না আসে যে—মানুষ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য রিজিক অন্বেষণ বাদ দিয়ে নিজে চলার জন্য প্রয়োজনীয় খোরপোষ ও আসবাবপত্র ছেড়ে দিয়ে নিজের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে। এমনটি করা যাবে না। বরং কোন নেককার মুসলিমের কাছে অঢেল ধন সম্পদ থাকলেও ঐ ধনভাণ্ডার তাকে তার ইবাদতের মাঝে কোন ধরণের ক্ষতি পৌঁছাতে পারে না। তবে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়া কামানো, যার ইলম অর্জনের মাকসাদ হয় দুনিয়াবি কোন যশখ্যাতি, তাহলে তার জন্য হবে সম্পদ ক্ষতিকারক বস্তু।

যেমন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ায় বলতেন-

ولا تجعل الدنيا أكبر هَـمِّنا ولا مَـبلغَ عِلمِـنا...

"হে আল্লাহ! দুনিয়াকে আমাদের মূল অভিপ্রায় ও আমাদের ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য বানিয়ো না।"[১২৬]

রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন-

إنك إن تـذر ورثَتَك أغنياء، خيرٌ من أن تذَرَهم عالة يتكففون النـاس...

"নিশ্চয় তুমি তোমার পরিবারকে ধনী বানিয়ে যাও। যা তাদের জন্য মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া হতে উত্তম।"[১২৭]

সুতরাং যে ব্যক্তি আখিরাতকে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয় আল্লাহ তায়ালা তাকে আখিরাতের সবকিছু দিয়ে থাকেন এবং দুনিয়াও তার অনিচ্ছা ও অনীহা থাকা সত্ত্বেও এমনিতেই এসে যায়। কিন্তু যে দুনিয়াকেই মূল উদ্দেশ্য বানায় আল্লাহপাক তার চোখের সামনেই তাকে দরিদ্র বানিয়ে দেন। অথচ সে দুনিয়াতে ততটুকুই পায় যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

---

[১২৬] জামিউত তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াহ : ৩৫০২।
[১২৭] সহিহ বুখারি : ১২৯০; সহিহ মুসলিম : ১৬২৮।

ষষ্ঠ উপদেশ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ : كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَيَقُولُ لَنَا : مَعْشَرَ الشَّبَابِ، قَدْ رَأَيْنَا الشَّبَابَ يَمُوتُونَ فَمَا يُنْتَظَرُ بِالْحَصَادِ إِذَا بَلَغَ الْمِنْجَلُ .وَيَمَسُّ لِحْيَتَهُ.

উকবা ইবনু আবি হাকিম বলেন, "আমরা আউন বিন আবদুল্লাহ্‌র কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! আমরা এমনসব লোকদের দেখেছি যারা যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করেছে। আর ফসল কাঁটার সময়ে এসে উপনীত হলে তা আর ক্ষেতের মাঝে রেখে দেয়ার অপেক্ষা করা হয় না। বর্ণনাকারী বলেন—তারপর তিনি তাঁর দাঁড়িতে স্পর্শ করেন।"[১২৮]

টিকা: উল্লিখিত আছারটিতে তিনি ফসল কাঁটার সময় ঘনিয়ে আসার দ্বারা মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

দাঁড়ি স্পর্শ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল—যে ব্যক্তি এ বয়স তথা বার্ধক্যে উপনীত হবে তার-ই ফসল কাঁটা তথা মরণের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কেননা ফসল যেমনিভাবে পেকে যায় তখন কাঁটার সময় এসে যায়। তেমনিভাবে যে বৃদ্ধ হয়ে যায় তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। আউন বিন আবদুল্লাহ তাদেরকে এসব বলতেন যাতে করে তারা ধোঁকা না খায়, যে ব্যক্তিকে তার বয়সের শেষসীমা তথা বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হবে। আর এ কারণে অনেক মানুষ বয়োবৃদ্ধ লোকদের দেখে ধোঁকা খেয়েছে। আর নিজেদের ব্যাপারে ধারণা করেছে তাদেরকেও সেসব বৃদ্ধদের মত জীবনকাল দেয়া হবে। এর ফলে তারা নিজেদের জীবনঘনিষ্ঠ, আমলঘনিষ্ঠ অনেক বিষয়েই করেছে অবহেলা ও করেছে গড়িমসি।

যেমন বলা হয়-

يُعَمَّرُ وَاحِدٌ فَيَغُرُّ قَوْمًا ... وَيُنْسَي مَنْ يَمُوْتُ مِنَ الشَّبَابِ.

বৃদ্ধ হল একজন + ধোঁকা খেল সবজনে
ভুলে যাওয়া হল + যৌবনে মরল তাকে।

---

[১২৮] আল উমরু ওয়াশ শাইবু লিইবনি আবিদ্দুনয়া : ৪২।

এ ব্যাপারে হাসান আল বসরি রহিমাহুল্লাহ্‌র হিকমাহ্‌ সম্বলিত উক্তি রয়েছে-

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِجُلَسَائِهِ : يَا مَعْشَرَ الشُّيُوخِ: مَا يُنْتَظَرُ بِالزَّرْعِ إِذَا بَلَغَ؟ قَالُوا: الْحَصَادُ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: إِنَّ الزَّرْعَ قَدْ تُدْرِكُهُ الْعَاهَةُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ.

"হাসান আল বসরি রহিমাহুল্লাহ একদিন তার সাথে উপবিষ্ট লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন— (যেখানে যুবক, বৃদ্ধ সকলেই ছিল) হে বৃদ্ধামহল! ফসল পেকে গেলে কীসের অপেক্ষা করা হয়? তখন তারা সকলেই বলল, ফসলকে কাঁটার অপেক্ষা করা হয়। অতঃপর তিনি যুবকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে যুবসম্প্রদায়! নিশ্চয় ফসল কাঁটার সময়ে পৌছার আগেই তাকে আসমানি মুসিবত পেয়ে বসে।"[১২৯]

তাই মুসলিমদের এমন হালত হওয়াই উচিত যা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.

"অর্থাৎ যখন তুমি সন্ধ্যা করবে তখন আর সকালের জন্য অপেক্ষা করো না, আর যখন সকাল করবে তখন আর সন্ধ্যা হওয়ার অপেক্ষা করো না।"[১৩০]

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ বলেন-

يجب على من لا يدري يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان ولهذا يندر من يكبر.

"যার জানা নেই যে কখন মৃত্যু আসবে তার জন্য আবশ্যক হল, সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। আর যৌবন ও সুস্থতার দ্বারা ধোঁকা না খাওয়া।

[১২৯] সুনানু বায়হাকি, কিতাবুয যুহদ : ৫০০।
[১৩০] সহিহ বুখারিতে বর্ণিত ইবনু উমরের উপর মাওকুফ, হাদিস : ৬৪১৬।

কেননা সে ধারণা করে যে, বৃদ্ধ ব্যক্তির বয়স কম আর যুবক বয়স বেশি পেয়ে থাকে।[১৩১]

এর উত্তম দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ ঐসব পরিবার ও গোত্র গুলোর মাঝেই লক্ষ্য করা যায়, যার অধিকাংশ মানুষ যৌবনকালে কিংবা শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে।

সপ্তম উপদেশ

عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ : صَلَّيْنَا يَوْمًا خَلْفَ أَبِي ظَبْيَانَ صَلاةَ الأُولَى وَنَحْنُ شَبَابٌ كُلُّنَا مِنَ الْحَيِّ إِلا الْمُؤَذِّنَ فَإِنَّهُ شَيْخٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ الشَّبَابَ مَنْ أَنْتَ؟ مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا سَأَلَهُمْ، قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٌّ إِلا وَهُوَ شَابٌّ، وَلَمْ يُؤْتَ الْعِلْمَ خَيْرٌ مِنْهُ وَهُوَ شَابٌّ.

কাবুস বিন ইবনু যাবয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদিন আমরা আবু যাবয়ান রহিমাহুল্লাহ্র ইমামতিতে ফজর সালাত আদায় করি। আর মুআজ্জিন ছাড়া আমরা সকলেই ছিলাম যুবক। তিনি সালাম ফিরিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে বসেন। এবং আমাদেরকে প্রশ্ন করতে থাকলেন। তুমি কে? তুমি কে? এবং সকলকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেয়ার লক্ষ্যে বললেন— নিশ্চয় কোন নবিকে যুবক বানানো ছাড়া প্রেরণ করা হয়নি। আর যুবক অবস্থার চেয়ে উত্তম ইলম কাউকে দেওয়া হয়নি।"[১৩২]

এখানে আবু যাবয়ান রহিমাহুল্লাহ যৌবনকালের কল্যাণ ও বরকতের সঠিক ব্যবহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর নিশ্চয় যৌবনকাল এমনই একটি সময় যা পরকালের পাথেয় অর্জন ও ইলম হাসিলের সঠিক সময় এবং আত্মীক প্রফুল্লতা ও শারীরিক শক্তি-সামর্থকে কাজে লাগানোর মোক্ষম সময়।

---

[১৩১] সয়দুল খাতির : ২৪০।
[১৩২] আবু খায়সামার কিতাবুল ইলম : ৮০।

অষ্টম উপদেশ

حدثنا عبد الوهاب الثَّقفيُّ قال : خَرَجَ علَينا أَيُّبُ أي : السَّختِيانِـيُّ رحمه الله فقال:يا مَـعْشَرَ الشَّبَابِ؛ احتَرفُـوا، لا تَـحتاجُـونَ أَن تَأتُوا أَبْـوابَ هَؤُلاءِ، و ذَكَرَ مَن يكْـرهِ.

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ আবদুল ওয়াহহাব আসসাকাফি হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আইয়ুব সাখতিয়ানি রহিমাহুল্লাহ আমাদের কাছে তাশরিফ এনে বলতেন, হে যুবসম্প্রদায়! তোমরা পেশাকে গ্রহণ কর। তাহলে তোমাদের এসব আমিরদের তোষামোদী ও চাটুকারিতার প্রয়োজন পড়বে না।"[১৩৩]

অর্থাৎ এখানে আইয়ুব সাখতিয়ানি রহিমাহুল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইলম অর্জনের পাশাপাশি কোন একটা পেশা থাকা উচিত, যাতে সে টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারে। এবং রিজিক অন্বেষণ করে নিজের প্রয়োজন মিটাতে পারে—এমনকি পরবর্তীতে পরিবার সন্তানাদি ইত্যাদির খোরপোষ দিতে পারে। আর পরিবারকে অন্যের উপর বোঝা না বানানো উচিত। যাতে করে বয়োবৃদ্ধ হওয়ার পরও অমুক লোকের কাছে তমুক লোকের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য হাত না পাততে হয়। আর নিজের হাতে উপার্জিত রিজিক সবচেয়ে বেশি বরকতপূর্ণ ও বেশি উপকারি এবং সবচেয়ে বেশি পবিত্র।

নবম উপদেশ

عن جعفرٍ قال: وكان ثابت البناني يخرج إلينا، وقد جلسنا في القبلة، فيقول: يا معشر الشباب، حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له؛ وكان قد حببت إليه الصلاة.

জাফর রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সাবিত আল বুনানি রহিমাহুল্লাহ আমাদের কাছে তাশরিফ আনলেন। তখন আমরা কিবলার দিকে পিঠ লাগিয়ে বসা

[১৩৩] কিতাবুল ওয়ার-ই : ৯৩।

ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বলতে লাগলেন—হে যুবসম্প্রদায়! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহম করুন। আমি ও আমার রবের ইবাদত এবং রবের প্রতি একনিষ্ঠ সিজদার মাঝে তোমরা আমার প্রতিবন্ধক হয়ে আছো। সাবিত বুনানি রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে সালাত আদায় করা খুব পছন্দের ছিল।"[১৩৪]

এখানে সাবিত আল বুনানি রহিমাহুল্লাহ সেসব যুবকদের প্রতি ইশারা করেছেন—যারা বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠিদের সাথে মসজিদে সাক্ষাত করে এবং সেখানেই জমায়েত হয়। এবং তারা তাদের বন্ধুদের সাক্ষাতকে সুযোগ মনে করে মসজিদের মাঝেই সমুচ্চস্বরে গালগপ্পে মেতে উঠে। এতে করে আসে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে এবং স্বীয় সালাতে একনিষ্ঠতা, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে থাকে তাদের সালাত ও ইবাদতের মাঝে এসব যুবকরা প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। তাদের শোরগোলের কারণে সালাতের খুশু খুজু বা বিনয় ও নম্রতা চলে যায়। এসব যুবকরা মসজিদের ভেতর ইবাদত ও জিকিরে মশগুল হচ্ছে না, যারা ইবাদত বন্দেগি করার জন্য মসজিদে এসেছে তাদেরকেও শান্তি ও স্বস্তিতে ইবাদত করতে দিচ্ছে না এমনকি তাদের ছেড়ে দূরেও যাচ্ছে না।

এ কারণেই যুবকদেরকে মসজিদের শান, মান ও মর্যাদার প্রতি সতর্ক করা উচিত। মসজিদে ইবাদতকারী ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা এবং তার মাকাম বর্ণনা করা উচিত। যাতে করে যুবক নিজেও ইবাদতগুজার হয় এবং মসজিদে ইবাদতকারীদের ইবাদতে ও সালাতে খুশু খুজু অবলম্বনকারীর সালাতে ব্যাঘাত না ঘটায়।

কি আর বলব—বর্তমান যুগ হল সাইন্স, টেকনোলজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। এ যুগের যুবকরা পকেটে মোবাইল ফোন নিয়েই মসজিদে প্রবেশ করে। আর তাদের মোবাইলের রিংটোনের আওয়াজে মুসল্লিদের সালাতের খুশু খুজু ও একাগ্রতা বরবাদ হয়ে যায়। কখনো কখনো মোবাইলে উঁচু আওয়াজে কথা বলে মসজিদের বেহুরমতি করা হয় ও সালাতে ব্যাঘাত ঘটায়। এভাবেই প্রশান্তি, শীতলতা ও আরামের জায়গা মসজিদের পরিবেশকে অশান্তি ও অসহ্যকর এক পরিবেশে রূপ দেয়।

---

[১৩৪] হিলয়াতুল আউলিয়া : ২/৩২২

দশম উপদেশ

عن أبي سوقة قال: لقيني ميمون بن مهران؛ فقلت: حياك الله؛ فقال: هذه تحية الشباب، قل بالسلام.

মুহাম্মাদ ইবনু সুওকা রহিমাহুল্লাহ বলেন, "মায়মুন বিন মিহরান আমার সাথে সাক্ষাত করেন। আমি বললাম—হায়াকাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। অতঃপর এটা শুনে তিনি বললেন, এটি যুবকদের সালাম। তুমি বরং বল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ'।"[১৩৫]

অথচ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে ইরশাদ করেন, "যে সালামের আগে কথা বলে তার কথার জবাব দিও না।"[১৩৬]

ইহা যুবকদের সালাম অর্থাৎ কতেক যুবক নিজের সাথি ও বন্ধুদের সাথে মোলাকাতের সময় এ ধরণের অভিবাদন পছন্দ করে থাকে। আর মনে করে এটিই উত্তম সম্ভাষণ। তাই তারা ইসলামের সালাম পদ্ধতিকে ছেড়ে দিয়ে সেই সব সম্ভাষণ পদ্ধতির দিকে ধাবিত হয় যেগুলো ইসলামে বর্ণিত সালাম পদ্ধতি বা সম্ভাষণ নয়। এবং এটিকে যথেষ্ঠ মনে করে সালামকে বর্জন করে। আর অনেক সময় তো সালাম দেয় কথা বলার পর।

একাদশতম উপদেশ

ثنا أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ: قَالَ لَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَنَحْنُ حَوْلَهُ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، قُوَّتُكُمُ اجْعَلُوهَا فِي شَبَابِكُمْ، وَنَشَاطَكُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، يَا مَعْشَرَ الشُّيُوخِ، حَتَّى مَتَى؟

আবুল মালিহ বলেন, "আমরা মায়মুন বিন মিহরানের পাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বলেন, হে যুবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের

[১৩৫] হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪/৮৬।
[১৩৬] আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ : ২১৩, সিলসিলাতু আস সহিহাহ : ৮১৬।

যৌবনকালের শক্তি ও সামর্থ এবং প্রফুল্লতা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের মাঝে ব্যয় কর। হে বৃদ্ধমহল! এভাবে আর কতদিন চলবে?"[১৩৭]

তিনি যুবকদেরকে অসিয়ত করেছেন—তারা যেন তাদের শক্তি, সামর্থ ও প্রফুল্লতা, দুরন্তপনাকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাঁর অনুসরণ ও ইবাদতে লেগে থাকে।

অতঃপর বলেছেন, হে বৃদ্ধমহল! আর কতদিন চলবে? এভাবে আর কত অপেক্ষা করবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুসরণ না করে আর কতদিন বসে থাকবে?

দ্বাদশতম উপদেশ

كان سُفيانُ الثَّورِيُّ رحمه الله يُصلِّي ثُمَّ يَلْتَفِتُ إلى الشَّبابِ. فيقول: إذا لَم تُصَلُّوا اليومَ فمتى؟

ফিরয়াবি বলেন, "একদিন সুফিয়ান ছাওরি রহিমাহুল্লাহ সালাতের ইমামতি শেষে যুবকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, এখন যদি তোমরা সালাত না আদায়ে রত হও তাহলে আর কবে?"[১৩৮]

এখানে সুফিয়ান ছাওরি রহিমাহুল্লাহ যুবকদেরকে জোর তাকিদ দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার উপদেশ করেছেন। যদি যুবকরা এই সময়টাতে আল্লাহর সিজদা না দেয়, আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ না করে, তাহলে তার ওপর এমন অবস্থা পতিত হওয়ার আশংকা আছে, এমন বয়সে সে উপনীত হবে যে, শারীরিক দুর্বলতা ও রোগের কারণে তখন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাই রহিমাহুল্লাহ বলেন, এখন যদি তোমরা সালাত না আদায়ে রত হও তাহলে আর কবে?

---

[১৩৭] হিলয়াতুল আওলিয়া : ৪/৭৮।
[১৩৮] হিলয়াতুল আউলিয়া : ৭/৫৯।

ত্রয়োদশতম উপদেশ

ثنا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ، قَالَ: نَظَرَ إِلَيْنَا الْحَسَنُ وَنَحْنُ حَوْلَهُ شَبَابٌ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، أَمَا تَشْتَاقُونَ إِلَى الْحُورِ الْعِينِ؟

রবিয়াহ বিন কুলসুম বলেন, "আমরা হাসান আল বসরি রহিমাহুল্লাহ্‌র পাশে জমা হয়ে বসা ছিলাম। তিনি যুবকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে যুবসম্প্রদায়! তোমরা কি ডাগর ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট জান্নাতি হূরের আশা কর না?"[১৩৯]

এখানে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ খুবই সুক্ষ্ম ও চমৎকারভাবে যুবকদের দৃষ্টিকে জান্নাত লাভ ও তার নিয়ামত অর্জনের প্রতি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। আর জান্নাতের মাঝে রয়েছে সবরকম সুস্বাদু খাবার, আরাম আয়েশের উপকরণ এবং রয়েছে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট অনিন্দ সুন্দরী, আনতনয়না পূর্ণযৌবনা, রূপসী হূর। যাতে করে যুবকদের মনে জান্নাত লাভের প্রফুল্লতা ও তার প্রতি আগ্রহ অন্তরে দানা বাঁধে, আগ্রহ জাগে মনে। আর যখন যুবকদের অন্তরে জান্নাত লাভের আশা পয়দা হবে তখন আল্লাহপাকের তাওফিক ও অনুগ্রহে সে আখিরাত হাসিলের জন্য নেক আমল করার প্রতি ধাবিত হবে এবং জান্নাত লাভে সচেষ্ট হবে।

আর আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন বলেন, "আর যারা আখিরাত কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করে এমন লোকদের চেষ্টাই স্বীকৃত হয়ে থাকে।"[১৪০]

চতুর্দশতম উপদেশ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُرَيْمٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، إِيَّاكُمْ وَالتَّسْوِيفَ سَوْفَ أَفْعَلُ، سَوْفَ أَفْعَلُ.

---

[১৩৯] ইবনু আবিদ্দুনিয়া প্রণিত সিফাতুল জান্নাহ : ৩১২।
[১৪০] সুরা আল ইসরা : ১৯।

হাসান আল বসরি রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, "তিনি বলেন, হে যুবসম্প্রদায়! তোমরা কাজের বিলম্বিতকরণ হতে বাঁচো, যে কাজটা শিগগির করে নেব, শিগগির করে নেব।"[১৪১]

হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তোমরা কাজের বিলম্বিতকরণ হতে বাঁচো'। এটি বলার কারণ হল তাসউইফ বা বিলম্বিতকরণ। এটি এমন একটি খতরনাক রোগ, যে কারণে অধিকাংশ যুবক ধ্বংস হয়েছে। যেমন কেউ বলে—অতিসত্বর তাওবা করে নেব, অতিসত্বর সালাতের প্রতি যত্নবান হবো এবং পিতামাতার সদাচরণ ও তাদের হক আদায় করব'। যারা এমন বলে এ ধরণের লোকেরা তা করতে পারে না, কোন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে না এবং সময়ের যথাযথ মূল্যায়ণ ও তাকে সঠিক কাজে লাগাতে পারে না। বরং সে কাজকে বিলম্বিত করে, রেখে দেয় পরবর্তী সময়ের জন্য। অতঃপর যখন স্বীয় গাফলতি হতে তাওবা করার মনস্থ করে এবং সালাতে মনোযোগি হতে চায় তখনই মুসিবত এসে পতিত হয়। তাকে সরিয়ে দেয় তার সদিচ্ছা হতে, সরিয়ে দেয় তাওবা ও সালাতে মনোযোগি হওয়া থেকে। আর সে কাজকে বিলম্বিত ও স্থগিত করতে থাকে। আর এমতাবস্থাতেই তার বরকতপূর্ণ সময় যৌবনকাল শেষ হয়ে যায়। আর কতেক লোক তো তাওবা করাকে বিলম্বিত করতে করতে শেষবয়সের জন্য রেখে দেয়। অতঃপর সেই বয়স আসার আগেই মৃত্যু তাকে নিয়ে যায় ছোঁ মেরে।

পঞ্চদশতম উপদেশ

عن حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ -رَحِمَهَا اللهُ تَعَالَى أنها قالت-: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، خُذُوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ شَبَابٌ؛ فَإِنِّي وَاللهِ مَا رَأَيْتُ الْعَمَلَ إِلَّا فِي الشَّبَابِ.

হাফসা বিনতে সিরিন রহিমাহাল্লাহ বলেন, "হে যুবসম্প্রদায়! তোমরা যৌবনকালে খুব বেশি বেশি ইবাদত করে আত্মতৃপ্তি লাভ কর। রাব্বে কারিমের কসম! আমি যৌবনকাল ছাড়া আমলের ভাল সময় দেখিনি।"[১৪২]

---

[১৪১] কিসারুল আমাল লিইবনি আবিদ্দুনিয়া : ২১২।
[১৪২] মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল : ৪৯।

হাফসা রহিমাহাল্লাহ বলেছেন—"আমি যৌবনকাল ছাড়া আমলের ভাল সময় দেখিনি অর্থাৎ যৌবনকাল হল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। এটি তার জন্য উত্তম সময়কাল, যদি সে আল্লাহপাকের তাওফিকে এর উত্তম ব্যবহার করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি যুবক সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে না লাগায়, উপরন্তু এ সময়টির অবহেলা করে এবং এই মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে কুপ্রবৃত্তি ও লালসা এবং নফসের অনুসরণে, বিশেষত হারাম কাজ করে তাহলে সে স্বহস্তেই স্বীয় যৌবনকাল নষ্ট করল ও তার ভবিষ্যৎ বরবাদ করল।

যেমন কোন বক্তা বলেন-

مآرب كانت في الشباب لأهلها عِذابًا -أي يستعذبونها- فصارت في المشيب عذابا.

"অর্থাৎ যৌবনকালের কামনা-বাসনা যুবকের জন্য হয়ে থাকে খুবই চমৎকার, বৃদ্ধকালে তা হয় আজাবের কারণ।"

সুতরাং যৌবনকালের কাম্যবস্তু খুবই চমৎকার থাকে। যাকে যুবকরা খুবই স্বাদযুক্ত, চটকদার মনে করে। অতঃপর যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন সেসব আর তার কাছে ভাল লাগে না। তা তার কাছে একদম অসহ্য ও অস্বস্তিকর এবং আজাব মনে হয়। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে—যৌবনকাল প্রত্যেকের জীবনের মহামূল্যবান সময়। তাই যুবকের উপর আবশ্যক হল—সে এই সময়টাকে সুন্দরভাবে গুজরান করবে এবং তার যথাযথ মূল্যায়ণ ও সঠিক ব্যবহার করবে। যৌবনকালের পূর্ণাঙ্গ খায়র ও বরকত পাওয়ার জন্য গভীর চেষ্টা ও সাধনা করবে। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও তাওফিক চাইবে যৌবনকাল সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য। আর একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত দিবসে এই যৌবনকাল সম্পর্কে কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্ন করবেন।

যুবকদের প্রতি সালাফদের কিছু উপদেশ এখানে সহজভাবে উপস্থাপনা করা হল। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের কাছে তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও তাঁর উঁচু উঁচু গুণাবলির দ্বারা তাওফিক চাই ঐসকল নেক আমল করার এবং সঠিক কথা বলার, যেসব নেক আমল ও কথার ব্যাপারে তিনি রাজি ও খুশি থাকেন। আর তিনি যেন আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে সংশোধন করে দেন এবং আমাদেরকে একটি মুহুর্তের জন্যেও তাঁর রহমত ও বরকতের পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান হতে ছেড়ে না দেন। আমাদেরকে যেনো দেন সঠিক পথের দিশা। আমিন।

হে যুবক! যে পথে পাবে সফলতা

সংকলন : গোলাম মাওলা

প্রথম অধ্যায়

নিশ্চয় প্রত্যেকটি মানুষের দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে নানা ধরণের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও নানাবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। এর রকমফেরের কোন শেষ নেই। আর সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মানুষের মনে নানামুখী উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন কিলবিল করতে থাকে। আর এটাই স্বাভাবিক যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলো তড়িৎ করতে এবং সফল ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে নানা পথ ও পন্থা বেছে নেয়। কিন্তু জীবনের বিস্তীর্ণ ময়দান এমন একটি যুদ্ধক্ষেত্র—যাতে রয়েছে নানা রকম কষ্ট-ক্লেশ, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ.

"নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে।"[১৪৩]

এ বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে অনেকেরই স্বপ্ন ভঙ্গ হতে পারে, অনেকের স্বপ্ন ম্লান বা ফিকে হয়ে যেতে পারে। আবার কারো স্বপ্ন ধরা দেয়া বাস্তবে।

লক্ষ্যণীয় হল, যখনই দুনিয়ার সফলতা মানুষের হাতে ধরা দেয়, সাধারণত তখনই সে আখেরাত থেকে বিমুখ হতে থাকে। যার ফলে দুনিয়াবী জীবনে সফলতা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে সে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ফলে কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

দুনিয়ার জীবন ক্রমান্বয়ে খুব দ্রুত এগিয়ে চলছে। আর ব্যক্তির মান-মর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি, সফলতা, ধন-সম্পদ অর্জন ও পদমর্যাদা তো তখনই সফল বাস্তবায়ন হয়—যখন সে পরিপূর্ণরূপে ঈমানি পোষাক পরিধান করে দয়াবান প্রভুর আনুগত্যে প্রবেশ করে। একজন মুসলিম যুবকও এর ব্যতিক্রম নয়। অতএব সবসময় দুনিয়ার বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও সংকীর্ণতার মধ্য দিয়েই যৌবন অতিবাহিত হয়। নিম্নে একজন মুসলিম যুবকের সফলতার সোপান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

---

[১৪৩] সূরা বালাদ : ৪।

১. আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ আস্থা, উত্তম ধারনা পোষণ ও তাঁর রহমতের আশায় বুক বাঁধা

যখন কোন যুবক তার রিযিকের ক্ষেত্রে ও নিজের সকল বিষয় আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল হয় এবং এ বিশ্বাস পোষণ কর যে— প্রকৃত রিযিকদাতা ও মহা দানশীল কেবল তিনিই। তখন আল্লাহ তায়ালা তার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেন এবং অকল্পনীয় স্থান থেকে তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"[১৪৪]

হাদিসে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দেয়া হতো। এরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় আর সন্ধা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[১৪৫]

---

[১৪৪] সুরা তালাক : ২-৩।
[১৪৫] সুনানু তিরমিযি : ১৩৪৪।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ.

"আল্লাহ তায়ালা বলেন— হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দুইহাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন রহিত করবো না।"[১৪৬]

তাই হে যুবক বন্ধু! আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা কর, যাতে তুমি জীবনে সফল হতে পার। আর সাবধান, নিজের মেধা, চেষ্টা ও আমলের উপর আস্থাশীল হয়ে পড় না। কেননা এমনটি করলে আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। ফলে তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যাবতীয় ভরসার কেন্দ্রস্থলই হলো মহান আল্লাহ তায়ালা।

২. সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা

যৌবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন হলো সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। কেননা সালাত সকল কল্যাণের চাবিকাঠি ও মুসলিম জীবনে সকল নেক কাজের উৎস এবং বরকত লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.

"আর তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রুজি চাই না। আমরাই তোমাকে

---

[১৪৬] সুনানু তিরমিযি : ২৪৬৬।

রিযিক দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাকিদের জন্যই"।[১৪৭]

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

"এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই সালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই হল সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক।"[১৪৮]

হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ فُلاَناً يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ. قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ.

আবু হুরায়রা রা. বলেন, "একদা জনৈক ব্যক্তি এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল—অমুক ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত পড়ে। অতঃপর সকালে চুরি করে। জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তার রাত্রি জাগরণ সত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে, যা তুমি বলছ।"[১৪৯]

অতএব, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পাবন্দ হয়, সে তার জীবনে বিস্ময়কর প্রভাব লক্ষ্য করে। সুতরাং হে যুবক ভাই! তুমি সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হও—যাতে করে তুমি দ্বীন ও দুনিয়ায় সফলকাম হতে পার।

৩. মহা মহীয়ান আল্লাহর নিকট দো'আ প্রার্থনা করা

অতি দয়ালু, বদান্য, দানশীল মহান প্রতিপালক আল্লাহকে তাঁর সিফাতি নাম ও গুণাবলীসহ দো'আ প্রার্থনা করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা

---

[১৪৭] সুরা ত্বহা : ১৩২।
[১৪৮] সুরা আনকাবুত : ৪৫।
[১৪৯] মুসনাদু আহমাদ : ৯৭৭৮।

বাঞ্চনীয়। কেননা দো'আ মানুষের রিযিক বৃদ্ধি ও কষ্ট দূর করার অন্যতম একটি মাধ্যম। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অধিক দো'আর আমল করতেন ও সাহাবিদের তা'লীম দিতেন। যেমন হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই এ দো'আ পড়তেন-

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও; আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।"[১৫০]

আর সালাফে সালেহিন তো প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহর কাছে থেকে চেয়ে নিতেন। এমনকি চতুষ্পদ জন্তুর খাবার ও নিজের খাবারের লবনটুকুও পর্যন্ত চেয়ে নিতেন।

৪. পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, কথাবার্তা ও কাজ কর্ম দ্বারা তাদের প্রতি ইহসান করা ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। তাদের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারেও সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং তাদেরকে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী রাখা এবং তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে শ্রদ্ধা করা বিশেষ করে যখন তারা বার্ধক্যে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.

---

[১৫০] সহিহ বুখারি : ৬৩৮৯।

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে—তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন।"[১৫১]

অন্যত্র হাদিসে এসেছে-

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি তার আয়ুষ্কাল ও রিযিক বৃদ্ধি করতে চাই তবে সে যেন পিতা-মাতা ও আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ করে।"[১৫২]

কেননা তাদের প্রতি সদাচরণই একজন মানুষের জীবনে বরকত ও কল্যাণের অন্যতম মাধ্যম। বিপদ-আপদ, বালা-মুছীবত দূর করার ক্ষেত্রে এবং উপায়-উপকরণের অনুকূলতার ক্ষেত্রে তাদের দো'আ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করতে চায় আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর বান্দাদেরকে তার অধীনে করে দেন। তার জন্য সফলতার সকল রাস্তা খুলে দেন। সুতরাং তাদের সাথে সদাচরণ করার প্রতি আগ্রহী হও এবং তাদের সন্তুষ্টির জন্য মুল্যবান বস্তু ব্যয় কর। যাতে করে তোমার ধন-সম্পদ পরিবার-পরিজন চেষ্টা-প্রচেষ্টায় বরকত হয়।

---

[১৫১] সুরা বনি ইসরাঈল : ২৩-২৪।
[১৫২] সহিহ বুখারি : ৫৯৮৬।

৫. আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে তওবা, ইস্তেগফার করা

আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার ও তওবা করা। কেননা মুসলিম যুবকের ইস্তেগফার তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে এবং রিযিকের দরজা খুলে দেয় ও তার উপর রহমত বর্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا- وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارًا.

"আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদিসমূহ প্রবাহিত করবেন।"[১৫৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

"আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তেগফার ও তাওবা করে থাকি।"[১৫৪]

যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে নিজের উপর আবশ্যক করে নেয় আল্লাহ তায়ালা তাকে দুশ্চিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত করেন এবং অকল্পনীয় স্থান থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তাই হে যুবক ভাই! তুমি প্রতিদিন বেশি বেশি ইস্তেগফার করতে থাকো, তাহলেই তুমি কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারবে।

৬. দান-সদকা

ফকির-মিসকিনদেরকে দান সদকা করা এবং সাধ্যানুযায়ী সাধারণ মানুষকে প্রতিটি কাজে সহযোগিতা করা। যেমন সুফারিশ, উপদেশ, সঠিক পথ

---

[১৫৩] সুরা নূহ : ১০-১২।
[১৫৪] সহিহ বুখারি : ৬৩০৭।

প্রদর্শন, দুশ্চিন্তা মুক্ত করা, ঋণ-পরিশোধ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক উন্নতির পিছনে দান-সদকার বিরাট প্রভাব রয়েছে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করে তার প্রতি আল্লাহও তার দয়া করেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন-

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

"বল, আমার প্রতিপালক তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন ও সংকুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু (তাঁর পথে) পথে ব্যয় করবে, তিনি তার বদলা দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।"[১৫৫]

হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, তুমি ব্যয় কর, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার প্রতি ব্যয় করব।"[১৫৬]

অন্য হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের

---

[১৫৫] সুরা সাবা : ৩৯।
[১৫৬] সহিহ বুখারি : ৫৩৫২।

একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"[১৫৭]

অতএব, হে যুবক ভাই! লাগাতার অল্প অল্প সদকা করার প্রতি আগ্রহী হও যাতে করে তোমার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় বরকত হয় ও যাত্রা শুভ হয়।

৭. পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা

প্রতিটি কাজের পেছনে পূর্ব পরিকল্পনা, চিন্তা-ফিকির, সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতি ও লক্ষ্যস্থল নির্ধারণসহ দূরদর্শিতা নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কেননা পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যহীন যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। অতএব সফল হতে চাইলে সুপরিকল্পিত কর্মের কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ চিন্তাশীল ও সুশৃঙ্খল মানুষদের প্রশংসা করে বলেন-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে।"[১৫৮]

৮. অলসতা ও অপারগতা প্রকাশ না করা

কোন কাজে সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সেই কাজে অব্যাহতভাবে লেগে থাকা ও দিন দিন তৎপরতা বৃদ্ধি করা। রিযিক তালাশ করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা এবং বাপ-দাদার সম্মান ও অন্যের উপকারের প্রতি ভরসা করে অলসতা ও অপারগতার উপর নির্ভর না করা। মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ- وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ.

---

[১৫৭] সহিহ বুখারি : ১৪৪২।
[১৫৮] সুরা আলে-ইমরান : ১৯১।

"আর মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে। আর তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে।"[১৫৯]

হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারি জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো এবং আল্লাহর সাহায্য চাও এবং কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। তোমার কোন ক্ষতি হলে বলো না, যদি আমি এভাবে করতাম, বরং তুমি বল, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা 'লাও' (যদি) শব্দটি শয়তানের তৎপরতার দ্বার খুলে দেয়।"[১৬০]

অন্যত্র এসেছে-

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

যুবাইর ইবনুল আওয়াম থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাঞ্চা করার

---

[১৫৯] সুরা নাজম: ৩৯-৪০।
[১৬০] সুনানু ইবনু মাজাহ : ৭৯।

লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করেন, আর তা মানুষের কাছে সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক।"[১৬১]

আর যদি তুমি অনর্থক সময় নষ্ট কর এবং আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দাও তাহলে তুমি জীবনে সফলকাম হতে ব্যর্থ হবে।

৯. জ্ঞানীগুণীদের পরামর্শ ও জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করা

ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ কর যাতে কর্ম পরিচালনায় এমন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পার যে, সার্বিক পরিস্থিতি তোমার শক্তি-সামর্থের অনুকূলে হয়। আর প্রত্যেকটি যুবকের উচিত হল নিজের উপযুক্ত চাকরি বা অন্য বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার পরামর্শ নেওয়া। কারণ পিতা-মাতার মায়া-মহব্বতভিত্তিক পরামর্শই হলো সন্তানদের সফলতার কেন্দ্রস্থল। মহান আল্লাহ বলেন-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

"জরুরি বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন।"[১৬২]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর।"[১৬৩]

আর সাবধান! শুধুমাত্র নিজের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধোঁকা খেয়ো না। আর মশওয়ারা পরিত্যাগ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মহান আল্লাহ বলেন-

---

[১৬১] সহিহ বুখারি : ১৪৭১।
[১৬২] সুরা আলে ইমরান : ১৫৯।
[১৬৩] সুরা নাহল : ৪৩।

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হল সফলকাম।"[১৬৪]

আর এ জন্যই সাংগঠনিক জীবন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ.

"তোমাদের উপরে জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হল। এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হল। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গায় থাকতে চায়। সে যেন জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করে।"[১৬৫]

অতএব যুবক ভাইকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে জ্ঞানীগুণীদের পরামর্শ ও জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনের বিকল্প নেই। আর তা পাওয়া যাবে সাংগঠনিক জীবনের মধ্যেই, অন্য কোথাও নয়।

১০. অনর্থক আড্ডাবাজি পরিত্যাগ করা

সফল জীবনের জন্য অনর্থক আড্ডাবাজি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কথায় বলে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ', সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়'। জীবনের প্রয়োজনীয় মূল্যবান সময়গুলোকে পড়াশোনা, ব্যবসা বা ভাল কোন কাজে না লাগিয়ে জীবনে বেকারত্বের

---

[১৬৪] সুরা আলে ইমরান : ১০৪।
[১৬৫] সুনানু তিরমিযি : ২১৬৫।

অভিশাপ ডেকে নিয়ে এসো না। অবশ্যই বেকারত্ব খুব খারাপ। কেননা বেকার যুবক জীবনে কখনো সফল হতে পারো না। যদিও সে খুব ধনী হয়। মনে রেখ, প্রত্যেকটি বিষয়ের নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে।

হে যুবক ভাই! শয়তানের ফাঁদে পড়া থেকে নিজেকে হেফাযত কর। যেমন অবৈধ প্রেম-ভালবাসা, মদ সেবন এবং এ জাতীয় খারাপ বিষয়াদি। কেননা এ সমস্ত কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া ও তাতে অভ্যস্ত হওয়া তোমার উদ্দিষ্ট বস্তুকে নষ্ট করে দিবে। কত যুবক এমন রয়েছে যারা সফলতার শিখরে পৌঁছে গিয়েছে এবং তাদের অনেক বড় স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে। আমোদ-প্রমোদ দ্বারা তাদেরকে পরিক্ষা করা হয়েছে। অতঃপর তাদের পদস্খলন ঘটেছে। ফলে তাদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। সুতরাং যখন শয়তান তোমাকে ধোঁকায় ফেলতে চাইবে তখন নিজেকে সংযত রাখ এবং সেখানে থেকে প্রস্থান কর। সেখানকার সকল সঙ্গি-সাথিদেরকে পরিত্যাগ কর এবং হালাল জিনিস বেছে নেওয়ার ব্যাপারে কখনো ত্রুটি করোনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জান্নাত লাভের দোয়া

প্রিয় বন্ধু, জান্নাতের সেই সুখময় উদ্যানে যেতে হলে আল্লাহ তায়ালার কাছে জান্নাত লাভের দোয়া করতে হবে। জান্নাতে যাওয়ার একেবারে সহজ একটি আমল।

হযরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম একদিন আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারের একটি বাক্য বলে দিব?' আমি বললাম, জ্বী, অবশ্যই বলে দিন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ.

"আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গোনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমল করা সম্ভব না।"[১৬৬]

জান্নাত তোমার হাতেই

প্রিয় বন্ধু জান্নাত তোমার হাতেই। পিতা-মাতার খেদমত হলো তোমার জান্নাতে যাওয়ার এক অন্যতম মাধ্যম। যদি তুমি পিতা-মাতার খেদমত করতে পারো; তাহলে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের সুখের নীড়ে তোমার আবাসস্থল করে দিবেন। রাতের আধাঁরে একটু ভেবে দেখো, পৃথিবীতে মা-বাবার মতো আর আপন কেউ নেই। একটি সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়ে; যখন এ পৃথিবীর আলোর মুখ দেখে তখন শত কষ্ট, ব্যথা, যন্ত্রণা সহ্য করার পরও সবচেয়ে খুঁশি হয় মা-জননী। আদরের সন্তান তুমি এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ভুলে যান দশ মাস দশ দিনের প্রসব বেদনার যন্ত্রনা। তিনি অনবরত হেসেই যান, যেন কোনো দুঃখ নেই তার মনের দর্পণে। বন্ধুরে..! কত রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেন তোমার আমার ঐ মা-জননী। শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমাকে তার ঐ আদরের বুকে আগলে রেখেছেন মা-জননী। আর বাবা তোমার শত চাওয়া পূরণে করতে ব্যস্ত থাকেন। পৃথিবির

---

[১৬৬] সহিহ মুসলিম : ৭০৪৩।

নিখাদ ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এক মাত্র বাবা-মায়েরই। যা পৃথিবীর অন্য কোথাও সে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না। তোমার মা-বাবাই তোমার জান্নাত। পিতা-মাতার এ ঋণ শোধ হবার নয়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ.

"আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছে, তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[১৬৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"পিতা-মাতা হচ্ছে জান্নাতের দরজাসমূহের থেকে মধ্যম দরজা। অতএব তুমি সে দরজা ইচ্ছা করলে নষ্ট করতেও পারো বা সংরক্ষণ করতে পারো তা তোমার ইচ্ছে।"[১৬৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "মা-বাবা হলো তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।"[১৬৯]

অন্য হাদিসে আছে—"একজন লোক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আসলো, জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রিয়তম! আমার কাছ থেকে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? উত্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞস করলেন, তারপর কে? উত্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মা। সে আবারো জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? উত্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১৬৭] সুরা লোকমান : ১৪

[১৬৮] তিরমিযি শরিফ : ১৯০০।

[১৬৯] মিশকাত শরিফ : ৪২১।

বলেন, তোমার মা। আবার জিজ্ঞেস করলো, এরপরে কে? তোমার পিতা।"[১৭০]

প্রিয় বন্ধু আসুন! আমরা পিতা-মাতাকে ভালোবেসে, সদ্ব্যবহার করে জান্নাতে সুখের নীড়ে বাড়ি নির্মাণ করে নিই। পিতা-মাতার সাথে আমরা কখনই অসৎ আচরণ করব না।

বৃদ্ধাশ্রমে কেন পিতা-মাতা!

আজকাল আমরা আমাদের মা-বাবাকে মোটেও সেবা-যত্ন করি না। যারা নিজেদের সবটুকু ঢেলে দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন, আমরা তাকে ভালোবাসার চাদরে জড়িয়ে রাখবো তো দূরের কথা, তাদেরকে আমরা আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে আসি। পরিত্যক্ত ময়লার ন্যায় নিক্ষেপ করি ঐ বৃদ্ধাশ্রম নামে ময়লার ডাস্টবিনে। আমরা ভুলে যাই অতিত, ভুলে যাই শৈশবসহ সবকিছু। নবি মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"ঐ লোক হতভাগ্য! ঐ লোক হতভাগ্য! ঐ লোক হতভাগ্য! জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কোন লোক হতভাগ্য? উত্তরে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে লোক পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে পেলো কিন্তু সে জান্নাতে প্রবেশ করলো না; সে লোক হতভাগ্য।"[১৭১]

হে যুবক! তোমাকেই আবারো বলছি, তোমার হাতে থাকা জান্নাতকে তুমি বিনষ্ট করে দিয়ো না। তুমি যদি তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবা-যত্ন করো তাহলে প্রেমময় প্রভু তোমাকে আখেরাতের সেই সুখের নীড়ে জান্নাত দান করবেন এবং এ ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় তোমাকে অনেক কষ্ট থেকেও মুক্তি দান করেন।

ঐ যে জান্নাত তোমাকে ডাকছে

হ্যাঁ, ঐ যে জান্নাত তোমাকে ডাকছে। জান্নাত হাতছানি দিয়ে যুবক বন্ধু তোমাকেই ডাকছে। জান্নাত তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে-

---

[১৭০] সহিহ বুখারি : ৫৯১৭।
[১৭১] সহিহ মুসলিম : ২৫৫১।

প্রিয় যুবক বন্ধু! তুমি আর কতকাল দূরে থাকবে? আমি তোমাকেই ডাকছি প্রতিটি ক্ষণে-ক্ষণে। তুমি আর দূরে-দূরে থেকো না। এখন থেকে আমার রাস্তায় চলো। তুমি আমার কোলে চলে আসবে। আমি তোমাকে আমার ভালোবাসার চাদরে ডেকে রাখবো। তাই তুমি জান্নাতের ডাকে সাড়া দাও না! জান্নাতের বুকে ফিরে যেতে হলে তোমাকে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করতে হবে, তাহলে জান্নাত তোমাকে তার সুখের বুকে টেনে নিবে। প্রিয়তম রাসুল এমনই বলেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি প্রিয় রাসুলকে জিজ্ঞাসা করেছি রাসুল হে! কোন আমল জান্নাতের অতি নিকটবর্তী করে দেয়? উত্তরে নবি মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সময়মত সালাত আদায় করা।"[১৭২]

ফিরে এসো জান্নাতের পথে

হে যুবক! তোমার রবের দিকে ফিরে এসো। ফিরে এসো জান্নাতের পথে। ফিরে এসো সফলতার পথে। তুমি ফিরে এসো সুখ-শান্তির পথে। হে যুবক! জীবনে অনেক গুনাহ্ করেছো! অনেক পাপ করেছো! অনর্থক কাজে নিজের জীবনের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করেছো! হে প্রিয় যুবক! তোমাকেই বলছি—এখন কি সময় হয়নি তোমার তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে আসার! এখনো কি সময় হয়নি তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করার! ঐ মায়াবী ও দয়ার প্রভু তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, ঐ জান্নাত তোমার প্রতিক্ষা করছে। জান্নাতের হাজারো নেয়ামত তোমার প্রতিক্ষায়ই আছে। তোমার প্রভু তোমাকে তার দিকে অনুতপ্তের জন্য ডাকছে। তিনি বলছেন—আছো কোনো যুবক ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে আমার ভালোবাসার চাদরে ডেকে নিবো। আমার ঐ জান্নাতের নেয়ামতের সাগরে ডুবিয়ে দিব। প্রিয় যুবক! আর কত তুমি গুনাহ্য় বিভোর হয়ে থাকবে? আর কত সময় পাপের সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে? আর কত সময় তুমি তোমার প্রভুর থেকে উদাসীন হয়ে থাকবে?

---

[১৭২] সহিহ মুসলিম : ২৬৩।

হে যুবক! তুমি পাহাড় সমপরিমাণ গুনাহ করে ফেলেছো! পৃথিবির এমন কোনো খারাপ কাজ নেই তুমি করোনি, তুমি মনে মনে ভাবছো—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করবেন না? তুমি কি আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেছো? না যুবক, এমনটা নয়; পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

"জেনে রাখুন, আল্লাহ সেসব লোকদের তাওবাই কবুল করেন, যারা না জেনে বা ভুল করে মন্দ কাজ করে ফেলে এবং পরক্ষণেই ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে; এরাই সেসব লোক যাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।"[১৭৩]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে আরো ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ.

"হে ইমানদারগণ! তোমরা যারা ইমান এনেছো, তোমরা আমার কাছে তাওবা করো, বিশুদ্ধ তাওবা। (আল্লাহ তায়ালা) হয়তো তোমাদের আমলনামা থেকে খারাপ কাজগুলো মুছে দিবেন ও তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১৭৪]

হে যুবক! জাহান্নাম থেকে বাঁচো

হে যুবক! জাহান্নাম কি জানো? তাহলে শোনো, চির দুঃখ-কষ্ট, পেরেশানী, অপমান, বিড়ম্বনা, লজ্জা, শরম, ক্ষুধা-পিপাসা, আগুন, অশান্তি, হতাশ, নিরাশা, চিৎকার, কান্নাকাটি, শাস্তি, অভিশাপ, আযাব-গযবের নাম হলো

---

[১৭৩] সুরা নিসা : ১৭।
[১৭৪] সুরা তাহরিম : ৮।

জাহান্নাম। শান্তির লেশ মাত্র নেই সেখানে। হাত-পা ও ঘাড়-গলা শিকলে বেঁধে বেড়ি পরিয়ে দলে-দলে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষপ করা হবে। যেখানে শুধু তেজ ও দাহ্য শক্তিস্পন্ন আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। দোযখের অগ্নিশিখা তাদেরকে উপর, নীচ এবং ডান ও বাম থেকে স্পর্শ করবে, জ্বালাতে-পোড়াতে থাকবে। একবার চামড়া পুড়ে গেলে আবারো নতুন চামড়া গজাবে—যেন বার বার আগুনের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। পিপাসায় পেটের নাড়ি-ভুড়ি গলে যাবে। এ হচ্ছে আযাবের উপর আযাব। তাতে পিপাসা কমবে না বরং তীব্র হবে। অতি দুর্গন্ধময় যাক্কুম এবং কাঁটাযুক্ত ঘাস ও গিসলিন হবে জাহান্নামীদের খাদ্য। ক্ষুধার তাড়নায় জঠর জ্বালায় তা ভক্ষণ করতে গেলে পেটের ভেতর আরো যন্ত্রণা বাড়াবে। খাদ্য ও পানীয় হবে আযাবের অন্যতম উপকরণ। অতিশয় ঠান্ডা এবং হীম প্রবাহ দ্বারাও আরেক প্রকার শাস্তি দেওয়া হবে। বরফের চাইতেও আরো ঠান্ডা যামহারীরে তাদেরকে রাখা হবে। সে আযাব হবে করুণ! তারা শাস্তির মধ্যে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু কিছুতেই তা কবুল করা হবে না। নিরুপায় হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু আজ তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। থাকবে না কোনো সুপারিশকারী। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তি দাতা।

হে যুবক! জাহান্নাম হচ্ছে বিচিত্র রকমের অসহনীয় যাতনার বিশাল কারাগার। জাহান্নামের আজাবের কারনে দৈহিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ এমনকি দেহের মধ্যে অবস্থিত হৃৎপিন্ড, নাড়ি-ভুড়ি, শিরা-উপশিরাসহ সবকিছু বিকৃতি ঘটবে কিন্তু সেদিন কোনো মুক্তি দেওয়া হবে না। পালানোর কোনো রাস্তা থাকবে না। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

"তুমি কি জানো জাহান্নাম কি? তা শান্তিতে থাকতে দেয় না, ছেড়েও দেয় না, চামড়া ঝলসে দেয়। উনিশজন ফেরেস্তা তার প্রহরী হবে।"[১৭৫]

অন্যত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ.

---

[১৭৫] সুরা মুদ্দাসসিরঃ ২৭-৩০।

"জাহান্নামে জাহান্নামিরা মরবেও না, আবার জিবিতও থাকবে না।"[১৭৬]

আরো ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ.

"তারা সেখানে যখন নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার ক্ষিপ্রতার গর্জন শুনবে ও উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোশে এমন অবস্থা ধারণ করবে—মনে হবে তা গোস্বায় ফেটে পরবে।"[১৭৭]

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا.

"জাহান্নাম যখন দূর হতে তাদেরকে (জাহান্নামীদের) দেখতে পাবে তখন তারা তার ক্রোধ ও তেজস্বী আওয়াজ শুনতে পাবে, অতঃপর যখন তাদেরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা কেবল সেখানে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।"[১৭৮]

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا.

"নিশ্চয় জাহান্নাম একটি ঘাঁটি। আল্লাহদ্রোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগ-যুগ ধরে অবস্থান করবে।"[১৭৯]

প্রিয় যুবক! সেদিন তোমার প্রতি কোন রহমের আচরণ করা হবে না। সেদিন আল্লাহর নাম থাকবে 'কাহ্হার'। দোস্ত! ঐ দুর্দিনে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে জান্নাতের কাছ থেকে। তখন বলা হবে—এরাতো কেবল দুনিয়াতে পাপাচার করে বেড়াচ্ছে। তারা দুনিয়াতে তাদের

---

[১৭৬] সুরা আলা : ১৩।
[১৭৭] সুরা মুলক : ৭-৮।
[১৭৮] সুরা ফুরকান : ১২-১৩।
[১৭৯] সুরা নাবা : ২১-২৩।

অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। জান্নাতের পথে তারা এগিয়ে আসেনি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

"এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা সঠিক বিনিময়ে ভুল পথ এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি বদলে নিয়েছে। জাহান্নামের দগ্ধ আগুন সহ্য করতে এদের কতই না ধৈর্য।"[১৮০]

হে যুবক! আসো আমরা জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচি। জান্নাতের পথে চলি..। তুমি যদি জাহান্নামি হও তাহলে কবর থেকেই তোমার আযাব শুরু হয়ে যাবে। এই অবাক করা পৃথিবিতে হাজারো ঘটনা ঘটেছে। জাহান্নামির আযাব কবর থেকেই শুরু হয়ে গেছে। তাই আসো জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচি।

জান্নাত তোমাকে স্বাগতম জানাবে

তুমি যদি দুনিয়ায় বেশি-বেশি সালাম বিনিময় করতে পারো, তাহলে জান্নাত তোমাকে তার আপন করে নিবে ও তোমাকে স্বাগতম জানাবে। জান্নাতের স্বাগতম বড় মিষ্টি ও মধুর। আছো কি কোনো দরদী বন্ধু! জান্নাতের স্বাগতমের প্রতিক্ষায়? তাহলে আমরা দুনিয়াতে মুসলমানদের পরস্পর বেশি-বেশি সালাম বিনিময় করব। কেননা সালাম বিনিময়কারী জান্নাতি হবে। এই দুনিয়াতে সালামের দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পর সু-সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রিয়তম মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সালামের আদেশ করেছেন-

ইবনু সালাম রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে মানবমন্ডলী! তোমারা পরস্পর সালাম বিনিময় কর, মানুষকে আহার

[১৮০] সুরা বাকারা : ১৭৫।

করাও, যখন মানবজাতি ঘুমের ঘোরে থাকে তখন সালাত আদায় করো, তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৮১]

সালাম তোমাকে তোমাদের পরস্পর ভালোবাসার চাদরে ডেকে রাখবে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতি হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইমানদার না হবে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইমানদার হবে না যতক্ষণ না তোমরা একে-অপরকে ভালো না বাসবে। আর আমি কি তোমাদের এমন একটি জিনিষ বলে দিব, যা তোমরা একে-অপরকে ভালোবাসবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।"[১৮২]

ক্ষমা করে দিন জান্নাত আপনার প্রতিক্ষায়

যারা নিজের ক্রোধকে হজম করে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কাছ থেকেও প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দান করেন। যদি কেউ কারো অন্যায়কে ক্ষমা করতে পারে আল্লাহ তাকে জান্নাতের সোনালি সূর্যের আলোয় আলোকিত করবেন। জান্নাতের সেই সুখময় উদ্যানে তাকে ডাকা হবে, যে জান্নাত কেবল অনাবিল প্রশান্তির, সে জান্নাত শেষ হবার নয়। জান্নাতের সেই ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট রমণীদের থেকে যাকে ইচ্ছে তাকে গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রদান করা হবে। প্রিয় বন্ধু! তুমি কি চাও জান্নাতের সেই রমণী? যে রমণীকে দেখলে তোমার মনের বদ্ধ জানালা খুলে যাবে। যে রমণী কেবল তোমাকে আদর সোহাগ আর ভালোবাসার চাদরে ডেকে রাখবে। তাহলে মানুষকে ক্ষমা করে দাও।

জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়

প্রিয় যুবক তোমাকেই বলছি, জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়। তুমি তার দিকে অগ্রসর হতে থাকো, যৌবনে ভরা তারুণ্যের মিছিলে আর কত সময় দিবে। সময়ের মতো সময় চলে যাচ্ছে, সময়ের গতিতে তোমার জীবনের ঘড়ির কাঁটাটাও ফুরিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই হয়ত কোনোদিন নিভে যাবে জীবন

---

[১৮১] সুনানু তিরমিযি : ২০১৩৯।
[১৮২] সহিহ মুসলিম : ৫৪ ।

বাতি। আচমকা আসা ধমকা বাতাসে তুমি বুঝতে পারবে তখন জগত ও পরজগত। বুঝতে শিখে আমাদের সৃষ্টির রহস্য কি? কেন প্রভু আমাদেরকে মানব হিসাবে রুপ দিলেন, কিন্তু তোমার সেই সময়টায় বুঝে কোনো লাভ হবে না। তোমাকে আর প্রেরণ করা হবে না এই জগতে। খুব সহজেই আখেরাতের ময়দানে বুঝতে পারবে কেউ কারো নয়। চিরচেনা সুরগুলো যেন অচেনা। চিরচেনা মুখগুলো যেন তোমাকে চিনেই না। তুমি সেদিনকে ভয় করো; জান্নাতের আমল করে যাও, তুমি জান্নাতের সুখের নীড়ে বাস করতে পারবে। সমুদ্রের অনেক ঝিনুকে মুক্তা থাকে—ঠিক তোমার মধ্যেও জান্নাতে যাওয়ার গুণ রয়েছে। জান্নাতে যাওয়ার আরেকটা আমল হলো—চরিত্রবান ও মুত্তাকি লোকেরা জান্নাতে যাবে। যারা আল্লাহকে ভয় করবে এবং মানুষের সাথে ইসলামের বিধান অনুযায়ী উত্তম অচরণ করবে। অধিকাংশ মানুষকে তার মুখ ও লজ্জাস্থান জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। এমনটাই খুঁজে পাওয়া যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কথামালা থেকে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "কোন আমলের কারণে লোক সর্বাধিক জান্নাতে প্রবেশ করবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "তাকওয়া (খোদা ভীতি) ও উত্তম চরিত্র।"[১৮৩]

প্রতিবেশির সাথে ভালো ব্যবহার

প্রতিবেশির সাথে ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহ তোমাকে আমাকে জান্নাত দান করবেন। সুতরাং যারা জান্নাতে যেতে চায় তারা যেন কাউকে কষ্ট না দেয়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ইয়া রাসুলুল্লাহ! অমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে, রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে জাহান্নামি।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন—অন্য এক মহিলা যে শুধু ফরজ নামাজ আদায় করে, আর

[১৮৩] সুনানু তিরমিযি : ৬৪৩।

পনিরের এক টুকরা করে দান করে। কিন্তু সে তার প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয় না। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে জান্নাতি।"[১৮৪]

প্রত্যেক ফরজ নামাজের আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে জান্নাত পাবে

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তার জান্নাতের প্রবেশের জন্য কেবল মৃত্যুটাই প্রতিবন্ধক হিসেবে হবে। অর্থাৎ সে মৃত্যুর পরেই জান্নাতের সুখময় উদ্যানে চলে যাবে। হয়ে যাবে জান্নাতের সবুজ পাখি। এমনই সুসংবাদ ঝংকৃত হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়াবী কথামালা থেকে।

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে তার জন্য মৃত্যু ব্যতিত জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর কোনো বাঁধা নেই।"[১৮৫]

সত্য কথা বলবে জান্নাত পাবে

হে যুবক! তুমি যদি সত্য কথা বলতে পারো আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাত দান করবেন। তুমি কি চাও না জান্নাতের সবুজ পাখি হতে? আনন্দের ভেলায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে তুমি কি চাও না? কি লাভ বলো মিথ্যা কথায়? একটা মিথ্যা বলতে গেলে আরো দশটা মিথ্যা বলতে হয় সেটাকে প্রমাণ করার জন্য। দেখো, ঐ যে কত যুবক তোমার মতো মসজিদের মিনার থেকে আল্লাহর ডাক আসার সাথে-সাথেই মালিকের কদমে সিজদা করার জন্য চলে যায়। তোমার কি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসতে মন চায় না? হে যুবক! কিছুদিন প্রভুর সাথে প্রেম করে দেখো না! আমি দেখেছি, তোমার মতো যুবক আছে যারা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে আবার প্রভুর কদমে সিজদা করতে ও তার দেওয়া আদেশ-নিষেধ মানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। তাহলে তুমি কেন পারবে না। আমি জানি, তুমি বলবে, সময় নাই...। তোমাকে বলবো, মানুষের কারো সময়ই থাকে না। তবে

---

[১৮৪] মুসনাদু আহমাদ : ১৩৬।
[১৮৫] সুনানু নাসাঈ : ২৩২৩।

সময় করে নিতে হয়। যেমন মনে করো—একটা কাঠ; দেখোতো! পুরো কাঠের ভিতরে কিন্তু কোনো ছিদ্র নেই, এখন কেউ যদি বলে এটার কোথায় পেরাগ ঢুকাবো? কোনো জায়গাতো খালি নেই। তাহলে এ ব্যক্তির কথাটা বোকামি হবে। এখন যদি সে খালি আছে কি নাই সেটার দিকে লক্ষ্য না করে বরং হাতুড়ি দিয়ে পেরাগটা কাঠের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলে; ব্যস, এমনিতেই জায়গা হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি আমাদের এই জগতটা। আমাদের কারোই সময় থাকে না। তাই তোমাকে বলবো—আল্লাহর ইবাদতের জন্য সময় করে নাও। তাহলে জান্নাত পাবে। জান্নাতে যাওয়ার আরো একটি আমল রয়েছে। যেটা করলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আমাকে জান্নাত দান করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

“আজকের এই দিনে সত্যবাদীদের সততা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যান যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহান সফলতা।”[১৮৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

“তোমরা সত্য কথা বলবে, কেননা সত্য নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়। আর নেক কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলতে থাকে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাকে “সাদিক” বা সত্যবাদি লিখা হয়। আর তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাকবে, মিথ্যা বলবে না। কেননা মিথ্যা তোমাদেরকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার

---

[১৮৬] সুরা মায়েদা : ১১৯।

তোমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে, আল্লাহর নিকট তাকে "কাজিব" বা মিথ্যুক লেখা হয়।"[১৮৭]

ধৈর্য হারাবে না, জান্নাত তোমার হাতেই

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যশীলদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যখন আমার কোনো প্রিয় বান্দাকে দুঃখে-কষ্টে নিপতিত করি, অতঃপর বান্দা আমার দেয়া পরিক্ষার উপর ধৈর্যধারণ করে তখন আমি আমার প্রিয় বান্দার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রাখি (সুবহানাল্লাহ)। এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় যদি কোনো ব্যক্তির প্রাণপাখি উড়ে যায় না ফেরার দেশে, সে তাতে ধৈর্যধারণ করে ও সওয়াবের কামনা কর তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রাখেন।"[১৮৮]

প্রিয় সাহাবি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "দুনিয়া থেকে যখন আমার বান্দাকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়, আর তার হৃদয়ের বন্ধু তার বিরহ-বেদনার উপর ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের আশায়; তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্ধারণ করে রাখি। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে ধৈর্যের কারণে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।"[১৮৯]

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সম্বোধন করে বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তোমার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হবে, সুতরাং তাতে তোমার ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

---

[১৮৭] সহিহ বুখারি : ৬০৯৪; সহিহ মুসলিম : ২৬০৭।
[১৮৮] সহিহ বুখারি : ৫৬৫৩।
[১৮৯] সহিহ বুখারি : ৬৩৭।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

"তোমাদের কি এ ধারনা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমরা সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করবে না যারা পূর্বে অতিত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ইমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও যে আল্লাহর সাহায্যই নিকটবর্তী।"[১৯০]

আলি বিন হুসাইন রা. বলেন, "কিয়ামতের দিন ধৈর্যশীলদেরকে ডাকা হবে, অতঃপর কিছু লোকদেরকে বলা হবে; হে অমুকেরা! তোমরা জান্নাতের সুখময় উদ্যানের দিকে চলে যাও, তারপর চলার পথে ফেরেস্তাকুলের সাথে সাক্ষাত হলে তারা বলবে আমরা আহলে সবর। ফেরেস্তারা জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কিসের উপর ধৈর্যধারণ করেছো? তারা বলবে আমরা আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করেছি, গুনাহ না করার উপর ধৈর্যধারণ করেছি। তখন ফেরেস্তারা বলবে, যাও! জান্নাতে প্রবেশ করো। কতই উত্তম প্রতিদান তোমাদের জন্য।"[১৯১]

---

[১৯০] সুরা বাকারা : ২১৪।
[১৯১] মুসনাদু আহমাদ : ৩৪২৩।

তৃতীয় অধ্যায়

জান্নাতে কি হবে?

শুরু করছি আল্লাহর নামে। যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য জান্নাতের মধ্যে যা প্রস্তুত রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ.

"অর্থাৎ নিশ্চয় পরহেযগাররা বাস করবে উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর করে দেব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে বহিষ্কৃতও হবে না।"[১৯২]

তিনি আরও বলেন-

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ.

"অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং

---

[১৯২] সূরা হিজর : ৪৫-৪৮।

আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছো। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।"[১৯৩]

তিনি অন্য জায়গায় বলেন-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ. كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

"অর্থাৎ নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে—বাগানসমূহে ও ঝরনারাজিতে, ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (এ প্রতিদান) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ। এটিই তো মহা সাফল্য।"[১৯৪]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন-

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.

---

[১৯৩] সূরা যুখরুফ : ৬৮-৭৩।
[১৯৪] সূরা দুখান : ৫১-৫৭।

"অর্থাৎ পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজিবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করবে। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে।"[১৯৫] এ মর্মে আরও বহু আয়াত বিদ্যমান।

জান্নাতিরা সর্বদা যেমন থাকবে

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيهَا، وَيَشْرَبُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ، وَلاَ يَبُولُونَ، وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ المِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ.

জাবের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতবাসিরা জান্নাতের মধ্যে পানাহার করবে; কিন্তু পেশাব-পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, প্রসাবও করবে না। বরং তাদের ঐ খাবার ঢেকুর ও কস্তুরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবিহ ও তাকবির পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।"[১৯৬]

পুণ্যবান বান্দাদের জন্য আল্লাহর উপহার

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ

---

[১৯৫] সুরা মুতাফফিফীন : ২২-২৮।
[১৯৬] সহিহ মুসলিম : ১৮৮৯।

خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।' তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পারো—যার অর্থ: 'কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময়স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"[১৯৭]

জান্নাতিদের পাত্র হবে স্বর্ণের

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ، وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِياً.

"[জান্নাতে] তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দুজন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুণ মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবিহ পাঠে রত থাকবে।"[১৯৮]

---

[১৯৭] সুরা সিজদাহ: ১৭; সহিহ বুখারি : ১৮৯০।
[১৯৮] সহিহ মুসলিম : ২৮৩৪।

জান্নাতিদের মধ্যে সবচে' নিম্নমানের ব্যক্তি

وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ رضي الله عنه عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ :سَأَلَ مُوسَى عليه السلام رَبَّهُ : مَا أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ : اُدْخُلِ الجَنَّةَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ؟ فَيقُولُ : رَضِيْتُ رَبِّ، فَيقُولُ : لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَيقُولُ فِي الخَامِسَةِ . رَضِيْتُ رَبِّ، فَيقُولُ : هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ : رَضِيتُ رَبِّ . قَالَ: رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ؛ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

মুগিরা ইবনু শু'বা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মুসা স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জান্নাতিদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতি কে হবে?' আল্লাহ তায়ালা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর (সর্বশেষে) আসবে। তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি কিভাবে (কোথায়) প্রবেশ করব? অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে।' তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবির রাজাদের মধ্যে কোনো রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে?' সে বলবে, 'প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট।' তারপর আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য তাই দেওয়া হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য (অর্থাৎ ওর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হল)।' সে পঞ্চমবারে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি (ওতেই) সন্তুষ্ট।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য এটা এবং এর দশগুণ (রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হল)। এ ছাড়াও তোমার জন্য রইল

সেসব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে।' তখন সে বলবে, 'আমি ওতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!'

(মুসা আ.) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতি কারা হবে?' আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান-বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীলমোহর অংকিত করে দিয়েছি (যাতে তারা ব্যতিরকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়)। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি।"[১৯৯]

সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশ করবে

وَعَنِ ابنِ مَسعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةَ . رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْواً، فَيقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرْجِعُ، فَيقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ا فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخيَّلُ إِلَيهِ أنَّها مَلأى، فيَرْجِعُ. فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ . فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشرَةَ أَمْثَالِهَا؛ أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيقُولُ : أَتَسْخَرُ بِي، أَوْ تَضحَكُ بِي وَأَنْتَ المَلِكُ؟ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُوْلُ:ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

ইবনু মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে [বা বুকে ভর দিয়ে] চলে জাহান্নাম থেকে বের

---

[১৯৯] সহিহ মুসলিম : ১৮৯২।

হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো ভর্তি দেখলাম।' তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবির সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবির দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)!' তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না)।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে—তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, "এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতি।"[২০০]

মুমিনদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকবে

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلاً. لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

আবু মুসা আশআরি রা. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় জান্নাতে মুমিনদের জন্য একটি শূণ্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর মধ্যে মুমিনদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকবে। যাদের সকলের সাথে মুমিন সহবাস করবে। কিন্তু তাদের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না।"[২০১]

বি. দ্রঃ এক মাইল= ছয় হাজার হাত সমান দীর্ঘ।

---

[২০০] সহিহ মুসলিম : ১৮৯৩।
[২০১] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম : ১৮৯৪।

জান্নাতের একটি বৃক্ষ

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها.

وَرَوَيَاهُ فِي الصَّحِيحَينِ أَيضاً مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّها مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها.

আবু সাঈদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।"[২০২]

এটিকেই আবু হুরাইরা রা. হতে সহিহ বুখারি-মুসলিম সহিহায়নে বর্ণনা করেছেন যে, "একটি সওয়ার (অশ্বারোহী) তার ছায়ায় একশো বছর ব্যাপী চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।"

জান্নাতিদের মর্যাদার ব্যবধান

وَعَنْه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِن فَوْقِهِمْ كَمَا تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُها غَيْرُهُمْ قَالَ:بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ.

উক্ত রাবী (আবু সাঈদ খুদরি রা.) হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই জান্নাতিগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা

[২০২] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম : ১৮৯৫।

পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল অস্তগামী তারকা গভীর দৃষ্টিতে দেখতে পাও। এটি হবে তাদের মর্যাদার ব্যবধানের জন্য।" (সাহাবিগণ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ তো নবীগণের স্থান; তাঁরা ছাড়া অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না।' তিনি বললেন, "অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সেই লোকরাও (পৌঁছতে পারবে) যারা আল্লাহর প্রতি ইমান রেখে রাসুলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।"[২০৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَو تَغْرُبُ.

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান (দুনিয়ার) যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত কিংবা অস্তমিত হচ্ছে সেসব বস্তু চেয়েও উত্তম।"[২০৪]

বায়ু প্রবাহের দ্বারা তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :إِنَّ فِي الجَنَّةِ سُوْقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ . فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِم وَثِيَابِهِمْ، فَيَزدَادُونَ حُسناً وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، وَقَد ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُمْ حُسْناً وَجَمَالاً ! فَيقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمالاً!.

আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে একটি বাজার হবে, যেখানে জান্নাতিগণ প্রত্যেক শুক্রবার আসবে। তখন উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের চেহারায় ও কাপড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরও বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের

---

[২০৩] সহিহ বুখারি : ১৮৯৬।
[২০৪] সহিহ বুখারি-মুসলিম : ১৮৯৭।

রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!' তারাও বলে উঠবে, 'আল্লাহর শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!"[২০৫]

জান্নাতিরা যেভাবে বালাখানা দেখবে

وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوكَبَ فِي السَّمَاءِ.

সাহল ইবনু সা'দ রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতিগণ জান্নাতের বালাখানাগুলিকে এমন গভীরভাবে দেখবে, যেভাবে তোমরা আকাশের তারকা দেখে থাক।"[২০৬]

জান্নাতের নিয়ামত

قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. ثُمَّ قَرَأَ : تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

উক্ত রাবী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে তিনি জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তা সমাপ্ত করলেন এবং আলোচনার শেষে বললেন, "জান্নাতে এমন নিয়ামত (সুখ-সামগ্রী) বিদ্যমান আছে যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তার ধারণার উদ্রেকও হয়নি। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ হল—'তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার

---

[২০৫] সহিহ মুসলিম: ১৮৯৮।
[২০৬] সহিহ বুখারি, মুসলিম : ১৮৯৯।

সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছি তা হতে তারা দান করে। কেউ-ই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"[২০৭]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلاَ

জান্নাতিদের জন্য বিশেষ ঘোষণা

تَمُوتُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا، فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلاَ تَبْأَسُوا أَبَداً.

আবু সাঈদ খুদরি রা. ও আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থ্য; তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না।"[২০৮]

নিম্ন জান্নাতিদের মর্যাদা

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ : تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيقُولُ لَهُ : هَلْ تَمَنَّيتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَقُولُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .

---

[২০৭] সুরা সাজদাহ : ১৬-১৭, সহিহ বুখারি : ১৯০০।
[২০৮] সহিহ মুসলিম : ১৯০১।

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে নিম্নতম জান্নাতির মর্যাদা এই হবে যে, তাকে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'তুমি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর (আমি অমুক জিনিস চাই, অমুক বস্তু চাই ইত্যাদি)।' সুতরাং সে কামনা করবে আর কামনা করতেই থাকবে। তিনি বলবেন, 'তুমি কামনা করলে কি?' সে উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ।' তিনি তাকে বলবেন, 'তোমার জন্য সেই পরিমাণ রইল, যে পরিমাণ তুমি কামনা করেছ এবং তার সাথে সাথে তার সমতুল্য আরও কিছু রইল।"[২০৯]

জান্নাতিদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কখনই অসন্তুষ্ট হবেন না

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَديْكَ، فَيَقُولُ : هَلْ رَضِيتُم؟ فَيقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُونَ : وَأَيُّ شَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ : أُحِلُّ عَلَيكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً.

আবু সাঈদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান প্রভু জান্নাতিদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, 'হে জান্নাতের অধিবাসীগণ!' তারা উত্তরে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে আছে।' তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?' তারা বলবে, 'আমাদের কি হয়েছে যে আমরা সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ, যা তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করনি।' তখন তিনি বলবেন, 'এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব না কি?' তারা বলবে, 'এর চেয়েও উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে?' মহান প্রভু জবাবে

[২০৯] সহিহ মুসলিম : ১৯০২।

বলবেন, 'তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অনিবার্য করব। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না।"[২১০]

জান্নাতের অধিবাসিরা আল্লাহ তায়ালাকে স্পষ্ট দেখতে পাবে

وَعَنْ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَاناً كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ.

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিড়ের সম্মুখীন হবে না।"[২১১]

জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন হবে সবচে' প্রিয়

وَعَنْ صُهَيبٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيئاً أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ.

সুহাইব রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন মহান বরকতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য আরও কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর

---

[২১০] সহিহ বুখারি : ১৯০৩।
[২১১] সহিহ বুখারি : ১৯০৪।

আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতিদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।"[২১২]

তাদের শেষ বাক্য

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদিমালা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদের বাক্য হবে, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র)! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম। আর তাদের শেষ বাক্য হবে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)।[২১৩]

[২১২] সহিহ মুসলিম : ১৯০৫।
[২১৩] সুরা ইউনুস : ৯-১০।

শেষ অধ্যায়

যুবক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ!

এ যুগে এটি খুবই আফসোসের বিষয় যে, বিধর্মী কাফের-মুশরিকরা দুনিয়ার চাকচিক্যতা, মান-মর্যাদা ও পৃথিবির কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতায় নিজেদেরকে অধিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে শক্তি ও নেতৃত্বহারা যুবসমাজ, দিশেহারা জাতি নিজেদের শৌর্য-বীর্য বিসর্জন দিয়ে উন্মাদের মত তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের সর্বশেষ ধ্বংসের প্রহর গুনছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গাফলতির মসনদে বসে দম্ভ ও অসার নীল স্বপ্নের পেছনে দিনাতিপাত করে নিজেদের মূল্যবান সময় ও জীবন দু'টিই নষ্ট করে চলেছে।

সুতরাং যুবক ভাইদের প্রতি প্রশ্ন-

- হে যুবক! মাঠে-ময়দানে বলের পিছনে এলোপাতাড়িভাবে লাথি দেওয়া যায় এবং তার প্রতিউত্তরও দেওয়া যায়, কিন্তু সালাত আদায় করা যায় না কেন?
- মুসলমানিত্ব দাবি করা যায় অথচ নিজে ইসলাম থেকে মুক্ত কেন?
- সে মসজিদ জাঁকজমক করার প্রতি আগ্রহী কিন্তু তাকে মসজিদের কাতারে দেখা যায় না কেন?
- সে গান শুনতে ভালবাসে—যা শয়তানের বার্তা। অথচ কুরআনুল কারীম—যা আল্লাহ তায়ালার অহি। যা অন্তরের সুস্থতা, মানুষের জন্য রহমত ও হেদায়াত, তা শ্রবণ করা তার সহ্য হয়না কেন?
- গায়ক, নায়ক, খেলোয়াড়দের সকলকে পছন্দ হয় ও তাদের সংবাদ শুনতে মন চায়, এমনকি তাদের স্ত্রী-সন্তানদের নাম পর্যন্ত মুখস্থ থাকে অথচ যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে চিনি না কেন?
- সে নির্লজ্জ কবিতার বই ও ভ্রান্ত বর্ণনা পাঠ করে এবং সমস্ত পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ণ করে—যা ধ্বংস ডেকে আনে, অথচ মাসের পর মাস কেটে যায় সে কুরআন স্পর্শ করে না কেন?

- সে উপদেশ শ্রবণ করে কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করে না। সত্য দেখে কিন্তু মানে না। উপদেশ গ্রহণকারীদের প্রতি মনোযোগ দেয় কিন্তু যা বলা হয় তা বাস্তবায়ন করেনা কেন?

যুবক ভাইদের প্রতি বিশেষ নসিহত

১. দো'আকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও এবং তার নিকট প্রার্থনা কর—যেন তিনি তোমাকে হেদায়াত ও কবুলিয়াতের জন্য সাহায্য করেন এবং গুনাহ্র প্রতি তোমার আগ্রহকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। আর আল্লাহর নিকট প্রার্থনার জন্য কিছু সময় নির্ধারণ কর—যেমন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে এবং আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।

২. যে সমস্ত বস্তু তোমাকে গুনাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখ এবং প্রতিটি নেক কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য কর এবং ধনী হওয়ার জন্য লালসার পথ থেকে নিজেকে দূরে রাখ। আর এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখ—যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্ তাকে আরো উত্তম বস্তু দান করেন।

৩. দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াত কর ও পাবন্দির সাথে যিকির-আযকার কর। সাথে সাথে ফরয ও নফল ইবাদতগুলিও পালনে মনযোগী হও।

৪. তোমার জন্য আবশ্যক হল জ্ঞানীদের সাথে চলাফেরা করা। আর তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা ও সুপরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা।

৫. অতীতের যে বন্ধু-বান্ধব তোমাকে গুনাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের থেকে বিরত থাক। অতঃপর যখন তুমি ভাল দ্বীনদার হবে এবং তোমার সকল দলিল প্রমাণ পাকাপোক্ত হবে এবং কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তার উত্তর দিতে পারবে, তখন তাদেরকে হেদায়াতের পথে আহবান করতে থাক।

৬. তুমি একটি সময় নির্ধারণ কর যা তুমি ধর্মীয় গান শ্রবণ কিংবা সুস্থ-হালাল বিনোদনে ব্যয় করবে। কেননা এর দ্বারা ইমান শক্তিশালী হয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মযবুত হয়। সাথে সাথে উপকারী জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়।

৭. যখন তোমার আশাপাশের কাউকে হতোদ্যম দেখবে, তখন তাদের অবস্থার উপর দয়ার দৃষ্টি দিও এটা ভেবে যে—তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট সকলের জন্য হেদায়াতের প্রার্থনা করবে। আর একথা স্মরণ রাখো—জান্নাতে কেবল মুমিন আত্মাই প্রবেশ করবে। মহান বলেন-

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

"আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহর নিকটে ফিরে যাবে। অতঃপর সেদিন প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।"[২১৪]

আর কিয়ামতের মাঠের পাঁচটি প্রশ্নের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

"কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে সরাতে পারবেনা। তার জীবনকাল সম্পর্কে—কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে—কি কাজে তা বিনাশ করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে—কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে। এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কি কি আমল করেছে?[২১৫]

তুমি কি সঠিকভাবে চিন্তা করেছ যে, কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তুমি কি কখনো কবরের আযাব, কিয়ামতের বিভীষিকা, মিযান ও পুলসিরাত পার

---

[২১৪] সুরা বাকারা : ২৮১।

[২১৫] সুনানু তিরমিযি : ২৪১৬।

হওয়াকে ভয় করেছ? তুমি কি জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা করেছ নাকি তা মানুষ ব্যতিত অন্য কারো জন্য সৃজিত? নাকি জান্নাত প্রবেশের ব্যাপারে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? তুমি কি পূর্বের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চাও?

উত্তর জানার পূর্বে নীরবে অন্তরের সাথে হিসাব-নিকাশ কর তুমি তাকে বলো—কত দিন নাফরমানীতে লিপ্ত থাকবে হে নাফস! অথচ তুমি প্রতিনিয়ত শুনছো যে অমুক মারা গেছে। আল্লাহর কসম! এক সময় ঐ দিন আসবে যেদিন লোকেরা বলবে যে তুমি মারা গেছ। তুমি নিজেকে বলো যে—জান্নাতে যেতে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। তুমি নিজেকে বল যে—অমুকে হেদায়াত প্রাপ্ত হলো তাহলে আমার কি হলো যে আমার কোন নড়াচড়া নেই!

তবে কি তুমি ভেবেছো যে, আমার অন্তর আল্লাহমুখী নয় এবং কলব সর্বদা হারামের মহব্বত ও কামভাবের সাথে জড়িত; আর ইমান অত্যন্ত দুর্বল? এটাই হল দুর্বল ঈমানের পরিচয়; যা হারামের মহব্বত দূর করতে পারে না। তাহলে কিভাবে আমরা ইমানকে শক্তিশালী করবো যার দ্বারা হারামের মহব্বত দূর করা যায়? জেনে রাখো! তোমার সামনে রয়েছে মৃত্যু—অতঃপর হিসাব—অতঃপর জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। সুতরাং নিজের হিসাব-নিকাশ এখনই করে নাও। সময় অতীব সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমীন!

যুবকদের প্রতি বিশেষ উপদেশ

১. তোমরা যে অবস্থায় থাক না কেন আযান শোনার সাথে সাথে নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

২. কোরআনকে পাঠ কর এবং এটা নিয়ে গবেষণা কর। যত কম সময়ই হোক না কেন সেটাকে আজেবাজে কাজে ব্যয় কর না।

৩. সবসময় স্পষ্টবাদী হওয়ার চেষ্টা কর—কেননা এর দ্বারা প্রমাণ হবে তুমি যে মুসলিম। আরবি শিখার চেষ্টা কর—কেননা কেবলমাত্র আরবি ভাষার মাধ্যমেই কুরআনকে ভালোভাবে বুঝা সম্ভব।

৪ কোন বিষয়েই মাত্রাতিরিক্ত তর্কে জড়াবে না। কেননা এটা কোন সময় সফলতা বয়ে না।

৫. কখনোই বেশি হাসবে না। কেননা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত আত্মা সবসময় শান্তচিত্ত ও ভারি হয়।

৬. কখনোই মশকরা করো না। কেননা একটি মুজাহিদ জাতি গম্ভির ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

৭. শ্রোতা যতটুকু পছন্দ করে ততটুকুই তোমার আওয়াজকে বড় করো। কেননা এটা স্বার্থপরতা ও অন্যকে নিপীড়ন করার শামিল।

৮. কখনোই কাওকে ছোট করো না। কল্যাণকর ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে কথা বল না।

৯. তোমার প্রতিবেশি কোন ভাই তোমার সাথে পরিচয় হতে না চাইলেও তার সাথে পরিচিত হও।

১০. আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আমাদের যে সময় দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। অন্য জনের সময় বাঁচানোর জন্য সবসময় ব্রত হও। যদি তোমার উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হয় সেটাকে সবচেয়ে সহজ পন্থায় ও সুন্দর করে করার চেষ্টা কর।

১১. সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিবে। তোমাদের ঘর-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, শরীর ও তোমাদের কাজের জায়গাকে পরিচ্ছন্ন রাখ। কেননা এই দ্বীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরেই নির্মিত হয়েছে।

১২. তোমাদের ওয়াদা—তোমাদের কথা ও কাজে সবসময় মিল রাখবে। শর্ত যাই হোক না কেন সর্বদা এর উপর অটল অবিচল থাকবে।

১৩. পড়ালেখায় মনোযোগ দাও। মুসলিমদের প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন নিয়ে পরস্পর আলোচনা কর। ছোট করে হলেও নিজস্ব একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলো। নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে গভীরজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা কর।

১৪. কখনো রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষি হবে না। কেননা রিজিক এর সবচেয়ে সংকীর্ণ দরজা হল তাদের দরজা। তবে তোমাদেরকে যদি সুযোগ সুবিধা দেয় সেটাকে প্রত্যাখ্যান কর না। তোমাদের দাওয়াতকে ও তোমাদের নিজস্ব গতিকে স্তব্ধ করে না দেওয়া পর্যন্ত এর থেকে পৃথক হবে না।

১৫. তোমাদের সম্পদের একটা অংশ উম্মাহ্র সিংহপুরুষদের কাছে পৌছিয়ে দাও। আর ফরজ যাকাত একসাথে করে দাও। সেটার পরিমাণ যত সল্পই হোক না কেন সেখান থেকে গরীব দুঃখীদের দান কর।

১৬. অপ্রত্যাশিত বিপদ আসার আগেই স্বল্প পরিমাণ হলেও সম্পদের একটা অংশকে সঞ্চয় করে রাখ। এবং কখনোই জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র ক্রয়ে সম্পদ ব্যয় কর না।

১৭. সকল অবস্থায় তাওবা ও ইস্তিগফার পাঠ কর। রাতে ঘুমানোর আগে কয়েক মিনিট আত্মসমালোচনা কর। হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাক।

১৮. বিনোদন এর জায়গা থেকে এই ভেবে দূরে থাক যে এর বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। সকল প্রকার প্রসন্নতা ও আরামদায়ক বিষয় থেকে দূরে থাক।

১৯. সকল জায়গায় তোমার দাওয়াতকে বুলন্দ করার চেষ্টা করবে। নিজের নফসের সাথে এমন আচরন করবে, যাতে সে তোমাকে মেনে চলতে বাধ্য হয়। তোমাদের চোখকে হারাম থেকে বিরত রাখ। নিজের আবেগের উপর প্রাধান্য বিস্তার কর।

২০. নিজেকে সর্বদা উম্মাহ্র প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত রাখ এবং একজন নিবেদিত প্রাণ সেনার মত নেতার আদেশ মানতে সর্বদায় প্রস্তুত থাক। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই নেক উপদেশগুলো যথাযথভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

হে যুবক! এখনই ইবাদতের জন্য তৈরি হও

যৌবনকালের ইবাদতে যুবক-যুবতির পুরস্কার!!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে যুবক-যুবতি যৌবনে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আরশে পাকের ছায়া তলে আশ্রয় দান করবেন।"[২১৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোন মুসলমান বান্দার দৃষ্টি যখন কোন নারির সৌন্দর্যের প্রতি প্রথমবার পড়ে যায়, অতঃপর সে তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয় (তার দিকে তাকায় না), যার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এমন ইবাদত করার তাওফিক দান করবেন, যার মিষ্টতা এবং স্বাদ সে অবশ্যই অনুভব করব।"[২১৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি তার জিহ্বা এবং লজ্জাস্থান হেফাজতের দায়িত্ব নিবে, আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম।"[২১৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ সে যুবক-যুবতি, যে তার রবের ইবাদতের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে।"[২১৯]

যৌবনের শক্তি ও উদ্যমতা দিয়ে বেশি বেশি ইবাদত করো। হাদিস শরিফে এসেছে, বুদ্ধিমান তো সেই যে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে।[২২০]

যুবক-যুবতি ভাই ও বোনেরা! মনে রাখবেন, একমাত্র ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক চললেই দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি আর শান্তি পাবেন। সবাই ৫ ওয়াক্ত নামায সঠিক সময়ে, শুদ্ধভাবে এবং মনযোগ সহকারে আদায় করার

---

[২১৬] সহিহ বুখারি : ৬৮০৬।
[২১৭] মুসনাদু আহমাদ : ২২১৭৯।
[২১৮] সহিহ বুখারি : ৬৪৭৪।
[২১৯] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৭০১।
[২২০] তিরমিযি শরিফ : ২৪৫৯।

চেষ্টা করি। কারণ নামায যত বেশি সুন্দর হবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কও ততো বেশি সুন্দর হবে। এবং অন্যকে নামাজের দাওয়াত দিন, অসৎ কাজে যেভাবেই পারেন বাধা দিন।

আর বোনদের বলবো—নামাযের সাথে ইসলামিক নিয়মে পর্দা করবেন। লোক দেখানো ফ্যাশনমার্কা হিজাব থেকে বিরত থাকুন।

আমার তো আফসোস হয় সেই মানুষটির কথা ভেবে, যার জান্নাতের এতটুকু জায়গা কেনার মত আমল নেই, এতটুকু মানের ইমানও নেই...। অথচ প্রতিনিয়ত নিজের অর্জিত সওয়াবগুলোকেও বিসর্জন দিয়ে বেড়ায়; কাউকে অকারণেই একটু বেশি কথা বলে, অকারণেই কারও সাথে তেজ দেখিয়ে, অকারণেই কাউকে একটু হেয় প্রতিপন্ন করে, অকারণেই একটু খোঁচা দিয়ে, একটা কুনামে ডেকে, একটু অশ্লীল বাক্য আউড়িয়ে, কারো উপর অকারণেই বিরক্তি দেখিয়ে, খাবার নিয়ে অকারণেই দুটো খারাপ কমেন্ট করে, জীবন নিয়ে অকারণেই একটু নাশুকরীমূলক কথা বলে, কারো নামে অকারণেই দুটো গীবত করে, কাউকে একটা গালি দিয়ে, কারো একটু বদনাম করে, কারো নামে একটু হাসি ঠাট্টা করে...। অথচ এই কাজগুলোর একটিও তার দুনিয়াবি কোন উপকার করেনা, কিন্তু তার কৃত আমল থেকে প্রতিনিয়ত কেটে নেওয়া হতে থাকে। ঐ একটু রাগ? আপনি না দেখালেও দিন কাটবে। ঐ একটু বিরক্ত? আপনি না হলেও সমস্যা নেই। ঐ একটু ঠাট্টা মশকরা? না করলে কিছুই হবে না। একটুখানি গীবত? করলেই আপনি শান্তি পেয়ে যাবেন না। খাবার নিয়ে বদনাম করলেই খাবারটা ভালো হয়ে যাবেনা...।

মনে করুন, আপনি ঢাকা থেকে জরুরি কাজে খুলনা যাবেন, পকেটে আপনার যাত্রার ভাড়াটুকুও নেই, কিন্তু খুলনা আপনাকে যেতেই হবে, আপনি কি করবেন? সারা পথ যত কষ্ট হোক, এই টাকাটা সেভ করবেন, বাসওয়ালা করুণা করে অল্প কিছু টাকা বাদে ঐটুকুতেই যদি টিকেটটা দিয়ে দেয়...। নাকি যাওয়ার আগে পথেই চকলেট, বিস্কুট কিনে, ফকিরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, শূণ্য পকেটে যাত্রা করবেন?

আমরা এই দুনিয়াবি হিসেবগুলো মেলাতে পারলেও আসল হিসেব মেলাতে পারিনা কেন জানেন? আমরা চর্মচোখে কেবল নগদ দুনিয়াই দেখি, চোখ

বন্ধ করলেই যদি জান্নাত, জাহান্নাম অনুভব করতে পারতাম; তাহলে কেউ কোটি টাকার বিনিময়ে একটা গালি দিতে বললেও দিতে পারতাম না, কারণ আমি জানি, আমার ব্যালেন্স থেকে কাটা যাচ্ছে, আমি একটু একটু করে জান্নাতটা অন্যের হাতে তুলে দিয়ে জাহান্নাম কিনে নিচ্ছি, হ্যাঁ সত্যিই তাই, আমি দেখতে পাচ্ছিনা, কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা সেটাই...।

ইয়া আল্লাহ, এই গুনাহগারের মাঝেও এরকম বেশ কিছু নেগেটিভ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো দূর করে দিন। আমাদের শব্দগুলোকে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বানিয়েন না, শব্দগুলোকে দাওয়াহ হিসেবে কবুল করে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন...।

হে যুবক ভাই!

হ্যাঁ তোমাকেই বলছি। শুধু তুমি নও, তোমার মত আরো যারা আছে। বয়স একদম তোমার মত। রক্ত টগবগে গরম। পান থেকে চুন খসলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। ইচ্ছে করে মহাকান্ড ঘটিয়ে ফেলতে। যারা তোমার মতই আমোদ ফূর্তি করে বেড়ায়। সুযোগ পেলেই সিনেমা, পার্ক, ডি.জে, নাইট ক্লাব আর পপ পার্টিতে ঢুঁ মারো। বাপের অর্থ সম্পদ আর নিজের একাউন্ট, ম্যানিব্যাগের কচকচে নোটগুলো যাদেরকে ভোগ বিলাসের নেশায় ডুবিয়ে রাখে।

বংশ আর ক্ষমতার দাম্ভিকতা যাদের বুকটাকে উঁচিয়ে রাখে। তুলতুলে নরম সাপের মত এ মুখোশধারি দুনিয়ার চাকচিক্য যাদেরকে পরকাল থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাদেরকে বলছি।

তোমাকে বলছি। ধৈর্য ধরে শুনো। দেখো! আমার কথায় যুক্তি আছে কি না? তুমি তো আবার ডিজিটাল যুগের মডার্ন যুবক! কথায় কথায় যুক্তি খুঁজো। যুক্তিহীন কথা তোমার কানে ঢুকেনা। তোমার দিকটা লক্ষ্য করেই আমি যুক্তি দিয়ে বলছি। দেখো! আমার কথায় বাস্তবতা আছে কি না!

প্রথমে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। দেখো তো! এর উত্তর জান কি না?

আচ্ছা! তুমি কি বলতে পারবে, তুমি কে? প্রশ্ন শুনে তুমি হাসছো? ভাবছো, এটা কোন প্রশ্ন হল? প্রশ্ন শুনে আমাকে বোকা মনে হচ্ছে? উত্তরটা তাহলে

বলেই ফেলো। এতোক্ষণে হয়তো তুমি বিড়বিড়িয়ে বলে ফেলেছো, আমার নাম অমুক। অমুকের ছেলে। আমি এই করি—সেই করি। আরো কত্ত কী!

তুমি কি জান? তোমার উত্তর শুনে আমার হাসি পাচ্ছে! কারণ, তুমি সঠিক উত্তরটা দিতে পারনি। অবাক হওয়ার কিছু নেই। তোমাকে খুলে বলছি। মনে কর! একজন লোক ব্যাগে করে মাছ নিয়ে যাচ্ছে। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করলে, ভাই! এটা কী মাছ? লোকটা বলল, ইলিশ। এখানে তুমি লক্ষ্য করে দেখ! লোকটা কিন্তু তোমাকে মাছের নাম বলেনি। বরং মাছটার জাত সম্পর্কে বলেছে।

অর্থাৎ সে তোমার কাছে মাছটার পরিচয় দিয়েছে মাছটার জাত নির্ণয় করে। তার মানে কী হল? তার মানে হচ্ছে—পরিচয় হয় জাতের মাধ্যমে। নামের মাধ্যমে নয়।

কথাটা কি ঠিক বলেছি? এবার তাহলে তোমার মাঝে ফিরে আসি। এখন তুমিই বল! তুমি কে? এতক্ষণে নিশ্চয় তুমি পরিস্কার বুঝে গেছো! তুমি কে? হ্যাঁ! তুমি যা ভাবছো তাই সঠিক। তুমি মুসলমান। জাতে মুসলিম। এটাই তোমার পরিচয়। পৃথিবির যে প্রান্তেই থাকোনা কেন, এটাই তোমার পরিচয়। এ পরিচয়ের ভেতরেই লুকিয়ে আছে তোমার জীবনের সফলতার কথা। তুমি যদি এ পরিচয়টা ভুলে না যাও, জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে যদি মনে থাকে তুমি মুসলিম; আমি হলফ করে বলতে পারি, জীবনের সফলতা তোমার কপালে চুম্বন করবেই।

কীভাবে? এইতো বলছি। একটু ধৈর্য ধর। তার আগে তোমার মনের একটা সন্দেহ দূর করি। পরিচয়ের এ আলোচনা শুনে তোমার মনে হয়তো প্রশ্ন জমেছে, পরিচয় যদি জাত দ্বারা হয় তাহলে নামের প্রয়োজনটা কী? কেন আমাদের নাম রাখা হয়? আর আমরাই বা কেন কথায় কথায় নাম দ্বারা পরিচয় দেই? পেরেশান হয়ো না।

এর সমাধানও বলে দিচ্ছি। আমার ধারণা সঠিক হলে তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। এবার তুমি একটু চিন্তা করে দেখ তো! যদি সমাজের সবগুলো মানুষের আলাদা আলাদা নাম রাখা না হয়, তাহলে কি হবে? বিশাল একটা গন্ডগোল বেঁধে যাবে।

দেখা যাবে, একজন লোক তার সব বন্ধুকেই মুসলিম বলে ডাকছে। বিষয়টা খুবই অস্বস্তিকর। আমাদের সমাজ জীবনকে সহজ করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের আলাদা নাম রাখা হয়েছে। তাই বলে এই নামটাই আমাদের পরিচয় নয়। তোমারও নয়। নামটা শুধু তোমাকে আর দশজন থেকে আলাদা করে চেনার জন্য। জানার জন্য।

হে যুবক! তুমি কি আমার কথায় যুক্তি আর বাস্তবতার সমন্বয় পেয়েছো? এবার তাহলে স্বীকার করছ যে, তুমি একজন মুসলিম। এটাই তোমার পরিচয়। সমাজজীবনে এবার হওনা তুমি কলেজ অথবা ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র।

অথবা পুলিশ, আইনজীবী, স্কুল কলেজ মাদরাসা বা ভার্সিটির শিক্ষক। বা রিকসার প্যাডেলে পা রাখা কোন যুবক। পেশায় তুমি যাই হওনা কেন তোমার সর্বপ্রথম পরিচয়—তুমি একজন মুসলিম।

হে যুবক!

হে যুবক!

তোমার যৌবন তো একদিন ফুরিয়ে যাবে,
সে দিন তো নয় বেশিদূর, যেদিন তুমি বৃদ্ধ হবে।
তোমার কামনা-বাসনারও একদিন হবে অবসান,
তাই তো তোমাকেই বলি, রবের পথে জীবন করো কুরবান।

হে যুবক!

একটু চিন্তা করে দেখো, যদি দুটি চোখ তোমার না থাকে,
তবে কেমন করে দেখবে ধরা দেখবে তোমার মাকে!
আর কেমন করেই পড়বে তখন পবিত্র কুরআন,

হে যুবক!

যদি কুপ্রবৃত্তির ছলে নফসের প্রতি থাকে ভালোবাসা,
তবে ময়দানে থেকেও তোমার বাড়বে হতাশা।
তাই, নফসের প্রতি আরো কঠোর হও, ওহে বীর জওয়ান!
তবেই তুমি পাবে খুঁজে সত্য-সুখের সন্ধান।

হে যুবক!

চারিদিকে আজ অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার ঝড়,
সেই ঝড়েতে পড়লে তুমি হয়ে যাবে বর্বর।
শাহাদাতের আশা তোমার হয়ে যাবে শেষ,
সংগ্রামের চেতনাও তা করে দিবে নিঃশেষ।

হে যুবক!

তাই, রবের সাথে শপথ করে চলো ময়দানে,
তোমার রাহেই লড়ব সদা শাহাদাতের সন্ধানে।
জীবন বিলিয়ে করব আমি কায়েম আল কুরআন,
মুক্ত করে আনব যত বন্দী আছে মুসলমান।
রক্ষা এবার করব আমি মা-বোনদের সম্মান,
মুমিনের দেহ আমারই দেহ, তাই সইবো না অপমান।

সমাপ্ত

আপনার সংগ্রহে রাখার মত আমাদের আরো কিছু বই:-

১. সালাতে খুশু খুজুর উপায়
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

২. কুফর থেকে সাবধান
[শায়খ আবু হামজা আল-মিশরী]

৩. সিফাতুর রাসুল সা.
[আহমাদ মুস্তোফা কাসেম আত-তাহতাভী]

৪. আন্তরিক তাওবা
[আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওজি রহ.]

৫. আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু...
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

৬. তাওহিদ ও শিরক: প্রকার ও প্রকৃতি
[শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী হাফিজাহুল্লাহ]

৭. মঞ্চ কাঁপানো বক্তৃতা
[মুহাম্মাদ আবু ওমর]

৮. মিরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান
[ড. মো: আবুল কালাম আজাদ]

৯. খুতুবাতে মাদরাজ
[সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.]

১০. মুনাফিকি থেকে বাঁচার উপায়
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

১১. ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে কি?
[শাইখ মুহাম্মাদ আল আবদাহ]

১২. ইমাম তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন
[মুফতি যুবায়ের খান]

১৩. এসো ঈমান মেরামত করি

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

১৪. যেসকল হারামকে অনেকেই তুচ্ছ মনে করে

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

১৫. তাফসিরে সুরা তাওবা (দ্বিতীয় খন্ড)

[শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.]

১৬. আসক্তি : সমাজ ধ্বংসের হাতিয়ার

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

১৭. হে বোন! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়

[ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি]

১৮. শামের বিস্ময়কর সুসংবাদ

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

১৯. মিনারের কান্না

[ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি]

প্রকাশের পথে:

১. আকসার অশ্রু

[শাইখ আবু লুবাবা শাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ]

২. হারামাইনের আর্তনাদ

[শায়খ আবু লুবাবা শাহ মানসুর হাফিজাহুল্লাহ]

হে যুবক! তোমার রবের দিকে ফিরে এসো। ফিরে এসো জান্নাতের পথে। ফিরে এসো সফলতার পথে। তুমি ফিরে এসো সুখ-শান্তির পথে।

হে যুবক! জীবনে অনেক গুনাহ করেছো! অনেক পাপ করেছো! অনর্থক কাজে নিজের জীবনের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করেছো!

হে প্রিয় যুবক! তোমাকেই বলছি—এখন কি সময় হয়নি তোমার তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে আসার! এখনো কি সময় হয়নি তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করার! ঐ দয়ার প্রভু তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ জান্নাত তোমার প্রতিক্ষা করছে। জান্নাতের হাজারো নেয়ামত তোমার প্রতিক্ষায়ই আছে। তোমার প্রভু তোমাকে তার দিকে অনুতপ্তের জন্য ডাকছে।

হে যুবক! তুমি পাহাড় সমপরিমাণ গুনাহ করে ফেলেছো! পৃথিবির এমন কোনো খারাপ কাজ নেই তুমি করোনি, তুমি মনে মনে ভাবছো—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করবেন না? তুমি কি আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেছো? না যুবক, এমনটা নয়; পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-
“জেনে রাখুন, আল্লাহ সেসব লোকদের তাওবাই কবুল করেন, যারা না জেনে বা ভুল করে মন্দ কাজ করে ফেলে এবং পরক্ষণেই ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে; এরাই সেসব লোক যাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।”
[সুরা নিসা : ১৭]